দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

(ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা ও আপদকালীন পরিকল্পনা)

১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ১৫ নং ওয়ার্ড

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

নগর ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন:
১৫ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

নগর ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা:
অসিত বরণ বিশ্বাস, কাউন্সিলর, ১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
শারমিন হাবিব বিন্নি, সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর, (ওয়ার্ড ১৩, ১৪ ও ১৫), নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
১৫ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার, শিশু, নারী ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি।

নগর ঝুঁকি নিরূপণে সহায়তা:
কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি)

বাস্তবায়ন সহযোগিতা:
সেভ দ্য চিলড্রেন

নগর ঝুঁকি নিরূপণে আর্থিক সহায়তা:
ইউরোপিয়ান সিভিল প্রটেকশন এ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান এইড অপারেশন্স (একো)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহায়তায় ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন অসিত বরণ বিশ্বাস, কাউন্সিলর, ১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

সূচিপত্র:

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রত্যয়নপত্র:	৫
অনুমোদনপত্র:	৬
অধ্যায়-১: নগর ঝুঁকি নিরূপণ	৭-২৩
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ইতিহাস	৭-৯
বাংলাদেশের দুর্যোগসমূহ ও নগরের প্রধান প্রধান ঝুঁকি	৯
১৫ নং ওয়ার্ডের বিবরণ	১০-১৩
নগর ঝুঁকি নিরূপণ কী	১৪
নগর ঝুঁকি নিরূপণের যৌক্তিকতা	১৪
নগর ঝুঁকি নিরূপণের সুফল	১৪
ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ	১৫
ঝুঁকি নিরসন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন	১৫
১৫ নং ওয়ার্ডের ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র	১৭
অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপদের তালিকা	১৮
ঝুঁকির বিবরণ তৈরি	১৮-২১
প্রাপ্ত আপদসমূহ নিয়ে এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা ও মতামত	২২
ঝুঁকির নেতিবাচক প্রভাব	২৩
অধ্যায়-২: ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা	২৪-২৯
বার্ষিক নগর ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা	২৪-২৯
অধ্যায়-৩: আপদকালীন পরিকল্পনা	৩০-৪০
পটভূমি	৩০
পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য	৩০
জরুরি সাড়া প্রদান	৩১
জরুরি অপারেশন সেন্টার	৩১
জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনার নিয়মাবলী	৩১
আপদকালীন পরিকল্পনা	৩২
আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা	৩৩
আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থানসমুহ	৩৪
ওয়ার্ডের নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা	৩৪
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩৪-৩৬
উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা	৩৭
ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন	৩৭

দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার	৩৭
প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা	৩৭
ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার	৩৭
আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা প্রধানের তালিকা	৩৮
স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি	৩৮
চিকিৎসাকেন্দ্রের তালিকা	৩৮
অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি	৩৯
ওয়ার্ডের সম্পদের তালিকা	৩৯
এলাকার বিশেষ অবস্থা/ তথ্য	৩৯
আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেকলিষ্ট	৪০
অধ্যায়-৪: সংযুক্তিসমূহ	৪১-৮০
সংযুক্তি-১: সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মতিপত্র	৪১-৪৩
সংযুক্তি-২: ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মতিপত্র	৪৪-৪৫
সংযুক্তি-৩: ওয়ার্ড পরিচিতি	৪৬-৫১
সংযুক্তি-৪: পরিভ্রমণের প্রতিবেদন	৫২-৫৬
সংযুক্তি-৫: ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নগর ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রতিবেদন	৫৭-৫৮
সংযুক্তি-৬: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর প্রতিবেদন	৫৯-৬৬
সংযুক্তি-৭: কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই)-এর প্রতিবেদন	৬৭-৬৮
সংযুক্তি-৮: পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ	৬৯-৭০
সংযুক্তি-৯: ওয়ার্ড পর্যায়ে বৈধকরণ কর্মশালার প্রতিবেদন	৭১-৭৩
সংযুক্তি-১০: ১৫ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	৭৪-৭৫
সংযুক্তি-১১: ১৫ নং ওয়ার্ডের আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের তালিকা	৭৬-৭৮
সংযুক্তি-১২: ইউআরএ সহায়ক দলের সদস্যদের মতামত	৭৯
সংযুক্তি-১৩: ইউআরএ'র চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ	৮০

প্রত্যয়নপত্র:

প্রত্যয়নপত্র:

১৫ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা।

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নারায়ণগঞ্জের ১৫ নং ওয়ার্ডে নগর ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র গত সভার (২৮ জুন ২০১৭) সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রথম পর্যায়ে ১৫ নং ওয়ার্ডে নগর ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র আয়োজনে গত জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিঃ সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে ২৮ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ নারায়ণগঞ্জ ক্লাবে অনুষ্ঠিত সিপিডি'র নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প পরিচিতি সভায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও সেভ দ্য চিলড্রেন এর স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক ও বর্তমানে ১৫ নং ওয়ার্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত পরিবর্তন ও বিপদাপন্নতার বিবেচনায় এই ওয়ার্ড এর পুনরায় ঝুঁকি নিরূপণ এর প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর সম্মতিপত্রের আলোকে ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভাপতি হিসাবে আমি এই কার্যক্রমের নেতৃত্ব প্রদান করি এবং কারিগরী সহায়তা প্রদান করেন কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) ও সেভ দ্য চিলড্রেন।

নারায়ণগঞ্জ নগরীকে একটি দুর্যোগ সহনশীল নগরী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ওয়ার্ডের আপদ অনুযায়ী ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে উক্ত কর্মপরিকল্পনা সিটি কর্পোরেশন এর মাধ্যমে ও ওয়ার্ডবাসীর সহযোগিতায় বাস্তাবায়নের উদ্দেশ্যেই ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ২৭ নভেম্বর, ২০১৭ ইং তারিখের ১৫ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাসিক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৭ এবং ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখ পর্যন্ত ৪ দিনব্যাপী ওয়ার্ড পর্যায়ে ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ১৫ নং ওয়ার্ডকে ৪টি ক্লাষ্টারে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি ক্লাষ্টারে ৫ সদস্যের একটি সহায়ক দলকে দিনব্যাপী ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দায়িত্ব বন্টন করা হয়। পরবর্তী দুই দিন নগর ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতি মোতাবেক পরিভ্রমণ, ফোকাস দল আলোচনা, ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র তৈরি, ঝুঁকি নিরূপণ, আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকির কারণ ও নিরসনের উপায় এবং ঝুঁকির অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

১২ এপ্রিল, ২০১৮ ইং তারিখে প্রশিক্ষণকক্ষ, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জে উপরোক্ত তথ্যের বৈধতাকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ওয়ার্ডের সর্বস্তরের জনগণ তাদের ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান ও একাত্নতা ঘোষণা করেন।

আশা করছি সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক সহায়তায় ১৫ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ঝুঁকি নিরসন কর্মপরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই ওয়ার্ডকে একটি দুর্যোগ সহনশীল ও আদর্শ ওয়ার্ড হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

এই ঝুঁকি নিরূপণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ওয়ার্ডবাসী, কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের ধন্যবাদ বিশেষ করে কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি), সেভ দ্য চিলড্রেন এবং ইউরোপিয়ান সিভিল প্রটেকশন এ্যান্ড হিউম্যানিটেরিয়ান এইড অপারেশন্স (একো)-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শুভেচ্ছাসহ

নাম: **অসিত বরণ বিশ্বাস**
কাউন্সিলর, ১৫ নং-ওয়ার্ড
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, না'গঞ্জ

অনুমোদনপত্র:

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা !

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ পৃথিবীর অধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, অগ্নিকান্ড, ভূমিধ্বস, কালবৈশাখী ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলা করে চলেছে। এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট অসংখ্য দুর্যোগ মোকাবেলার অভিজ্ঞতা আমাদের দীর্ঘদিনের। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক বিভিন্ন দুর্যোগের ধারণা, বিশেষতঃ ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতা সীমিত। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ ভূমিকম্পের জন্য খুবই ঝুঁকিপ্রবণ। বিশেষ করে এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অপরিকল্পিত নগরায়ন, ঘনবসতি, দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো, বিল্ডিং কোড না মেনে ভবন নির্মাণ, অসচেতনতা ইত্যাদি কারণে বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশী। জনসংখ্যাধিক্য, বিপদাপন্নতার বহুমাত্রিকতা ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে নারায়ণগঞ্জ সিটি বাংলাদেশের অন্যতম ঝুঁকিপুর্ণ নগর হিসেবে চিহ্নিত।

এই প্রেক্ষাপটে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি) কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি (সিবিডিপি) মডেল মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করেছে। এই মডেলের ভিত্তিতে ঝুঁকিহ্রাস ও জরুরী মুহূর্তে সাড়া প্রদানে উদ্যোগ সৃষ্টির জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে, কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) ও সেভ দ্য চিলড্রেন এর কারিগরী সহযোগিতায় এবং ইউরোপিয়ান সিভিল প্রোটেকশন এন্ড হিউম্যানিটেরিয়ান এইড অপারেশন্স (একো) এর অর্থায়নে 'নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প' নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১৫ ও ১৬ নং ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল নগর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো সক্রিয়করনের মাধ্যমে নগরের ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করা, যা আগামীতে নগরের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। দুর্যোগ ঝুঁকির বিবেচনায় যদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায়, তবে নিরাপদ ও টেকসই নগরায়নের পাশাপাশি দুর্যোগ সহনশীল নগর তথা দেশ গড়া সম্ভব হবে। যারা এ প্রকল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারসহ যে সকল ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তাদের মতামত দিয়ে এই কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

.....

ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী
মেয়র
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
নারায়ণগঞ্জ।

অধ্যায়-১: নগর ঝুঁকি নিরূপণ

১.১ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ইতিহাস

বিলুপ্ত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা উপমহাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী পৌরসভা ছিল। ১৭৬৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী থেকে বিকন লাল পান্ডে (যিনি বেনু ঠাকুর বা লক্ষ্মী নারায়ণ ঠাকুর পান্ডে নামে পরিচিত ছিলেন) কয়েকটি মৌজা লিজ গ্রহণ করেন। এ জায়গায় পরবর্তীতে নারায়ণগঞ্জ নগর গড়ে উঠে। বৃটিশ সরকার ১৮৭৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ২৭,৮৭৬ জন জনসংখ্যা অধ্যুষিত ৪.৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা গঠন করে। ৪ জন মনোনীত এবং ৮ জন নির্বাচিত কমিশনার নিয়ে এ পৌরসভার অভিযাত্রা শুরু হয়।

নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকার চাষাঢ়া মোড়

তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা একটি "মডেল পৌরসভা" হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। ১৯৩১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা চিটাগাং ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই কোং এর সহায়তায় পৌর এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করে। এর পূর্বে শহরের বাতিগুলো ছিল কেরোসিন নির্ভর। শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা শত বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে ব্যবসা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে এবং রাজধানী "ঢাকার প্রবেশ দ্বার" হিসেবে পরিচিত । শীতলক্ষ্যা নদীর স্বচ্ছ পানি এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বৃটিশ আমলে নারায়ণগঞ্জ একটি ব্যস্ততম বন্দর বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে। এক সময় নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর থেকে স্টিমার সার্ভিস চালু ছিল এবং নারায়ণঞ্জ থেকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সকল ট্রেন ছেড়ে যেত। সড়ক, ট্রেন ও স্টিমার সার্ভিস সম্বলিত উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নারায়ণগঞ্জ নগরকে পাট ব্যবসার জন্য বিখ্যাত করে তোলে। এ জন্য নারায়ণগঞ্জ বিশ্বময় "প্রাচ্যের ডান্ডি" (Dundee of the East) হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী ঘনবসতিপূর্ণ শিল্প সমৃদ্ধ এ বন্দর নগরী এখনো বাণিজ্যিক বন্দর নগরী হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে।

নগর ভবন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

বৃটিশ সরকার ১৮৭৬ সালে এইচ টি উইলসন-কে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে। ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার প্রথম বাঙ্গালী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ মালেহ। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত পৌরসভার নির্বাচনে বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে তিনি নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে তাঁর প্রথম ও

প্রধান কাজই ছিল শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান। পাঁচ বছর পর ১৯৭৭ সালে তিনি পুনরায় নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। নারায়ণগঞ্জ শহরের উন্নয়নে তিনি যে আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছিলেন বিধায় প্রতিদানে নারায়ণগঞ্জবাসী তাঁকে দ্বিতীয়বার পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করেছিল। পরবর্তীতে জনাব নাজিম উদ্দিন মাহমুদ চার বছর নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর দীর্ঘ ১৬ বছর (১৯৮৮-২০০৩) নারায়ণগঞ্জ পৌরসভায় কোন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ছিল না। উক্ত সময় নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা প্রশাসক কর্তৃক পরিচালনা করা হয়েছিল।

LANDUSE MAP
OF
NARAYANGANJ CITY CORPORATION

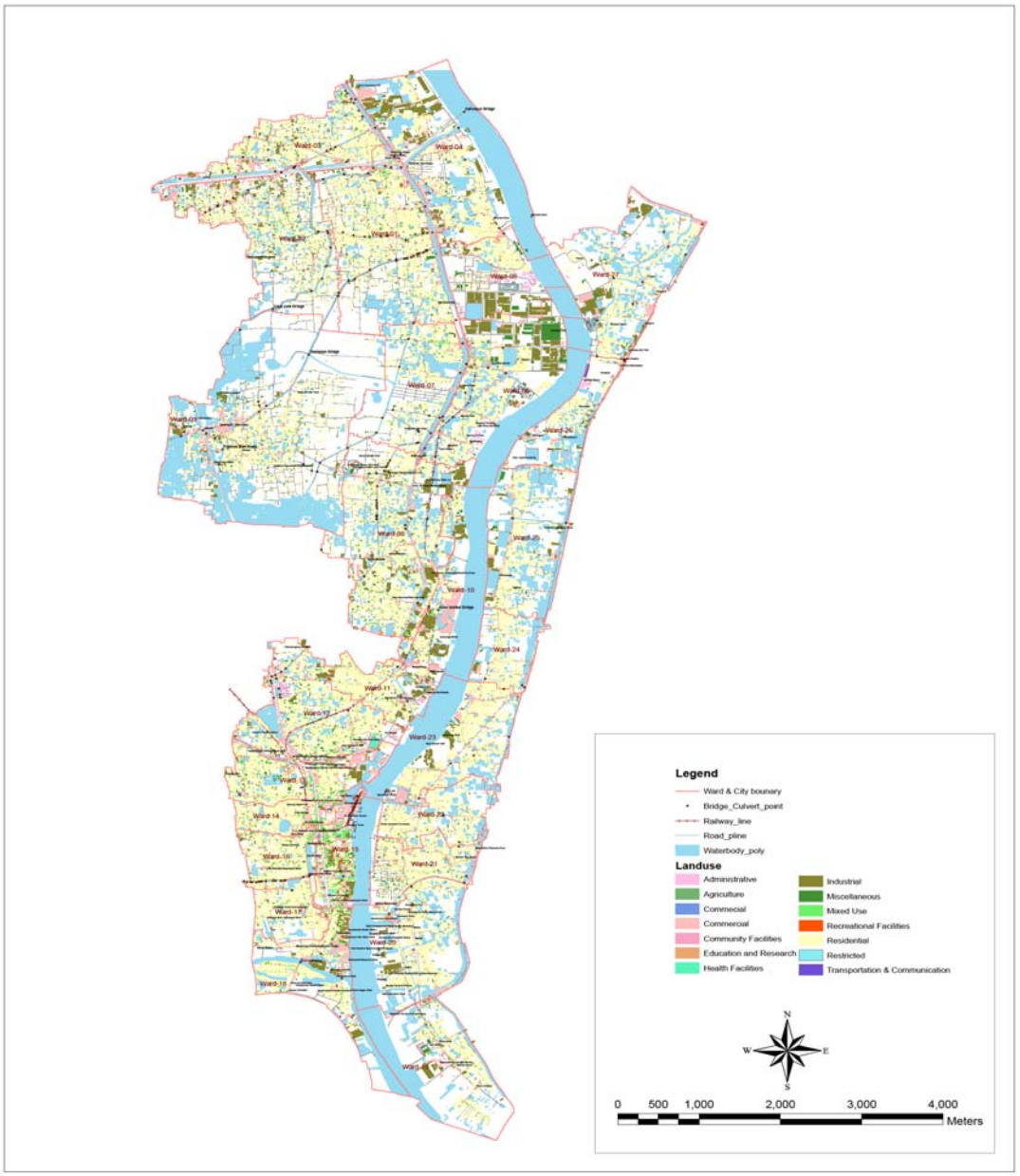

পরবর্তীতে ২০০৩ সালে পুনরায় নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত আলী আহাম্মদ চুনকার সুযোগ্য কন্যা ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী ২০০৩ সালের পৌর নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে ২০১১ সাল পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

০৫ মে ২০১১ তারিখে এ তিনটি পৌরসভা যথাক্রমে নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুল কে একীভুত করে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) প্রতিষ্ঠা বিধিমালা ২০১০ এর বিধি ৬-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রায় ৭২.৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করে।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সিটি নির্বাচনে পুনরায় ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী মেয়র নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ২য় সিটি নির্বাচনে টানা ৩য় বারের মত মেয়র নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের জনপ্রিয় মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

১.২ বাংলাদেশের দুর্যোগসমূহ ও নগরের প্রধান প্রধান ঝুঁকি

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে। এদেশের মানুষ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরণের দুর্যোগ যেমন বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, অগ্নিকান্ড, ভূমিধ্বস, কালবৈশাখী ইত্যাদি দুর্যোগ মোকাবেলা করে চলেছে। এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি মানবসৃষ্ট অসংখ্য দুর্যোগ মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা আমাদের দীর্ঘদিনের। কিন্তু নগরকেন্দ্রিক বিভিন্ন দুর্যোগের ধারণা, বিশেষতঃ ভূমিকম্পের কোন অভিজ্ঞতা আমাদের নেই।

অথচ বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ ভূমিকম্পের জন্য খুবই ঝুঁকিপ্রবণ। বিশেষ করে এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, অপরিকল্পিত নগরায়ন, ঘনবসতি, দুর্বল অবকাঠামো, বিল্ডিং কোড না মেনে ভবন নির্মাণ, অনভিজ্ঞতা ও অসচেতনতা ইত্যাদি কারণে বিশেষ করে সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশী। জনসংখ্যাধিক্য, বিপদাপন্নতার বহুমাত্রিকতা ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে নারায়ণগঞ্জ সিটি বাংলাদেশের অন্যতম ঝুঁকিপুর্ণ নগর হিসেবে চিহ্নিত।

১.৩ ১৫ নং ওয়ার্ডের বিবরণ

১৫ নং ওয়ার্ড নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের একটি জনগুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড। এ ওয়ার্ডে নারায়ণগঞ্জ নগর ভবন এর অবস্থান। এটা অত্যন্ত জনবহুল ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডের উত্তরে ১৩, ১০ নং ওয়ার্ড, দক্ষিণে ১৭ ও ১৮ নং ওয়ার্ড, পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদী এবং ২১ ও ২২ নং ওয়ার্ড এবং পশ্চিমে ১৪, ১৬ ও ১৭ নং ওয়ার্ড।

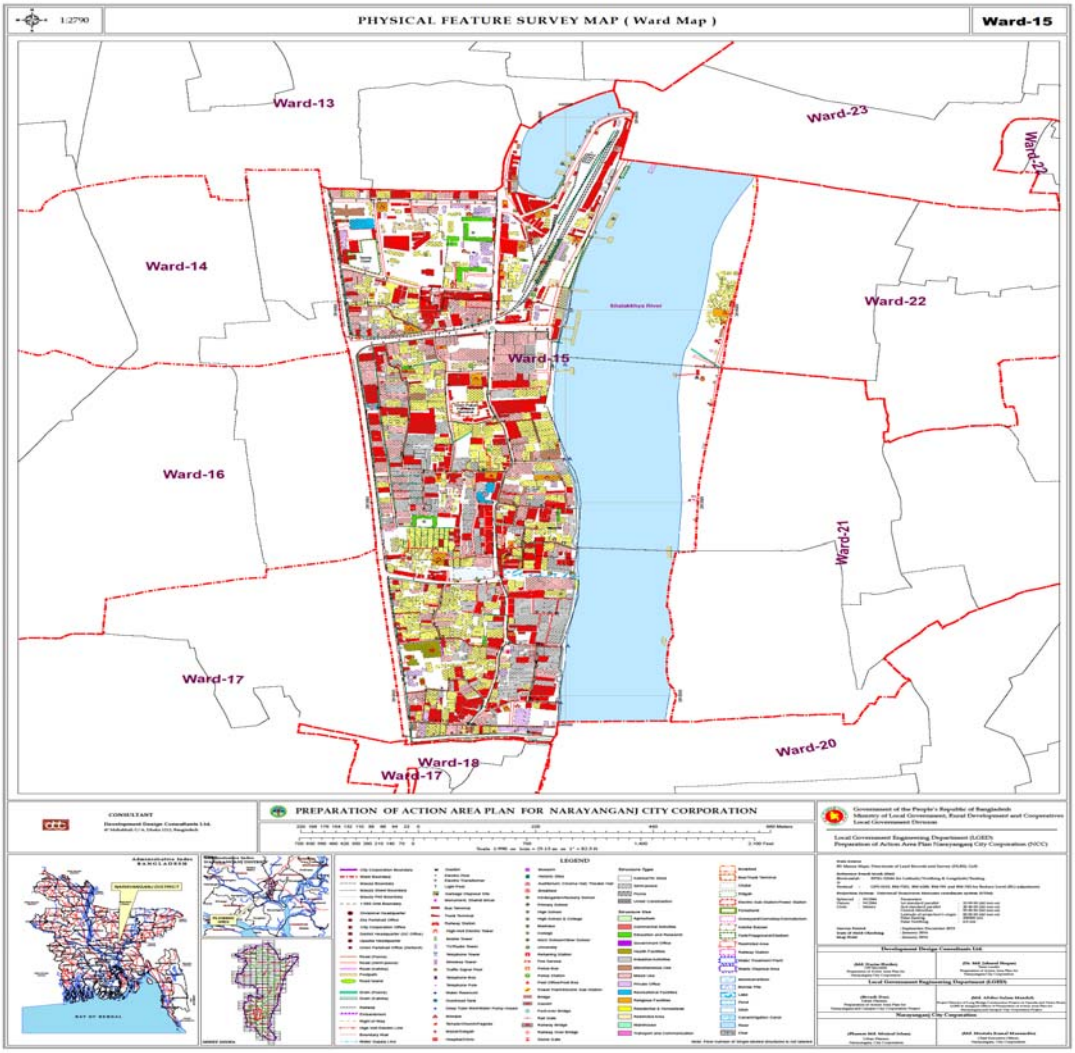

আয়তন ঃ ১.৫৬ বর্গ কিলোমিটার।

প্রকৃতি ঃ এটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এখানে কোন পরিচ্ছন্ন পার্ক, বাগান বা কোন প্রকার বনায়ন নেই। অল্প কিছু বাড়ির ছাদে টবে কিছু ফুল ও ফল গাছসহ ঔষধি গাছ দেখা যায়, যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়া এই ওয়ার্ডে ৫টি ফেরিঘাট, ১টি নৌ/লঞ্চ ঘাট, ১ টি বাসষ্ট্যান্ড ও রেলওয়ে স্টেশন থাকায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২০০০০ ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি ও জনসাধারণের চলাফেরা।

জনসংখ্যা ঃ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ের সূত্রমতে এই ওয়ার্ডে মোট জনসংখ্যা ৩৮৩৪৫ জন, পুরুষ ১৯৪৮৫ জন এবং মহিলা ১৮৮৬০ জন। পরিবারের সংখ্যা ৫৯০৪ টি, শিশু- ১৪৩৫৫ জন।

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ ১৫ নং ওয়ার্ডের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় ঠিক থাকলেও ক্ষেত্র বিশেষ সরু রাস্তা, ফুটওভার ব্রীজবিহীন ১ ও ২ নং রেলগেইট এর কারণে প্রায়শই ট্রাফিক জ্যাম লেগেই থাকে। বেশীরভাগ রাস্তাই পাঁকা শুধুমাত্র বস্তি এলাকায় কাঁচা ও আধাকাঁচা গলি রয়েছে। এই ওয়ার্ডে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় ২২.৩৫ কিলোমিটার (কি:মি:) এবং ছোট বড় অসংখ্য গলি রয়েছে। তন্মোধ্যে পাকা রাস্তা ১৭.৬০ কি:মি:, সিসি ঢালাই ৩.৫০ কি:মি: কাঁচা রাস্তা ১.২৫ কি:মি:। এ এলাকায় ২টি কালভার্ট রয়েছে। এখানে ৫/৬ টি বহুতল ভবন রয়েছে, বেশীর ভাগ বাড়ি-ঘরই পাকা দালান, কিছু আধা-পাকা এবং স্বল্প আয়ের জনগোষ্টীর আবাসিক এলাকায় বাঁশ ও টিনের ঘর রয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত ঐতিহ্যবাহী এই ওয়ার্ডে ৫টি নৌঘাট, ১টি বাস টার্মিনাল ও ১টি রেলওয়ে স্টেশন রয়েছে।

৫ নং ঘাটের জেটিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বৎসরের দুর্গা পূজা বিসর্জন করা হয়। এছাড়া এ জেটি দিয়ে গম আর চিনি লাইটারিজ জাহাজ থেকে খালাস করে দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রাকে করে পাঠানো হয়।

এখানে ১টি স্টীমার ঘাট আছে। অতীতে এই ঘাট থেকে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যাতায়াতের জন্য গাড়ি মেলা নামে স্টীমার সার্ভিস চালু ছিল। বর্তমানে তা বন্ধ রয়েছে।

শিক্ষা ঃ নারায়ণগঞ্জ ১৫ নং ওয়ার্ডের শিক্ষার হার প্রায় ৮১%। এর মধ্যে নারী শিক্ষার হার ৪০% এবং পুরুষ শিক্ষার হার ৬০%। ১৫নং ওয়ার্ডে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫টি, কমিউনিটি বিদ্যালয় ১টি, কিন্ডার গার্ডেন ৩টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩ টি, মক্তব ১০টি এবং কলেজ ২টি।

স্বাস্থ্য সেবা ঃ ১৫ নং ওয়ার্ডে বর্তমানে প্রায় ৩৮৩৪৫ **জন** মানুষের বসবাস। স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। ১টি সরকারি হাসপাতাল, ২ টি ক্লিনিক ও ১ টি মাতৃসদন এর মাধ্যমে এত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত অনেকাংশে সম্ভবপর হয়না।

সার্বজনীন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঃ অত্র ওয়ার্ডে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি হলেও অন্যান্য ধর্মের জনগোষ্ঠী সাম্যের সাথে বসবাস করে আসছে। সার্বজনীন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হলো- মসজিদ ১৫টি, মন্দির ১০ টি, ঈদগাহ মাঠ ১টি, কবরস্থান-পারিবারিক ১টি, মাজার ৪টি, ক্লাব ১২টি, বাজার ৪টি, ব্যাংক ২০টি, সিটি কর্পোরেশন ১টি, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস ১টি, ডেসকো ১টি, কাজী অফিস ২টি, শহীদ মিনার ৫টি, পশু চিকিৎসাকেন্দ্র ১টি, কর্মরত এনজিওর সংখ্যা ৯টি তার মধ্যে জিআইজেড, ইউএনডিপি, জাইক্যা, ব্র্যাক, সিপিডি, সিপ, পিএসটিসি, মেরীস্টোপ, সেকায়েফ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এখানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কার্যালয় রয়েছে। অফিসগুলোর মধ্যে রয়েছে টেলিফোন ও তার, মডেল থানা, রাজউক, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, কেন্দ্রিয় বাস টার্মিনাল এবং কাষ্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারের কার্যালয় রয়েছে।

পেশা ঃ এই ওয়ার্ডের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। এছাড়া রয়েছে শিক্ষকতা, ব্যবসায়ী, গামেন্টস ও হুসিয়ারী কর্মী, হস্তশিল্প কর্মী, এমব্রোয়ডারী কর্মী, রিক্সাচালক, গৃহকর্মী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দিনমজুর, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী, কুটির শিল্প, কাপড়ের ব্যবসায়, ব্যাগ সেলাই, ফেরী করা, জুট ব্যবসায়, জামাতে পুতি বসানো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যেসব পেশা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে নকসি কাথা সেলাই, পাঞ্জাবীতে হাতের কাজ, চাদর সেলাই, কুটির শিল্প, তাঁত শিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই এলাকার সম্ভাবনাময় পেশার মধ্যে গার্মেন্টস শিল্প, হুশিয়ারি শিল্প ও কুটির শিল্প উল্লেখযোগ্য। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জীবনজীবিকা ও পেশার পরিবর্তন হয়েছে।

কৃষি ও খাদ্য ঃ এই ওয়ার্ডে খাদ্য উৎপাদনের কোন ব্যবস্থা নেই। পুরোটাই বাহিরের উপর নির্ভরশীল।

বনায়ন ঃ অত্র ওয়ার্ডে কোন বনায়ন নেই। শিল্পাঞ্চল হওয়ার কারণে এখানে জনবসতি বেশী। বাড়ির আঙ্গিনায়ও তেমন কোন গাছপালা নেই। তবে কিছু কিছু বাসার ছাদে গাছপালা রয়েছে ।

বনজ বৃক্ষ ঃ এই ওয়ার্ডে কোন নার্সারি নেই। ঘনবসতি হওয়ার কারণে বাড়ির আঙ্গিনায় ও তেমন কোন বৃক্ষ লাগানো যায় না। তারপরও কিছু কিছু গাছ দেখা যায় যেমন আম, কাঠাল, লিচু, মেহগনি, কড়ই, প্রভৃতি সকল প্রকার গাছ দেখা যায়।

ঔষধী বৃক্ষ ঃ নিম, তুলসী, দূর্বাঘাস, তেঁতুল, লেবু, বটবৃক্ষ, মেহেদী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির ঔষধি গাছ রয়েছে।

জলজ উদ্ভিদ ঃ জলাশয়ে কচুরীপানা, শেওলা ইত্যাদি দেখা যায়।

বন্য প্রাণী ঃ এই ওয়ার্ডে তেমন কোন বন্য প্রাণী নেই তবে মাঝে মধ্যে বানর, কাঠ বিড়ালী, বেজি, সাপ, ইঁদুর, ইত্যাদি দেখা যায়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বাড়িঘর তৈরির জন্য বন সংকোচন হওয়া ও মানুষের বিরূপ আচরণ এছাড়া প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে বন্যপ্রাণি দিন দিন কমে যাচ্ছে।

স্থানীয় ও পরিযায়ি পাখি ঃ অত্র এলাকায় কয়েকটি পরিবারে কবুতর পালন করছে। এগুলো বাণিজ্যিকভাবেও ব্যবহার হয়। স্থানীয় পাখির মধ্যে শালিক, দোয়েল, ঘুঘু, বক, কাক, বুলবুলি, চড়ুই, কবুতর, চিল, কোকিল, বাবুই, টুনটুনি ইত্যাদি দেখা যায়।

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ঃ এই ওর্য়াডের পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বেশিরভাগ মানুষই ওয়াসার পানি ব্যবহার করে। এ ওর্য়াডে গভীর টিউবওয়েল (পাম্প) ৩০টি, পানির ট্যাঙ্কি ১টি, কাঁচা পায়খানা ১৬ টি, আধা পাকা পায়খানা ১৩২ টি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা প্রায় ১১৫০০ টি। এ ওয়ার্ডে একটি খাল রয়েছে, যা বাবুরাইল-শীতলক্ষ্যা সংযোগ খাল নামে পরিচিত।

পশু পালন ঃ অত্র ওয়ার্ডে বেশ কিছু সংখ্যক ব্রয়লার মুরগীর খামার আছে। যা এলাকার বাণিজ্যিক চাহিদা পুরণ করে। এছাড়াও কিছু বাসাবাড়িতে কুকুর, বিড়াল, হাঁস-মুরগী পালন করা হয়।

তথ্যসুত্রঃ এফজিডি, কেআইআই ও পরিসংখ্যান অফিস।

নগর ভবনের প্রধান ফটক, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

শীতলক্ষ্যা পাড়, নারায়ণগঞ্জ

এলোমেলো বিদ্যুৎ সংযোগ বোর্ড, দক্ষিণ র‍্যালি বাগান

ময়লা আবর্জনায় ভরা বইখাল ড্রেন, বংশাল

১.৪ নগর ঝুঁকি নিরূপণ কী

নগর ঝুঁকি নিরূপণ এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে নগরের সম্ভাব্য আপদসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঝুঁকির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা যেতে পারে। একই সাথে জনগোষ্ঠীর বর্তমান সমস্যাগুলোরও মূল্যায়ন করা যেতে পারে, যা দ্বারা তাদের জীবন, সম্পদ, প্রতিষ্ঠান, অবকাঠামো, পরিবেশ ইত্যাদি হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। অপরদিকে, নগর ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠী যে ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করছে, তার মাত্রা নিরূপণ করা যায়। আবার, প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগ-পরবর্তীতে সাড়াদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যও কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ করা প্রয়োজন।

১.৫ নগর ঝুঁকি নিরূপণের যৌক্তিকতা

নগর ঝুঁকি নিরূপণের প্রধান প্রধান বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- ক্রমবর্ধমান হারে নগরের জনসংখ্যা বাড়ছে। দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে, অপরিকল্পিত। নগরায়ন হচ্ছে। বহু অবকাছামো গড়ে ওঠছে। এতে ঝুঁকি মাত্রা বাড়ছে। আমাদের দেশের নগরসমূহের দুর্যোগ ঝুঁকি ক্রমেই বাড়ছে।
- নগরের কাঠামো দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা তৈরি, ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনাকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের সহায়ক হিসেবে গড়ে ওঠে নি।
- নগরের জনগোষ্ঠী অধিকতর ব্যস্ত জীবন-যাপন করে; ফলে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা কঠিন।
- বড় বড় নগরের বেশিরভাগ মানুষ খুব ছোট শহর বা গ্রাম এলাকা থেকে আসে। তারা জানে না বড় নগরে কী ধরনের ঝুঁকি বিদ্যমান এবং কীভাবে তার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে হয় বা কীভাবে ঝুঁকি নিরসন করতে হয়।
- অপরদিকে, নগর এলাকার গড়ে ২৫-৩০% মানুষ বস্তিতে বসবাস করে; ফলে নগরের ভূমিকম্প, ভবন ধস, বন্যা, জলাবদ্ধতা, পাহাড় ধ্বস ও অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্যোগে তাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

বাংলাদেশের নগরগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাকা বাড়ি এমনকি বহুতল বিশিষ্ট বাড়িও 'বিল্ডিং কোড' না মেনে তৈরি করা হয়। আবার নির্মাণ প্রতিষ্ঠানগুলোও বহুতল বিশিষ্ট বাড়ি 'বিল্ডিং কোড' না মেনে তৈরি করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও আইনের অভাবে ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনা তৈরি, ঝুঁকি নিরসন পরিকল্পনাকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে পারেন না। ফলে উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ যথাযথ উপায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

১.৬ নগর ঝুঁকি নিরূপণের সুফল

- ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে জনসচেতনতা বাড়ানো এবং ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- নগর ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে নগর কর্তৃপক্ষ ও নগরবাসী উভয়েই নিজ-নিজ ওয়ার্ডের ঝুঁকি সম্পর্কে জানতে পারেন।
- এর মাধ্যমে ঝুঁকি নিরসনের জন্য কোথায়, কোন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন তা জানা সম্ভব।
- নগর ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে নগর কর্তৃপক্ষ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা ও নগরবাসী সকলেই দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে পারে।
- ঝুঁকি হ্রাস পদক্ষেপ গ্রহণ করে দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো।

১.৭ ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার পদক্ষেপ

এলাকা বাছাই

- সিটি কর্পোরেশন/ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে এ বিষয়ে ঐকমত্য
- ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়া পরিচালনার বিষয়ে ঐকমত্য।
- ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়া পরিচালনার লক্ষ্যে সহায়ক দল গঠন করতে হবে এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে
- নগরের আবাসিক স্থাপনা, লাইফ লাইন সার্ভিস, অতীতে সংঘটিত দুর্যোগের প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য-উপাত্তও সংগ্রহ করতে হবে।

ঝুঁকি নিরূপণ কিভাবে করা হয়েছে (পদ্ধতি)

- পরিভ্রমণ (ট্রানজেক্ট ওয়াক)ঃ দলবেধে প্রতিটি এলাকায় পরিদর্শন ও ঝুঁকি নিরূপণ করা হয়
- আপদ মানচিত্র প্রণয়ন এবং এর ব্যাখ্যা তৈরি
- জনগণকে সংগঠিতকরণ, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
- পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের বিপদাপন্নতা নিরূপণ ও চিত্রায়ন
- ঝুঁকির বিবরণ তৈরি
- ঝুঁকি নিরসনের সর্বোত্তম অপশন চিহ্নিতকরণ
- ঝুঁকি নিরসন কার্যক্রম পরিকল্পনা (রিস্ক রিডাকশন অ্যাকশন প্লান) প্রস্তুত
- বিশেষজ্ঞ গ্রুপ কর্তৃক ঝুঁকি নিরসন কার্যক্রম পরিকল্পনা পুনঃযাচাই
- প্রতিবেদন প্রস্তুত

১.৮ ঝুকি নিরসন কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন

নগর ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, ঝুঁকি নিরসন কর্ম-পরিকল্পনা। এই ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ায় অনেকেই অংশগ্রহণ করেছেন। ঝুঁকি নিরসন কর্ম-পরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ এমনভাবে চিহ্নিত হয়েছে, যাতে স্থানীয় ও জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তা অবদান রাখতে পারে। নিচে উল্লিখিত ব্যক্তিরা এই কাজে অংশগ্রহণ করেছেন:

- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং সদস্য সচিব
- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য (ওয়ার্ডে স্থায়ী বসবাসকারী পুরুষ ও নারী)
- ধর্মীয় নেতা/ তাঁর প্রতিনিধি
- নারী নেত্রী
- বস্তিবাসীদের প্রতিনিধি
- শিক্ষক প্রতিনিধি
- শিশু প্রতিনিধি
- যুব প্রতিনিধি/ স্বেচ্ছাসেবক
- ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি, যিনি ওয়ার্ডে ব্যবসা করছেন
- বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি, যেমন: নগর পরিকল্পনাবিদ, জিআইএস বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন সরকারি সেবা দপ্তরের প্রতিনিধি
- ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে মোট ২০ জন যুক্ত ছিলেন। তাঁরা ২ দিন ধরে এ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।
- চূড়ান্তভাবে বৈধকরণ কর্মশালায় ওয়ার্ডের সর্বস্তরের জনগোষ্ঠি অংশগ্রহণ করেছেন।

পুরাতন ও ঝুঁকিপূর্ণ ভবন, নয়ামাটি, নারায়ণগঞ্জ

১.৯ ১৫ নং ওয়ার্ডের ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র

নগর ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র অঙ্কন। ওয়ার্ডের ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ২০ জন সদস্য ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে ১৫ নং ওয়ার্ড পরিভ্রমণ করেন। পরিভ্রমণ শেষে ট্রেনিং ভেন্যুতে এসে 'সি' গ্রুপের সদস্যদের নেতৃত্বে (মোঃ আবুল কালাম, দিলীপ কুমার দে, ইমতিয়াজ উদ্দিন জুলু, মোঃ রবিন এবং সাদ্দাম) এবং বাকী ৩টি দলের মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র অঙ্কন করা হয়। এ মানচিত্রে মূলতঃ অত্র ওয়ার্ডের সম্পদ, সমস্যা এবং আপদসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে যাতে ঝুঁকিহ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে।

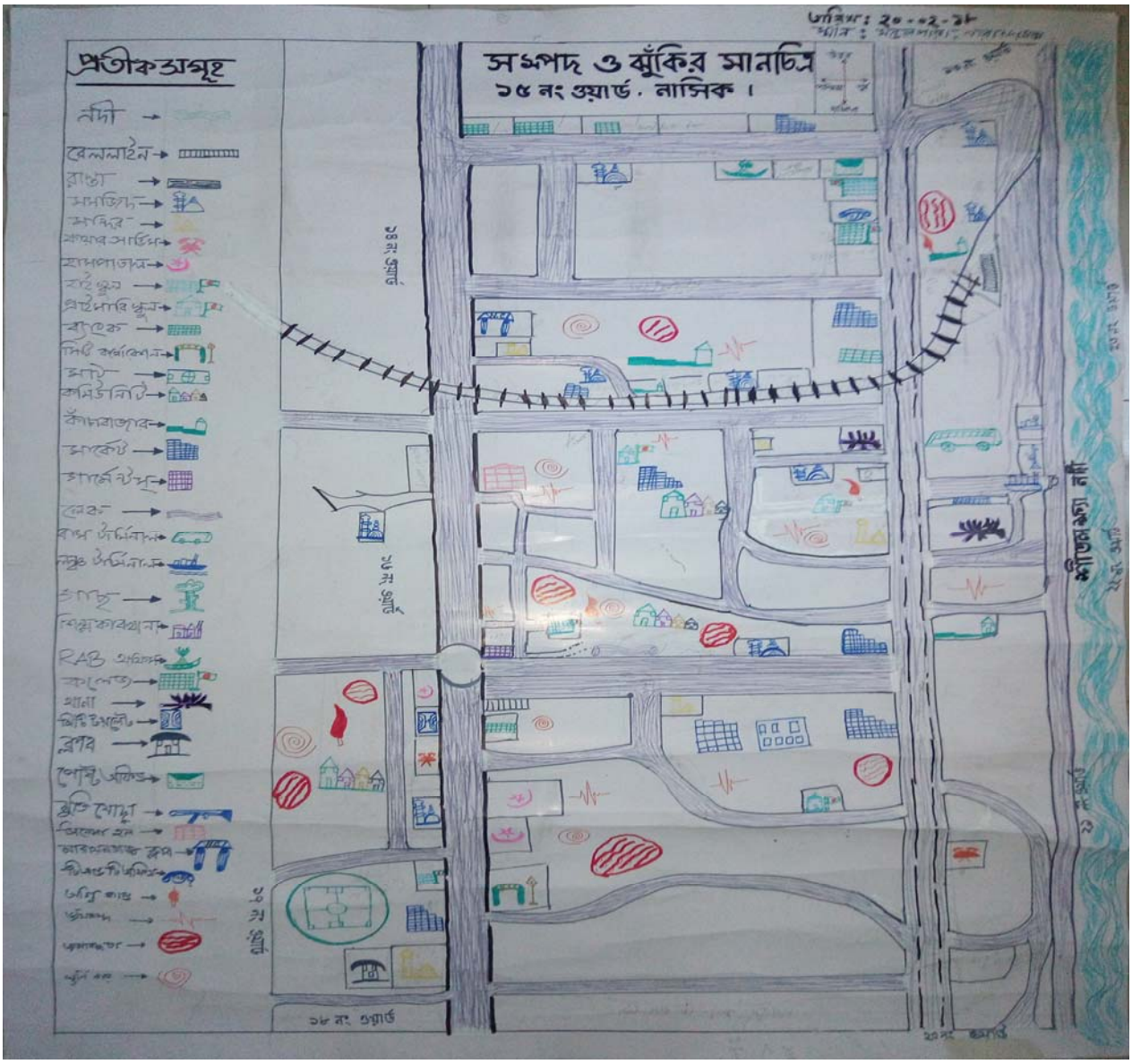

১.১০ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আপদের তালিকা

নগর ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল আপদের অগ্রাধিকারকরণ। ওয়ার্ডের ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ২০ জন সদস্য ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে ১৫ নং ওয়ার্ড পরিভ্রমণ করেন। পরিভ্রমণ শেষে ৪ টি নির্দিষ্ট দল, যথা- শিশু, বিশেষ কমিউনিটি, নারী ও মিশ্র দল এবং ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) করা হয়। প্রতিটি দলে আবার বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের উপস্থিতি ও তাদের মতামত প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। ৪টি এফজিডি এবং ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রথমে আপদের তালিকা তৈরি করা হয়। অত্র ওয়ার্ডের আপদগুলো হল- অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড় ও বজ্রপাত। এখানে ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী, বিশেষ কমিউনিটি, নারী ও মিশ্র দলের সাথে ভোটিং পদ্ধতি এবং শিশু দলের সাথে ভ্যান ডায়াগ্রাম পদ্ধতিতে আপদের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা হয়। উক্ত আপদের অগ্রাধিকারের ফলাফল যোগ করে চূড়ান্ত আপদের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা হয়। আপদের অগ্রাধিকারকরণে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের তালিকা সংযুক্তি-৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য।

ক্রমিক	বর্তমান		ভবিষ্যৎ	
	আপদের নাম	অগ্রাধিকার	আপদের নাম	অগ্রাধিকার
১.	অগ্নিকান্ড	অগ্নিকান্ড	অগ্নিকান্ড	ভূমিকম্প
২.	জলাবদ্ধতা	ভূমিকম্প	জলাবদ্ধতা	অগ্নিকান্ড
৩.	ভূমিকম্প	জলাবদ্ধতা	ভূমিকম্প	জলাবদ্ধতা
৪.	ঘূর্ণিঝড়	ঘূর্ণিঝড়	ঘূর্ণিঝড়	ঘূর্ণিঝড়

১.১১ ঝুঁকির বিবরণ তৈরি

ঝুঁকির বিবরণ তৈরি নগর ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ওয়ার্ডের ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ২০ জন সদস্য ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে ১৫ নং ওয়ার্ড পরিভ্রমণ করেন। পরিভ্রমণ শেষে ৪ টি নির্দিষ্ট দল, যথা- শিশু, বিশেষ কমিউনিটি, নারী ও মিশ্র দলে সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) করা হয়। প্রতিটি দলে আবার বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের উপস্থিতি ও তাদের মতামত প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। এসব এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আপদসমূহের ঝুঁকি, ঝুঁকির কারণ ও ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করে ঝুঁকির বিবরণ তৈরি করা হয়। উক্ত আপদের অগ্রাধিকারের ফলাফল যোগ করে চূড়ান্ত আপদের অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা হয়। ঝুঁকির বিবরণ তৈরিতে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের তালিকা সংযুক্তি-৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য।

আপদ	ঝুঁকির নাম	ঝুঁকির কারণ	ঝুঁকি নিরসনের উপায়
অগ্নিকান্ড	▪ ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র ও অন্যান্য পারিবারিক সম্পদ পুড়ে যাওয়া ▪ পরিবারের নারী, পুরুষ, শিশু আহত হওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া এবং এ থেকে মারাও যাওয়া ▪ বয়স্ক, প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে আতঙ্ক ও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি ▪ আর্থিক ক্ষতি ▪ শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত/ বন্ধ হওয়া ▪ বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, গ্যাসসহ অন্যান্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন ▪ পঙ্গুত্ব/প্রতিবন্ধিতা হওয়া ▪ পশুপাখি ও গাছপালার ক্ষয়ক্ষতি ▪ পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য	▪ ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ ▪ অসতর্কভাবে চুলা জ্বালানো ▪ গ্যাসের চুলা নিভিয়ে না রাখা ও মেরামত না করা ▪ যত্রতত্র চুলা, চুলার উপর কাঠ, খড়ি অসাবধানতা বশতঃ রাখা ▪ বাচ্চারা আগুন নিয়ে খেলা করে ▪ গ্যাস লাইন বিস্ফোরণ ▪ রান্নার অব্যবস্থাপনা ▪ সিগারেটের আগুন ▪ যেখানে সেখানে মশার কয়েল জ্বালিয়ে রাখা ▪ আবাসিক এলাকায় (অপরিকল্পিত) ক্যামিকেল	▪ অগ্নিকান্ডে করণীয় বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ▪ ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ ও ওয়েরিং মেরামত করা ▪ সতর্কতার সাথে চুলা জ্বালানো ▪ রান্নার পর গ্যাসের চুলা নিভিয়ে রাখা ও মেরামত করা ▪ ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস লাইন মেরামত করা ▪ টানবাজার আবাসিক এলাকা থেকে ক্যামিকেল গোডাউন ও ব্যবসা অন্যত্র সরিয়ে নেয়া ▪ এলাকার সরু রাস্তা প্রশস্ত করা যাতে করে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ঢুকতে পারে ▪ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দল

আপদ	ঝুঁকির নাম	ঝুঁকির কারণ	ঝুঁকি নিরসনের উপায়
	নষ্ট হয় ▪ পরিবেশ দূষণ ▪ আগুনে পুড়ে আহত হয়ে দীর্ঘকাল চিকিৎসা নেয়া ▪ বাস্তুচ্যুত হওয়া (বস্তি এলাকায়) ▪ পানি ও পায়খানা নষ্ট হওয়া ▪ ব্যবসায়ীর সম্পদ পুড়ে আয়ের পথ বন্ধ হওয়া	গোডাউন	গঠন করা ▪ ওয়াটার পয়েন্ট স্থাপন ▪ বাসাবাড়ি, প্রতিষ্ঠান ও ভবনে অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র, বালতি ভরে পানি ও বালি রাখা
ভূমিকম্প	▪ ভূমি ও ভবন ধ্বস ▪ অগ্নিকান্ড ▪ নদীর গতিপথ বদলায় ▪ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি সাধন ▪ প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি ▪ বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও অন্যান্য সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও সেবা বন্ধ ▪ আবাসন সমস্যা ▪ চিকিৎসা সংকট দেখা দেয় ▪ রাস্তা ও ভবনে ফাটল ▪ আয়ের পথ বন্ধ হওয়া ▪ এলাকা ছেড়ে যাওয়া ▪ পানি ও পায়খানা নষ্ট হওয়া	▪ ভূমিকম্পের পূর্বে ও সময়ে করণীয় সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ▪ পূর্ব প্রস্তুতির অভাব ▪ অপরিকল্পিত নগরায়ন ও বিল্ডিং কোড না মেনে ভবন নির্মাণ ▪ ঝুঁকিপূর্ণ/মেয়াদোত্তীর্ণ ভবনে বসবাস করা ▪ ত্রুটিপূর্ণ বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ থাকা ▪ আবাসিক এলাকায় (অপরিকল্পিত) ক্যামিকেল গোডাউন ▪ পুরাতন ট্রান্সমিটার ও ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক লাইন ▪ নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার ▪ উদ্ধার সরঞ্জাম না থাকা ▪ ভূমিকম্পের পূর্ব সংকেত না থাকা	▪ জনসচেতনতা বৃদ্ধি ▪ ভূমিকম্পের পূর্ব প্রস্তুতি নেয়া ▪ কমিউনিটি, বিদ্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত মহড়ার আয়োজন ▪ পরিকল্পিত উপায়ে বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণ ▪ উন্মুক্ত/খোলা জায়গা নির্ধারণ ▪ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা ও মহড়ার আয়োজন ▪ ঝুকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা ও পূনঃনির্মাণ ▪ মাসম্পন্ন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করা ▪ বৈদ্যুতিক, টেলিফোন, ইন্টারনেট ও কেবলসহ সকল লাইন ও পিলার যথাস্থানে স্থাপন ▪ প্রতিষ্ঠান, বাড়িসহ প্রত্যেকটি ভবনে উদ্ধার সরঞ্জামাদি মজুদ রাখা ও সরবরাহ করা
জলাবদ্ধতা (বন্যা)	▪ ঘর-বাড়ি ডুবে যাওয়া ও মানুষের সম্পদ নষ্ট হওয়া ▪ মানুষের চলাচলে অসুবিধা হয় ▪ শিশুদের স্কুলে যাতায়াত সমস্যা ▪ মশা, মাছি ও বিভিন্ন কীট-পতঙ্গের উপদ্রব ও রোগজীবাণু বৃদ্ধি ▪ রোগবালাই বৃদ্ধি (পানিবাহিত, চর্ম, প্রভৃতি রোগ হয়) ▪ ড্রেনের স্লাব নষ্ট হয় ▪ দূর্ঘটনা বৃদ্ধি পায় ▪ নীচ তলার ব্যবসা বন্ধ হওয়া ▪ কাজের সুযোগ কমে যাওয়া	▪ পানি নিষ্কাষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা ▪ নিষ্কাষণ নালা বা ড্রেন নিয়মিত পরিস্কার না করা/ মেরামত না করা ▪ ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে ফেলা ▪ ড্রেন ও রাস্তা নীচু হওয়া ▪ অতিবৃষ্টি ▪ নদী, পুকুর, খাল ইত্যাদি ভরাট করা ▪ ড্রেনের স্লাব না থাকায় ময়লা আবর্জনা ফেলার	▪ ময়লা আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি ▪ নদী, খাল বিল খনন করা, চাহিদা মোতাবেক ড্রেন ও বাঁধ নির্মাণ করা। ▪ ড্রেনের উপর স্লাবের ব্যবস্থা করা ▪ নিয়মিত ড্রেন, খাল ও জলাশয় পরিস্কার করা ▪ ড্রেন প্রশস্ত ও গভীর করা ▪ ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করা ▪ নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা আবর্জনা

আপদ	ঝুঁকির নাম	ঝুঁকির কারণ	ঝুঁকি নিরসনের উপায়
	▪ শিশু, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের চলাফেরার সমস্যা হয় ▪ রাস্তার স্থায়ীত্ব নষ্ট হয়।	ফলে ড্রেন জ্যাম হয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে	ফেলা
ঘূর্ণিঝড়	▪ প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ▪ ঘরবাড়ি, ব্যবসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আসবাবপত্র ও মালামালের ক্ষয়ক্ষতি ▪ দিন মজুরদের দৈনিক আয় বন্ধ ▪ ঝড়ে মানুষ মারা যাওয়া বা আহত হওয়া	▪ ঘূর্ণিঝড়ে করণীয় বিষয়ক জনসচতনতার অভাব ▪ ঘুর্ণিঝড় সহনশীল ও মজবুত অবকাঠামোর অভাব	▪ ঘূর্ণিঝড়ে করণীয় বিষয়ক জনসচতনতা বৃদ্ধি ▪ ঘরবাড়ি, ব্যবসাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণ করা

১৫ নং ওয়ার্ডের নয়ামাটি মার্কেট এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক ও অন্যান্য কেবল লাইন

পুরাতন ও ব্যবহার অনুপযোগী ভবন, টান বাজার, নারায়ণগঞ্জ

সামান্য বৃষ্টিতে পানি জমে থাকে, নিমতলা, নারায়ণগঞ্জ

শীতলক্ষ্যা নদী, নারায়ণগঞ্জ

১.১২ প্রাপ্ত আপদসমূহ নিয়ে এলাকাবাসীর অভিজ্ঞতা ও মতামত

ক্রমিক	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আপদের নাম	সম্ভাব্যতা	পূর্বের অভিজ্ঞতা
০১	অগ্নিকান্ড		১৫ নং ওয়ার্ডের জিমখানায় ২০০৪ সালে অগ্নিকান্ডের ফলে উক্ত এলাকার দুই-তীতৃয়াংশ ঘর পুড়ে ছাঁই হয়ে যায়। ২০০৬ সালে অগ্নিকান্ডের ফলে বেশকিছু ঘর পুড়ে যায়। সেসময় জিমখানার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ২০১৫ সালের মারামারিতে ০১ জন পুরুষ মারা যান। ২০১৬ সালের শুরুতেই অগ্নিকান্ডের ফলে ০৭ টি ঘর পুড়ে যায় এবং কুকুরের কামড়ে ২২ জন আহত হয়। জিমখানায় ২০০৯ সালের অগ্নিকান্ডে একই পরিবারের তিনজন মারা যান এবং ৪৪ টি ঘর আগুনে পুড়ে যায়। ২০০৯ সালে মারামারিতে ৪ টি ছেলে ছুরির আঘাতে আহত হয়। ২০১২ সালে আগুনে পুরে ১ জন মহিলা আহত হয়। ২০১৩ সালে আগুনে পুড়ে ১ টি ছেলে আহত হয় এবং বৈদ্যুতিক সর্ট সার্কিট এ ১ টি ছেলে আহত হয়। ২০১৬ সালে উত্তর র‍্যালী বাগানে ৭ টি ঘর পুড়ে যায় এবং তিন জন আহত হয়। র‍্যালীবাগানে সাধারণত অগ্নিকান্ড বেশি ঘটে থাকে। ইতিপূর্বে অগ্নিকান্ডে একই পরিবারের তিন জন মারা যায়। দক্ষিণ র‍্যালী বাগানে ২০০৭ সালে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট এর কারনে কয়েকটি ঘর পুড়ে যায়। ২০০৮ সালে ৩০ টি ঘর পুড়ে যায় এবং ৩ জন আহত হয়। ২০১৬ সালে উত্তর র‍্যালী বাগানে ৭ টি ঘর পুড়ে যায় এবং তিন জন আহত হয়। রেলওয়ে কলোনীতে ২০০৬ সালে ট্রেন দূর্ঘটনায় ১ জন মারা যায়। ২০০৭ সালে ভবন ধসে ১ জন আহত এবং ১ জন নিহত হন। ২০০৭ সালের অগ্নিকান্ডে কয়েকটি ঘর এবং দোকান পুড়ে যায়। ২০০৮ সালে ট্রেন দূর্ঘটনায় ১ জন মারা যায় । ২০০৯ সালের অগ্নিকান্ডে ৫ টি ঘর আগুনে পুড়ে যায়। ২০১২ সালের অগ্নি কান্ডে ২০ টি ঘর এবং কয়েকটি দোকান পুড়ে যায়।
০২	ভূমিকম্প		বিগত ১০ বছরে অপেক্ষাকৃত কম মাত্রার ভূমিকম্পে তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি না হলেও ১৫ নং ওয়ার্ডবাসী অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত, কারণ যে কোন মুহূর্তে ৭ মাত্রার উপরে ভুমিকম্প হলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র এই ওয়ার্ডে প্রাণহানিসহ সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।
০৩	জলাবদ্ধতা		র‍্যালিবাগান, জিমখানা, সিটি কলোনী ও নিমতলী এলাকার কোন কোন স্থানে ড্রেনে ময়লা আবর্জনা ফেলার কারণে, খাল ভরাট করার ফলে গত ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ সালে দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিতে সাময়িক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতার ফলে গলির রাস্তায়, বিদ্যালয়ে যাতায়াতে অসুবিধা হয়, শিশুরা নানারকম রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বৈশাখ, আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে র‍্যালী বাগানে জলাবদ্ধতা বেশি হয়।
০৫	ঘূর্ণিঝড়		১৫ নং ওয়ার্ডে বিগত ৫ বছরে প্রায় ৭/৮ বার ঘূর্ণিঝড়ে রেলওয়ে কলোনী, র‍্যালিবাগান, জিমখানা, সিটি কলোনী ও নিমতলী এলাকায় বেশ কিছু ঘরবাড়ি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়।

১.১৩ ঝুঁকির নেতিবাচক প্রভাব

ক্রম	অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আপদের নাম	সম্ভাব্য ঝুঁকিসমূহ (চিহ্নিত বিপদাপন্নতা সমূহকে কমানো না হলে ওয়ার্ডে যা যা ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে)
০১	অগ্নিকান্ড	ভবিষ্যতে অগ্নিকান্ডের ফলে প্রাণহানি ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটতে পারে।
০২	ভূমিকম্প	অবকাঠামোগত ও ঘনবসতিপূর্ণ শিল্প ও বাণিজ্যিক এলাকা হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ ভূমিকম্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। যে কোন মুহূর্তে উচ্চ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে ভূমিকম্পের ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতি হতে পারে, ভূমিধ্বস হতে পারে, রাস্তা ও ভবনে ফাটল দেখা দিতে পারে, অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে এবং নদীর গতিপথ বদলাতে পারে।
০৩	জলাবদ্ধতা	সাময়িক জলাবদ্ধতা বর্তমান নগর জীবনের একটি বড় আপদ। ইহা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা এবং আবদ্ধ ড্রেন এবং নিচু এলাকা হওয়ার কারণে এখানে ভবিষ্যতে ২/৩ দিন জলাবদ্ধতা থাকতে পারে। এর ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হতে পারে এরং বিভিন্ন দূর্ঘটনা ঘটতে পারে, সহায় সম্পদের ক্ষতি হতে পারে এবং পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ-বালাই দেখা দিতে পারে।
০৫	ঘূর্ণিঝড়	ঘূণিঝড়ের ব্যাপকতা দিন দিন বাড়ছে। ইহা ভবিষ্যতে আরো ব্যাপক আকার ধারন করতে পারে। এই ওয়ার্ডে অবস্থিত অপরিকল্পিত, জড়াজীর্ণ, কাঁচা ও অস্থায়ী বাড়িঘর/প্রতিষ্ঠান ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী বিপদাপন্ন অবস্থায় রয়েছে।

অধ্যায়-২: ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা

বার্ষিক নগর ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা: ১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ

নগর ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন। নগরের ঝুঁকি নিরুপণ কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (সিডিএমপি)'র কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি (সিবিডিপি) মডেলের আলোকে। সিডিএমপি'র গাইডলাইন অনুযায়ী প্রথমে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক, শিশু, নারী, যুবা ও মিশ্র দলের ৩০ জন সদস্যকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপর ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এরপর ওয়ার্ডের ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ২০ জন সদস্য ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে ১৫ নং ওয়ার্ড পরিভ্রমণ করেন। পরিভ্রমণ শেষে ৪ টি নির্দিষ্ট দল, যথা- শিশু, বিশেষ কমিউনিটি, নারী ও মিশ্র দল এবং ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (এফজিডি) করা হয়। প্রতিটি দলে আবার বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের উপস্থিতি ও তাদের মতামত প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। এরপর ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর, শিক্ষক, বয়স্ক পুরুষ, বয়স্ক নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী ও ওয়ার্ড সচিবের কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) নেয়া হয়। তাদের মতামতের ভিত্তিতে ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র অংকন করা হয় এবং মানচিত্র অংকনের পাশাপাশি পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিপদাপন্নতার সমীক্ষা করা হয়। আপদের অগ্রাধিকারকরণ, এলাকার সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত আপদসমূহের ঝুঁকি, ঝুঁকির কারণ ও ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিত করে ঝুঁকির বিবরণ তৈরি করা হয় এবং আপদসমূহ বিশ্লেষণ করে ঝুঁকির সম্ভাব্য ফলাফল বের করা হয়। এরপর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকির সম্ভাব্য ফলাফলের কারণের ভিত্তিতে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সবশেষে এই ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনার উপর বিভিন্ন স্তরের স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে যাচাইকরণ সভা করা হয়। ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের তালিকা সংযুক্তি-৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য। তারিখ: ১৯-০২-২০১৮

আপদ	ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ক কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	কার সহযোগিতায় করবে	কখন করবে	কীভাবে করবে	কোথায় করবে	বাজেট (টাকা) (১ বছরের জন্য)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (জেন্ডার/জলবায়ু পরিবর্তন/ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি)
অগ্নিকান্ড	অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিষয়ক জন-সচেতনতা বৃদ্ধি ও অনুশীলনমূলক কার্যক্রম বিশেষ দিবস পালন-২টি উঠান বৈঠক- ৬০ টি কমিউনিটি সভা- ৫টি মাইকিং- ২টি ভিডিও প্রদর্শনী- ১০টি লিফলেট বিতরণ- ১০,০০০টি মিডিয়া ও ডিস লাইনে	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কমিউনিটির বিভিন্ন কমিটি	- সিটি কর্পোরেশন - কমিউনিটি ভলান্টিয়ার - ফায়ার সার্ভিস - এনজিও - স্থানীয় কমিটি/প্রতিনিধি	প্রতিমাসে (চলমান)	উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা মাইকিং, ভিডিও প্রদর্শনী, লিফলেট বিতরণ, মিডিয়া ও ডিস লাইনে প্রচার ও মহড়া	ওয়ার্ডের জনবহুল স্থান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস, কমিউনিটি, স্কুল, কলেজ, বাজার, মসজিদ ও মন্দিরসমূহে, বস্তি এলাকা ও আবাসিক এলাকা	১৫ লক্ষ	শিশু, নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী বিবেচনায় নিয়ে কর্মসূচীর পরিকল্পনা

আপদ	ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	কার সহযোগিতায় করবে	কখন করবে	কীভাবে করবে	কোথায় করবে	বাজেট (টাকা) (১ বছরের জন্য)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (জেন্ডার/জলবায়ু পরিবর্তন/ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি)
	প্রচার- ১ বার মহড়া- ১০টি							
	রাস্তা ও গলি প্রশস্তকরণ (এফএসসিডি যেন সহজে পৌঁছতে পারে)	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	- সিটি কর্পোরেশন - গণপূর্ত - ফায়ার সার্ভিস - এনজিও	২০১৮-১৯	রাস্তা ও গলি এ্যাসেসমেন্ট ও নকশা প্রণয়ন	নয়ামাটি হতে মিনার গার্মেন্টস পর্যন্ত রাস্তা প্রস্বস্তকরণ (দৈর্ঘ্য-২৩৫ ফুট ও প্রস্থ- ৮ ফুট)	১ কোটি	
						দক্ষিণ র‍্যালিবাগানের গেট হতে টানবাজার মসজিদ পর্যন্ত গলি প্রস্বস্তকরণ (দৈর্ঘ্য-৪৫০ ফুট ও প্রস্থ- ৬ ফুট)	১০ লক্ষ	
	ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন মেরামত ও পরিবর্তন করা (সঞ্চালন লাইন)	ডিপিডিসি	সিটি কর্পোরেশন	২০১৮-১৯	ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন সনাক্ত করে মেরামত ও পরিবর্তন	নয়ামাটি (দৈর্ঘ্য-১৫০০ ফুট) র‍্যালিবাগান (দৈর্ঘ্য-৯০০ ফুট)	২৫ লক্ষ	
	রিজার্ভ পানির ট্যাংক নির্মাণ-১টি স্পেসিপিকেশন (দৈর্ঘ্য-১৫ ফুট, প্রস্থ- ১০ ফুট ও উচ্চতা-১০ ফুট)	ওয়াসা এফএসসিডি	সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	ডিসেম্বর, ২০১৮	দেয়াল ও আরসিসি ঢালাই করে; ফিজিবিলিটি স্টাডি ও সমন্বয়	টানবাজার	১০ লক্ষ	
	সচেতনতামূলক প্রচারণা	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার ও ছাত্রছাত্রী	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এফএসসিডি এনজিও	সাড়া বছর	পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, কমিউনিটি সভা মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, মিডিয়া ও ডিস লাইনে প্রচার	ওয়ার্ডের জনবহুল স্থান ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস কমিউনিটি স্কুল কলেজ বাজার মসজিদ ও মন্দিরসমূহে	-	
	বাসাবাড়ির বিদ্যুৎ লাইন মেরামত করা	পরিবার	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কমিউনিটি ভলান্টিয়ার সিবিও	নিয়মিতভাবে	নিজস্ব উদ্যোগে বিদ্যুতের মেরামত মিস্ত্রী দ্বারা	নিজের পরিবারে	ব্যক্তি নিজে বাজেট তৈরি করবে	

আপদ	ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	কার সহযোগিতায় করবে	কখন করবে	কীভাবে করবে	কোথায় করবে	বাজেট (টাকা) (১ বছরের জন্য)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (জেন্ডার/জলবায়ু পরিবর্তন/ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি)
			এফএসসিডি এনজিও					
জলাবদ্ধতা	জলাবদ্ধতা দূরীকরণে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান- ৪টি কমিউনিটি সভা- ৫টি মাইকিং- ২টি লিফলেট বিতরণ- ১০,০০০টি মিডিয়া ও ডিস লাইনে প্রচার- ১ বার	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সিটি কর্পোরেশন কমিউনিটি ভলান্টিয়ার এফএসসিডি এনজিও	প্রতিমাসে (চলমান)	পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, কমিউনিটি সভা মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, মিডিয়া ও ডিস লাইনে প্রচার	ওয়ার্ডের জনবহুল স্থান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস, কমিউনিটি, স্কুল, কলেজ, বাজার, মসজিদ ও মন্দিরসমূহে	৫ লক্ষ	শিশু, নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী বিবেচনায় নিয়ে কর্মসূচীর পরিকল্পনা
	ড্রেন পরিস্কার (চালমান এবং ৫০% সম্পন্ন)	ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সিটি কর্পোরেশন/ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	চলমান	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি'র মাধ্যমে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কর্মী দ্বারা	জিমখানা, বি.দাস, আর.কে. দাস, ওল্ড ব্যাংক রোড, বি.দাস, আর.কে. দাস রোড, র‍্যালিবাগান	১০ লক্ষ	
	ড্রেনের উপর স্লাব দেয়া, ড্রেন সংস্কার ও উচুঁকরণ (চালমান এবং ৬০% সম্পন্ন)	ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সিটি কর্পোরেশন/ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি/কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	চলমান	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি'র মাধ্যমে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কর্মী দ্বারা	রেলওয়ে কলোনীর ১নং গেইট হতে চারার গোপ ড্রেনের উপর স্লাব লাগানো-(দৈর্ঘ্য ৬৫০ ফুট ও প্রস্থ- ৩ ফুট)	২০ লক্ষ	
						জিমখানা কমিউনিটি'র স্বপনের বাড়ির গলির ড্রেন সংস্কার ও ড্রেনের উপর স্লাব নির্মাণ করা (দৈর্ঘ্য-১২০ ফুট প্রস্থ- ২ ফুট)	৬ লক্ষ	
						র‍্যালী বাগান তক্তা লাইনের পেছনের ড্রেন সংস্কার ও স্লাব নির্মাণ (দৈর্ঘ্য-	১০ লক্ষ	

আপদ	ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	কার সহযোগিতায় করবে	কখন করবে	কীভাবে করবে	কোথায় করবে	বাজেট (টাকা) (১ বছরের জন্য)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (জেন্ডার/জলবায়ু পরিবর্তন/ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি)
						৩০০ ফুট প্রস্থ- ৩ ফুট)		
						ছোট ভগবানগঞ্জ থেকে বংশাল প্রাইমারী হয়ে বৈলখাল পর্যন্ত ড্রেন সংস্কার ও স্লাব নির্মাণ (দৈর্ঘ্য-৬০০ ফুট প্রস্থ- ৩.৫ ফুট)	১৮ লক্ষ	
	ড্রেন এর উপর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ	ওয়ার্ড কাউন্সিলর সিটি কর্পোরেশন	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি	চলমান	মোবাইল কোর্ট	জিমখানার প্রধান রাস্তার পাশের ড্রেন (দৈর্ঘ্য-১০০০ ফুট) নয়ামাটি থেকে মিনার গার্মেন্টস (দৈর্ঘ্য-২৩৫ ফুট)	-	
ভূমিকম্প	ভূমিকম্পের আগে, চলাকালীন ও পরে করণীয় ও বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণ বিষয়ক জন-সচেতনতা বৃদ্ধি উঠান বৈঠক- ৫০ টি কমিউনিটি সভা- ৫টি মাইকিং- ২টি ভিডিও প্রদর্শনী- ৫টি লিফলেট বিতরণ- ৮,০০০টি মিডিয়া ও ডিস লাইনে প্রচার- ১ বার মহড়া- ৫টি	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, কমিউনিটি ভলান্টিয়ার রাজউক	সিটি কর্পোরেশন এফএসসিডি এনজিও	চলমান	উঠান বৈঠক, কমিউনিটি সভা মাইকিং, ভিডিও প্রদর্শনী, লিফলেট বিতরণ, মিডিয়া ও ডিস লাইনে প্রচার, বিলবোর্ড স্থাপন ও মহড়া ইত্যাদি	ওয়ার্ডের জনবহুল স্থান, ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিস, কমিউনিটি, স্কুল, কলেজ, বাজার, মসজিদ ও মন্দির সমূহে	৫ লক্ষ	শিশু, নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী বিবেচনায় নিয়ে কর্মসূচীর পরিকল্পনা
	ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত ও পরিত্যাক্ত ঘোষণা	পিডব্লিওডি	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	চলমান	স্ট্রাকচারাল এ্যাসেসমেন্ট	টানবাজার, মীনাবাজার, নিমতলী, নয়ামাটি, বিদাস রোড, মন্ডল পাড়া, রেলওয়ে কলোনী, পুরাতন পাল পাড়া, ফকিরটোলা, দিগুবাবুর বাজার, মিরজুমলা রোড, শায়েস্তা	-	

আপদ	ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	কার সহযোগিতায় করবে	কখন করবে	কীভাবে করবে	কোথায় করবে	বাজেট (টাকা) (১ বছরের জন্য)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (জেন্ডার/জলবায়ু পরিবর্তন/ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি)
						খান রোড, ওল্ড ব্যাংক রোড ও এস এস মালেহ রোড এর ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিতকরণ ও পরিত্যাক্ত ঘোষণা ।		
	ভূমিকম্পে ও জরুরি উদ্ধার কাজে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম সংরক্ষণ-১ সেট	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সিটি কর্পোরেশন ডিডিএম এফএসসিডি এনজিও	চলমান	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার দলের কার্যালয় স্থাপন, প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জাম ক্রয়, সেইসাথে অনুশীলন এর ব্যবস্থা	কমিউনিটি পর্যায়ে অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সমিতি বা সুবিধাজনক স্থানে	৫০ লক্ষ	
	খোলা বা উন্মুক্ত স্থান চিহ্নিতকরণ ও আপদকালীন সময়ে ব্যবহার উপযোগী রাখা	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সিটি কর্পোরেশন/এফএসসিডি/এনজিও	চলমান	জনসমাগম স্থানে টয়লেট নির্মাণ ও ওয়াশ ফ্যাসিলিটিস নিশ্চিতকরণ- ২টি	টানবাজার, খাল পুকুর পাড় ও জিমখানা মাঠ	২০ লক্ষ	
অন্যান্য	বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন: ছাদে, টবে গাছ লাগানো- ১০০০টি	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সিটি কর্পোরেশন/কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/এনজিও/সিবিও	চলমান	চারা উৎপাদন ও বৃক্ষ রোপন/বনায়ন কর্মসূচী	শীতলক্ষ্যা ওয়াক্ওয়েতে, রাস্তার পাশে, বিভিন্ন বাড়ি, প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজের সামনে, ছাদে, টবে	৫ লক্ষ	
	দুর্ঘটনা ও ট্রাফিক জ্যাম রোধে ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ- ১টি	সিটি কর্পোরেশন	স্থানীয় সরকার বিভাগ/দাতা সংস্থা	জুন-ডিসে ২০১৯	নকশা প্রণয়ন, প্রকল্প গ্রহণ ও নির্মাণ কাজ	২ নং রেলগেট এলাকায়	৫ কোটি	শিশু, নারী, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী বিবেচনায় পরিকল্পনা
	মশা-মাছি নিধন অভিযান	ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সিটি কর্পোরেশন	চলমান	মশা-মাছি মারার ঔষধ স্প্রে	সমগ্র ওয়ার্ডে	-	
	শীতলক্ষ্যা নদী দুষণমুক্ত করার জন্য ক্যাম্পেইন করা- ৫টি	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সিটি কর্পোরেশন/ এনজিও /সিবিও	চলমান	ক্যাম্পেইন-এর মাধ্যমে	সমগ্র ওয়ার্ডে	১ লক্ষ	
	১৫ নং ওয়ার্ডে শীতলক্ষ্যা পাড়ে ওয়াল্কওয়ে সংস্কার- ১.৫ কি.মি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	সিটি কর্পোরেশন	এনজিও /সিবিও				১ কোটি	

আপদ	ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কাজের নাম	বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি	কার সহযোগিতায় করবে	কখন করবে	কীভাবে করবে	কোথায় করবে	বাজেট (টাকা) (১ বছরের জন্য)	বিবেচ্য বিষয়সমূহ (জেন্ডার/জলবায়ু পরিবর্তন/ প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি)
	বৃক্ষরোপণ							
	নদী তীরবর্তী আবাসিক এলাকায় ওয়াটার পয়েন্ট স্থাপন-২টি	সিটি কর্পোরেশন	এনজিও /সিবিও			আল জয়নাল, শাহপাড়া	১ লক্ষ	
	নিরাপদ পানির জন্য সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন- ১টি	ডিপিএইচই				১১, ১২ নং বংশাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪ লক্ষ	
	টেলিফোনের খুঁটি ও তার বিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার থেকে সরানো					৩১, ৩২ নং নয়ামাটি বালক বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০ হাজার	
	টয়লেট নির্মাণ- ১টি					১১, ১২ নং বংশাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩ লক্ষ	

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বাজেট আনুমানিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের সময় অবশ্যই অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা বাজেট প্রস্তুত করতে হবে।

অধ্যায়-৩: আপদকালীন পরিকল্পনা

পটভূমি

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে (Standing Orders on Disaster) ঝুঁকি হ্রাস ও আপদকালীন পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্যকারিতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। যার প্রেক্ষিতে সিটি কর্পোরেশন এর সার্বিক অংশগ্রহণে এ পরিকল্পনাটি প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা মোকাবেলায় সারা বিশ্বে একটি পথিকৃত হিসাবে পরিচিত। কিন্তু ভূমিকম্প প্রস্তুতিতে বা মোকাবেলায় আমাদের সেরকম কোন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়না। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বাংলাদেশের অন্যতম দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা। অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প ও জলাবদ্ধতা এখানকার প্রধান প্রধান আপদ। এখানে যদি এই আপদগুলো আঘাত হানে; তবে জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। সাম্প্রতিক সময়ে শহরাঞ্চলে বিভিন্ন দুর্যোগের প্রভাব এবং ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনা করে আগামী দিনে ওয়ার্ডকে দুর্যোগ থেকে মুক্ত রাখা এবং প্রস্তুতি নেয়ার জন্য সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এই আপদকালীন পরিকল্পনাটি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ১৫ নং ওয়ার্ডের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে গণসচেনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাসকরণে পরিবার, সমাজ, ওয়ার্ড কাউন্সিল ও সিটি কর্পোরেশন এবং প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তবসম্মত উপায় উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষণিক পুনর্বাসন ব্যবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রণীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরি করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট খাতের (সরকারি, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা, ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করবে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহণ, কার্যকর অংশীদারত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

জরুরি সাড়া প্রদান

৩.১ জরুরি অপারেশন সেন্টার:

ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বে দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই ওয়ার্ড কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। ওয়ার্ড সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবারাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালন করবেন। ওয়ার্ড সচিব সার্বক্ষণিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন।

যেকোন দুর্যোগে জরুরি অপারেশন সেন্টার সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সমন্বয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে এটি ২৪ ঘন্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরিবীক্ষণ, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরি অপারেশন সেন্টারে ১টি অপারেশন রুম, ১টি কন্ট্রোল রুম ও ১টি যোগাযোগের রুম থাকে।

ওয়ার্ড কাউন্সিলর অফিসে ১টি এবং ফায়ার স্টেশনে ১ টি কন্ট্রেল রুম পরিচালিত হবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ওয়ার্ড পর্যায়ের কন্ট্রোল রুম পরিচালিত হবে। এই ২টি কন্ট্রোল রুম জেলা পর্যায়ের কন্ট্রোল রুমের সাথে সমন্বয় করবে।

অপারেশন সেন্টার	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
অপারেশন রুম	মোঃ মামুনুর রশিদ	উপ-সহকারি পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৫১৩৯১৯৮
কন্ট্রোল রুম	খন্দকার সানাউল হক	সিনিয়র স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১২১৮০২৫০
যোগাযোগের রুম	আরিফুর রহমান	স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৫০১৭৬৭১

৩.১.১ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনার নিয়মাবলী

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই ওয়ার্ড কার্যালয়ে জরুরি কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে ৩/৪জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে কন্ট্রোল রুম পরিচালিত হবে।
- ওয়ার্ডের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ (ওয়ার্ড কাউন্সিলর, সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর, ওয়ার্ড সচিব) কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রি (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন। সিটি কর্পোরেশন/ বিভিন্ন বিভাগ এর সংগে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষার করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিষ্টার থাকবে। উক্ত রেজিষ্টারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীন সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল, এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দেয়ালে টাংগানো একটি ওয়ার্ড ম্যাপ বিভিন্ন এলাকার অবস্থান অবস্থান, যাতায়াতের রাস্তা, খাল, ইত্যাদি চিহ্নিত থাকবে। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারি, রেইন কোট ইত্যাটি কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৩.২ আপদকালীন পরিকল্পনা

ক্রম	কাজ	লক্ষ্যমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১	স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা	১০০ জন	দুর্যোগের আগে	শহীদ আলামিন রবিন	ওয়ার্ড কাউন্সিলর, এফএসসিডি ও এনজিও	ট্রেনিং, মহড়া, সেশন ও সভার মাধ্যমে	০১৯২০০৭৭ ২৯৩
২	সতর্কবার্তা প্রচার	৩ জন	দুর্যোগকালীন সময়ে	মোঃ আবুল কালাম, ইমতিয়াজ উদ্দীন জুলু, শহীদ আলামিন রবিন	ওয়ার্ড কাউন্সিলর, মসজিদ কমিটি, এসএমসি ইত্যাদি	মসজিদের মাইকিং, এলার্ম ও এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে	০১৯৪৩০২৯ ০৮১; ০১৯৩৭০৪৬ ৫২৭; ০১৯২০০৭৭ ২৯৩
৩	ভ্যান/গাড়ি প্রস্তুত রাখা	২০ টি	দুর্যোগের আগে	ওয়ার্ড কাউন্সিলর	ওয়ার্ড কাউন্সিলর, এফএসসিডি ও এনজিও	সিটি কর্পোরেশন, এফএসসিডি ও এনজিও দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	
৪	উদ্ধার কাজ	৩০ জন	দুর্যোগের পরে	শহীদ আলামিন রবিন	ওয়ার্ড কাউন্সিলর, এফএসসিডি ও এনজিও	সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসন, এফএসসিডি, পুলিশ ও এনজিও দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	০১৯২০০৭৭ ২৯৩
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা/স্বাস্থ্য /মৃত ব্যবস্থাপনা	২০ জন	দুর্যোগকালীন সময়ে এবং পরে	সিটি কর্পোরেশন	সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ, জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), মা ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং এনজিও	স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	+৮৮-০২-৭৬৪৮৩৬৭
৬	শুকনা খাবার	১০০০ পরিবারের জন্য	দুর্যোগের আগে	সিটি কর্পোরেশন	সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসন ও এনজিও	সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসন, এফএসসিডি, পুলিশ ও এনজিও দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	+৮৮-০২-৭৬৪৮৩৬৭
৭	জীবন রক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	৫০০০ জনের জন্য	দুর্যোগের আগে	সিটি কর্পোরেশন	সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ, জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), মা ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং এনজিও	স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	+৮৮-০২-৭৬৪৮৩৬৭
৮	আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ	১০ জন	দুর্যোগের আগে	ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সিটি কর্পোরেশন, স্বেচ্ছাসেবক, এফএসসিডি এবং এনজিও	সিটি কর্পোরেশন, প্রশাসন, এফএসসিডি, পুলিশ ও এনজিও দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	+৮৮-০২-৭৬৪৮৩৬৭
৯	ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা	৩০ জন	দুর্যোগের পরে	ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ, জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), মা ও শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং এনজিও	সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার, প্রশাসন এবং এনজিও দের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে	+৮৮-০২-৭৬৪৮৩৬৭
১০	মহড়ার আয়োজন করা	৫ টি	দুর্যোগের আগে	ইমতিয়াজ উদ্দীন জুলু	সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক, এফএসসিডি এবং এনজিও	এফএসসিডি'র সহায়তার মাধ্যমে	০১৯৩৭০৪৬ ৫২৭

ক্রম	কাজ	লক্ষ্যমাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কারা সাহায্য করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১১	জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা	১ টি	দুর্যোগকালীন সময়ে এবং পরে	খন্দকার সানাউল হক	সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক, এফএসসিডি এবং এনজিও	প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে	০১৭১২১৮০২৫০

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দেশনা

৩.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে কাউন্সিলের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা এবং তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে তারা প্রয়োজনের সময় সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় তথ্য, সচেতনতামূলক ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা।
- স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত বার্তা প্রচার, উদ্ধার ও অপসারণ ও আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৩.২.২ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন।
- ক্ষতির পরিমাণ বেশি হলে অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহণকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মাদের জরুরীভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা ও সৎকার এর কাজ সকল কাউন্সিলরগণ স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন। বিশেষায়িত সংগঠন, যেমন- এফএসসিডি ও আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামকে এই কাজে নিযুক্ত করবে।

৩.২.৩ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি সকল সময়েই চিহ্নিত নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ব্যবহার উপযোগী রাখবেন।
- জরুরি মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ।
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিত করা।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ।

৩.২.৪ ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয় করা

- কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বিভিন্ন ত্রাণ ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- প্রতিদিন ত্রাণ কাজের হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমাণ বা কোন ধরণের ত্রাণ সামগ্রী পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোল রুমকে জানাতে হবে।
- ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে ত্রাণ বিতরণের একটি পদ্ধতি অনুসরণ করবে যাতে সবাই প্রয়োজন অনুযায়ী ত্রাণ পেতে পারে।
- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণ সামগ্রী বরাদ্দের পরিমাণ ঠিক করবেন এবং বরাদ্দকৃত ত্রাণ সামগ্রীর পরিমাণ/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৩.২.৫ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংগে সমন্বয় করা এবং আহত লোকদের চিকিৎসা করানো।
- তাৎক্ষণিকভাবে বিতরণের জন্য শুকনা খাবার যেমন- চিড়া, মুড়ি, ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের তালিকা তৈরি ও সংগ্রহ করা।
- ত্রাণ সামগ্রী পরিবহন ও ত্রাণ কর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীটেক্সী ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ওয়ার্ড কাউন্সিলের উপর থাকবে।

৩.২.৬ মহড়ার আয়োজন করা

- প্রস্তুতি/সতর্কবার্তা/পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- ওয়ার্ডের সকলকে নিয়ে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানে অসুস্থ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবর্তী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়া যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা।

৩.২.৭ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বে দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পর পরই ওয়ার্ড কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসংগে কমপক্ষে ৩/৪জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ওয়ার্ড সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩ জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবারাত্রি কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালন করবেন। ওয়ার্ড সচিব সার্বক্ষণিকভাবে তত্ত্বাবধান করবেন।

৩.৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থানসমুহ

- খোলামেলা খেলার মাঠ/ কমিউনিটি সেন্টার এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- স্থানীয় মজবুত সিটি কর্পোরেশন, স্কুল, কলেজ, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বেড়ী বাঁধ, অস্থায়ীভাবে বসবাসযোগ্য নির্মাণাধীন ভবন ইত্যাদি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৩.৩.১ ওয়ার্ডের নিরাপদ স্থানসমুহের তালিকা ও বর্ননা

আশ্রয়কেন্দ্র	অবস্থান	ওয়ার্ডের নাম	ধারণ ক্ষমতা	মন্তব্য
থানার পুকুর পাড়	টানবাজার	১৫ নং ওয়ার্ড	২০০০ জন	থানা কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষন করবেন
জিমখানা মাঠ	জিমখানা	১৫ নং ওয়ার্ড	৫০০০ জন	সিটি কর্পোরেশন রক্ষণাবেক্ষন করবেন
রেল স্টেশন	দিগু বাজার	১৫ নং ওয়ার্ড	৫০০০ জন	রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষন করবেন
বাস স্টেশন	কালির বাজার ও ফেরিঘাট	১৫ নং ওয়ার্ড	১০০০ জন	বাস স্টেশন কর্তৃপক্ষ রক্ষণাবেক্ষন করবেন
বঙ্গবন্ধু রোড	বঙ্গবন্ধু রোড	১৫ নং ওয়ার্ড	৫০০০ জন	সিটি কর্পোরেশন রক্ষণাবেক্ষন করবেন
শাহ্ সুজা রোড	শাহ্ সুজা রোড	১৫ নং ওয়ার্ড	৫০০ জন	সিটি কর্পোরেশন রক্ষণাবেক্ষন করবেন
সিরাজউদ্দৌলা রোড	সিরাজউদ্দৌলা রোড	১৫ নং ওয়ার্ড	৫০০ জন	সিটি কর্পোরেশন রক্ষণাবেক্ষন করবেন

৩.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র থাকা খুবই জরুরি হয়ে পড়বে। এজন্য ওয়ার্ডের মধ্যে নিরাপদ এবং মজবুত আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষণাবেক্ষণ খুবই জরুরি।

দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানোর প্রয়োজনেই আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরি।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ

- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নেতৃত্বে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- কাউন্সিলর, গণ্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও ষ্টাফ, স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারনা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।
- পুলিশ ও ইউসিবি'র সাহায্যে নিরাপত্তা দেয়া।
- কমিটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সভার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বন্টন এবং সময়সীমা বেধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।
- ওয়াসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করবেনঃ

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র- খোলা মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, বাসযোগ্য নির্মাণাধীন ভবন, বড় কোন হলঘর ইত্যাদি
- স্থানীয় স্কুল ও কলেজ
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা ও বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রে কিকি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ

- আশ্রয়কেন্দ্রে তাবু/পলিথিন/ওআরএস/ফিটকিরী/কিছু জরুরি ঔষধ (প্যারাসিটামল, ফ্লাজিল, বমি বা গ্যাস্ট্রিক কমানোর ঔষধ ইত্যাদি)/পানি শোধন বড়ি/ব্লিচিং পাউডার এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- নিরাপদ খাবার পানি মজুদ ও রান্নার ব্যবস্থা রাখা।
- নারী, শিশু ও পুরুষের পৃথক থাকার ব্যবস্থা করা।
- পায়খানার ব্যবস্থা করা (নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক)।
- নারী-পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক গোসলের ব্যবস্থা করা।
- পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা এবং আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করা।
- নারী ও কিশোরী মেয়েদের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার ব্যবস্থা করা।
- পায়খানা ও গোসলখানায় আলোর ব্যবস্থা করা এবং কিশোরীদের ঋতুকালীন পরিচর্যার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা।
- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষের জন্য ব্যবস্থা রাখা।
- আশ্রয়কেন্দ্রটি স্বাস্থ্যসম্মত হতে হবে।
- আশ্রিত মানুষের রেজিষ্ট্রেশন, গচ্ছিত মালামালের তালিকা তৈরি ও ষ্টোরিং করা এবং চলে যাওয়ার সময় তা ঠিকমত ফেরৎ দেওয়া।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব প্রদান করা এবং নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ও আনসার মোতায়েন করা।
- আশ্রিত মানুষের খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- গর্ভবতী মা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রতিবন্ধিদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা।

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারঃ

- নগর এলাকায় সাধারণতঃ খোলা মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল, কলেজ, বাসযোগ্য নির্মাণাধীন ভবন, বড় কোন হলঘর, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এখানে পৃথক করে আশ্রয়কেন্দ্র তৈরির প্রয়োজন নেই।
- আশ্রয়কেন্দ্র মূলতঃ দুর্যোগের সময় জনসাধারণের নিরাপদ আশ্রয় এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় খোলা মাঠ, কমিউনিটি সেন্টার, স্কুল, কলেজ, বাসযোগ্য নির্মাণাধীন ভবন, বড় কোন হলঘর, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উঁচু রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাজে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- খোলা মাঠ ও কমিউনিটি সেন্টার প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণঃ

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। বিশেষ করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা ভেঙ্গে গেলে তা ঠিক করতে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপন করতে হবে (এ কাজ দুর্যোগের আগেই করতে হবে)।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাজে ব্যবহৃত হবে।
- গাইড লাইন অনুসরণ করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল
স্কুল	নারায়ণগঞ্জ হাই স্কুল এন্ড কলেজ	মোঃ ওয়ালি উল্লাহ	০১৯১৯৯৭৭০০৭
	গণবিদ্যা নিকেতন	দেলোয়ার হোসেন	০১৯১৪৮৮৩৬৫০
	নয়ামাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	শাহনাজ	০১৯২২৪৩৫০৮৭
	সিটি কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয়	জুবাইদা নাহার	০১৯১৬৩৯৩৭২৪
	কিন্ডার কেয়ার	মমতাজ বেগম, অধ্যক্ষ	০১৯৯২২৪৩৮০৩
কলেজ	নারায়ণগঞ্জ কলেজ	মোঃ ফজলুল হক, অধ্যক্ষ	০১৮১৯২০৭৮৩৩

উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৩.৫ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন

- দুর্যোগের প্রভাবে কোন কোন খাতসমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা আগে চিহ্নিত করতে হবে। ভবনে বসবাসরত জনসংখ্যাসহ অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা তৈরি করতে হবে।
- কিভাবে প্রভাবিত/ ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা বিস্তারিত বর্ণনা করতে হবে।

খাত সমূহ	বর্ণনা
শিক্ষা	স্কুল কলেজ ভেঙ্গে যেতে পারে, পড়াশোনার ব্যঘাত ঘটতে পারে, শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
বিদ্যুৎ	বৈদ্যুতিক খুটি ভেঙ্গে বা পড়ে যেতে পারে, এতে বৈদ্যুতিক তার ছিড়ে অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে পারে।
পানি	নিরাপদ খাবার পানির অভাবে বিভিন্ন রোগবালাই দেখা দিতে পারে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হতে পারে।
যোগাযোগ	রাস্তায় ফাটল দেখা দিতে পারে, দুযোর্গের ফলে ভবন ধ্বস, বৈদ্যুতিক খুটি, গাছপাল ভেঙ্গে গিয়ে রাস্তায় পড়ে যাওয়ার কারণে যোগাযোগের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, এতে জনদুর্ভোগ দেখা দিতে পারে।
গ্যাস	গ্যাস, রাইজার থেকে অগ্নিকান্ডের সৃষ্টি হতে পারে, এতে প্রতিবন্ধী, শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী মহিলাদের বেশি ক্ষতি হতে পারে।

৩.৬ দ্রুত /আগাম পুনরুদ্ধার

৩.৬.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১.	মোঃ রাব্বী মিয়া	জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৩০৮১৩৫৩; ০২-৭৬৪৬৬৪৪
২.	ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী	মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৭১৪০৩৩০১১
৩.	ড. খ. মহিদ উদ্দিন	পুলিশ সুপার, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৩৩৭৩৩৩৯
৪.	অসিত বরণ বিশ্বাস	কাউন্সিলর, ১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৮১৮৪৫৮৭৮৯
৫.	শারমিন হাবিব বিন্নি	সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৭১০৩১৩৬০৬

৩.৬.২ ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ আবুল হোসেন	পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৯১৫৯২০৩৩৫
২	মোঃ আলমগীর হোসেন হিরণ	পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৯২৪৪৬০৫২০
৩	অসিত বরণ বিশ্বাস	কাউন্সিলর, ১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৮১৮৪৫৮৭৮৯
৪	মোঃ আবুল কালাম	ওয়ার্ড সচিব, ১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৯৪৩০২৯০৮১
৫	রুহুল আমিন	সুপারভাইজার, ১৫ নং ওয়ার্ড	০১৯১৩০৩৫৬১১

৩.৭ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা প্রধানের তালিকা

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল
থানার পুকুর পাড়, টানবাজার	এ, এফ, এম এহতেশামুল হক	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	+৮৮-০২-৭৬৪৮৩৬৭; ০১৭১২২২২২৪২
জিমখানা মাঠ, জিমখানা	এ, এফ, এম এহতেশামুল হক	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	+৮৮-০২-৭৬৪৮৩৬৭; ০১৭১২২২২২৪২
রেল স্টেশন, দিগু বাজার	গোলাম মোস্তফা	স্টেশন অফিসার, নারায়ণগঞ্জ	০১৮২৮৬১৭৯১৫
বাস স্টেশন, কালির বাজার ও ফেরিঘাট	এ, এফ, এম এহতেশামুল হক	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	+৮৮-০২-৭৬৪৮৩৬৭; ০১৭১২২২২২৪২
বঙ্গবন্ধু রোড	এ, এফ, এম এহতেশামুল হক	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	+৮৮-০২-৭৬৪৮৩৬৭; ০১৭১২২২২২৪২
শাহ্ সুজা রোড	এ, এফ, এম এহতেশামুল হক	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	+৮৮-০২-৭৬৪৮৩৬৭; ০১৭১২২২২২৪২
সিরাজউদ্দৌলা রোড	এ, এফ, এম এহতেশামুল হক	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	+৮৮-০২-৭৬৪৮৩৬৭; ০১৭১২২২২২৪২

৩.৮ স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল
জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), নারায়ণগঞ্জ	ডা. মোঃ এহসানুল হক	সভিল সার্জন, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৫৪৭১৮৭১
জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), নারায়ণগঞ্জ	ডা. মোঃ আসাদুজ্জামান	আবাসিক মেডিকেল অফিসার, নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতাল	০১৭৩১১৫২৭১১
জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), নারায়ণগঞ্জ	ডা. মোঃ আলমগীর হোসেন জনি	অর্থোপেডিক সার্জন, নারায়ণগঞ্জ জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতাল	০১৭১১১৩৯৮৭১; ০১৭০৮০১১৫০৫
নারায়ণগঞ্জ ৩০০ বেড হাসপাতাল	ডা. আব্দুল মোতালেব মিয়া	চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক	০১৭১৫৩৯৯০৩৮; ৭৬৪৩৬২২
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	ডা. শেখ মোস্তফা আলী	মেডিকেল অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	+৮৮ ০১৬৭৩৯৮৬৯৪৭; ০২-৭৬৪৮৩৬৭

৩.৯ চিকিৎসাকেন্দ্রের তালিকা

চিকিৎসাকেন্দ্রের নাম	ধারন ক্ষমতা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও পদবী	মোবাইল
জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), নারায়ণগঞ্জ	১০০ জন	ডাঃ মোঃ আহসানুল হক তত্ত্বাবধায়ক ও সিভিল সার্জন	০১৭১৫৪৭১৮৭১
নারায়ণগঞ্জ ৩০০ বেড হাসপাতাল	৩০০ জন	ডা. আব্দুল মোতালেব মিয়া চিকিৎসা তত্ত্বাবধায়ক	০১৭১৫৩৯৯০৩৮; ৭৬৪৩৬২২
মাতৃসদন, নারায়ণগঞ্জ	২০ জন		

৩.১০ অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	পদবী	মোবাইল
ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	মোঃ মামুনুর রশিদ	উপ-সহকারি পরিচালক	০১৭১৫১৩৯১৯৮
ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	খন্দকার সানাউল হক	সিনিয়র স্টেশন অফিসার	০১৭১২১৮০২৫০
ওয়ার্ডে কোন ফায়ার স্টেশন নেই, নিকটতম ফায়ার স্টেশন হল মন্ডলপাড়া ফায়ার সার্ভিস	আরিফুর রহমান	স্টেশন অফিসার	০১৭১৫০১৭৬৭১
ফায়ার স্টেশন টিমকে সহযোগিতার জন্য ওয়ার্ডে গঠিত টিম প্রতিনিধি	মোঃ আবুল কালাম	স্বেচ্ছাসেবক, ১৫ নং ওয়ার্ড	০১৯৪৩০২৯০৮১
	শাহাদাৎ হোসেন	স্বেচ্ছাসেবক, ১৫ নং ওয়ার্ড	০১৫৩১৯৯৮৭৭১
	সাজিম আহমেদ	স্বেচ্ছাসেবক, ১৫ নং ওয়ার্ড	-
	স্বপন গোপ	স্বেচ্ছাসেবক, ১৫ নং ওয়ার্ড	০১৮১৩২২০৪৭০
	তারক বোস	স্বেচ্ছাসেবক, ১৫ নং ওয়ার্ড	০১৮১৯২৩৭৩৬১
	জনি সাহা	স্বেচ্ছাসেবক, ১৫ নং ওয়ার্ড	০১৬১৯১৩২২১১
	নির্মল চন্দ্র দে	স্বেচ্ছাসেবক, ১৫ নং ওয়ার্ড	০১৬৭৫১৩২৪৪০
ক্লাষ্টার	ইমতিয়াজ উদ্দীন জুলু	এফএসসিডি'র মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য	০১৯৩৭০৪৬৫২৭
	শহীদ আলামিন রবিন	এফএসসিডি'র মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য	০১৯২০০৭৭২৯৩
	মিনু বেগম	এফএসসিডি'র মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য	০১৯৪৯৮৯৪৪৭১
	মাহমুদা	এফএসসিডি'র মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য	০১৯৪১৪৪৫৪৮৮

৩.১১ ওয়ার্ডের সম্পদের তালিকা

ওয়ার্ডের বিবরণ দ্রষ্টব্য: ৪৭-৫১ পৃষ্ঠা

৩.১২ এলাকার বিশেষ অবস্থা/তথ্য

পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনঃ এই ওয়ার্ডে আনুমানিক বিশটি গভীর নলকূপ রয়েছে। এছাড়া ওয়াসার একটি বড় পাম্প ও লাইনের এর সাহায্যে পানি সরবরাহ করে থাকে। এই এলাকার বেশীরভাগ টয়লেট ও গোসলখানা স্বাস্থ্যসম্মত অবস্থায় আছে তবে এখানকার জিমখানা, র‍্যালিবাগান, রেলওয়ে কলোনী ও সিটি কলোনী এর টয়লেট ব্যবস্থা আংশিক অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রয়েছে। এগুলো ভাঙ্গা, কোনটি সেইফটি ট্যাংক বিহীন, স্যুয়্যারেজ লাইন নেই, খোলা ড্রেনের মধ্যেই টয়লেটের লাইন দিয়ে দেয়া। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা সন্তোষজনক নয়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনাঃ এই ওয়ার্ডে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সিটি কর্পোরেশনের ভুমিকা উল্লেখযোগ্য। গৃহস্থালীর ময়লা-আবর্জনা সরানোর জন্য র‍্যালিবাগান, সিটিকলোনী ও জিমখানায় সিটি কর্পোরেশন এর উদ্যোগে ময়লা-আবর্জনা পরিবহনে পর্যাপ্ত সংখক আবর্জনাবাহি ভ্যানগাড়ি ও ট্রলি পরিচালিত হয়। এই ওয়ার্ডে বাসা-বাড়ি, গার্মেন্টস ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ১৮ টি সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন রয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের ডাম্পিং ব্যবস্থার স্বল্পতা থাকায়, অনেকক্ষেত্রে ময়লা–আবর্জনা নগরের পরিবেশ দূষণ করছে।

স্থানীয় পর্যায়ে বাজার ব্যবস্থাঃ এ ওয়ার্ডে ৫ টি বাজার রয়েছে, যেমন- দ্বিগুবাবুর বাজার, মীনাবাজার, র‍্যালিবাগান, জিমখানা এবং নিতাইগঞ্জ বাজার। স্থানীয় জনগণ (আবাসিক এলাকা ও বিভিন্ন কমিউনিটি) এ ৫টি বাজার থেকে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও খাদ্যপণ্য সংগ্রহ করে থাকে।

ব্যাংকিং ব্যবস্থাঃ এ ওয়ার্ডে সরকারি ও বেসরকারি মোট ১৪ টি ব্যাংক এর শাখা রয়েছে। ব্যাংকগুলো হল- অগ্রণী ব্যাংক, সৈয়দ আলী চেম্বার ২ নং গেট ও মন্ডল পাড়া, জনতা ব্যাংক, শায়েস্তা খান রোড, সোনালী ব্যাংক, মহিলা শাখা সনাতন পাল লেন, রূপালী ব্যাংক, শায়েস্তা খান রোড, মেঘনা ব্যাংক, এস এম মালেহ রোড, মিড ল্যন্ড ব্যাংক, এস এম মালেহ রোড, প্রিমিয়ার ব্যাংক, এস এম মালেহ রোড, প্রাইম ব্যাংক, এস এম মালেহ রোড, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, এস এম মালেহ রোড, ইউ সি বি এল ব্যাংক, এস এম মালেহ রোড, মাকেন্টাইল ব্যাংক, এস এম মালেহ রোড ও বঙ্গবন্ধু রোড, লংকা বাংলা ব্যাংক, এস এম মালেহ রোড, ডাচ্ বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, আর কে দাস রোড এবং ব্যাংক এশিয়া সিরাউদ্দৌল্লাহ রোড।

৩.১৩ আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেকলিষ্ট

ওয়ার্ড চেকলিষ্ট- প্রতি বৎসর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নের ছকে চেকলিষ্ট পূরণ করে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এর নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রম	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১.	ওয়ার্ড পর্যায়ে বা সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ আছে	
২.	এলাকার শিশুদের টিকা /ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	
৩.	১-৬ বৎসরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	
৪.	নগর স্বাস্থ্য ক্লিনিক বা হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	
৫.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	
৬.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	
৭.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	
৮.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা আছে	
৯.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে	
১০.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	
১১.	প্রতি আশ্রয়কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত নারী স্বেচ্ছাসেবক এবং প্রশিক্ষিত ধাত্রী আছে	
১২.	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	
১৩.	আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানার ব্যবস্থা আছে	
১৪.	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রযোজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	
১৫.	কমপক্ষে ২/১ দিনের পরিমাণ শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষণ করার জন্য জনগণকে সজাগ করা হয়েছে	
১৬.	স্থানীয় মার্কেটে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (চাল, ডাল, আলু, তেল, লবণ, আটা, ময়দা, কাঁচা সব্জি ও শিশু খাদ্য) মজুদ/প্রাপ্যতা/সক্ষমতা রয়েছে	
১৭.	ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ত্রাণ ও উদ্ধার পরিকল্পনা তৈরি করেছে	
১৮.	ত্রাণ ও উদ্ধার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কমিটি ও উপ-কমিটি গঠন করেছে	
১৯.	এনজিও/এফএসসিডি একই সঙ্গে সিটি কর্পোরেশন ও মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয় করছে	

অধ্যায়-৪: সংযুক্তিসমূহ

সংযুক্তি-১: সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মতিপত্র/ সমঝোতা স্মারক

সমঝোতা স্মারক

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন (১ম পক্ষ)
এবং
সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ (২য় পক্ষ)

সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হবে:

১ম পক্ষ	ডাঃ সেলিনা হায়াত আইভি, মেয়র, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ১০ বঙ্গবন্ধু সড়ক, নারায়ণগঞ্জ ১৪০০, বাংলাদেশ। ০৫ মে ২০১১ তারিখে তিনটি পৌরসভা যথাক্রমে নারায়ণগঞ্জ, সিদ্ধিরগঞ্জ ও কদমরসুলকে একীভূত করে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) প্রতিষ্ঠা বিধিমালা ২০১০ এর বিধি ৬- এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার প্রায় ৭২.৪৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করে।
২য় পক্ষ	মার্ক টেইলর পিয়ার্স, কান্ট্রি ডিরেক্টর, সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ, বাড়ি নং সিডব্লিউএন (এ) ৩৫, রোড নং ৪৩, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ। সেভ দ্য চিলড্রেন বিশ্বের নেতৃস্থানীয় একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা শিশুদের জন্য নিবেদিত। সংস্থাটি শিশুদের প্রতিপালনে বিশ্বের চলমান ধারায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়নে উৎসাহিত করা ও তাদের জীবনে তাৎক্ষনিক ও স্থায়িত্বশীল পরিবর্তন আনার ব্রত নিয়ে ১৯১৯ সাল থেকে কাজ করে আসছে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সংস্থাটি ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে কাজ শুরু করে এবং অদ্যবধি বাংলাদেশের প্রতিটি শিশুর বেঁচে থাকা, সুরক্ষা, বিকাশ এবং অংশগ্রহণের অধিকার অর্জনসহ তাদের সার্বিক কল্যান সাধনে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের প্রায় ৬৪ টি জেলায় শিশুদের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ, শিক্ষা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে।

সমঝোতা স্মারকের সামগ্রিক লক্ষ্য (Overall objectives of the MoU)

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন মূলধারায়িত করার মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এর-ই লক্ষ্যে, ১ম ও ২য় পক্ষ যৌথভাবে ওয়ার্ড ও সিটি কর্পোরেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

অংশীদারিত্বে নীতি এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য (Principles of partnership and specific objectives)

- ১ম এবং ২য় পক্ষ যৌথভাবে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রক কাঠামো এবং আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত স্বয়ংসম্পূর্ন সনদ সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (২০১৫-২০৩০) এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবে। এছাড়াও উভয় পক্ষ বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা, মানবিক মানদন্ড এবং উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে।
- উভয় পক্ষ একটি পরিবেশবান্ধব, পরিচ্ছন্ন, সুস্থ এবং নিরাপদ নগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করবে।
- সরকারের নীতিমালার সঠিক ব্যবহার এবং প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের কার্যক্রম ওয়ার্ড, সিটি কর্পোরেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী এবং সম্প্রসারিত করা। এছাড়াও, বিদ্যমান ঘাটতি পূরণে কাজ করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, প্রশমন এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের (সিটি কর্পোরেশন এবং জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত) কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করা।
- ব্যক্তি, কমিউনিটি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সফল কেস/ঘটনাগুলো চিহ্নিত করা এবং সেগুলো পুনরায় বাস্তবায়ন (replication) এবং প্রাতিষ্ঠনিকীকরনের (institutionalization) জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের (নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনসহ) দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সহযোগিতার (Scope of Collaboration) ক্ষেত্র তৈরি করা।

উল্লেখিত তথ্যের ভিত্তিতে উভয় পক্ষ নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদনে সহমত পোষণ করছে:

- ১ম পক্ষ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের , নগর পরিকল্পনাবিদ জনাব মোঃ মইনুল ইসলাম কে ফোকাল পয়েন্ট (focal point) হিসাবে মনোনীত করবে। স্বারকের লক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিকল্পনাবিদ মোঃ মইনুল ইসলাম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে ২য় পক্ষের সাথে সমন্বয়ের জন্য মেয়র এবং কাউন্সিলরদের সহায়তা প্রদান করবেন।
- ২য় পক্ষ জনাব মোঃ মোস্তাক হোসেন, ডিরেক্টর হিউম্যানিটারিয়ান কে ফোকাল পয়েন্ট (focal point) হিসাবে মনোনীত করবে। স্বারকের লক্ষ্য বাস্তবায়নে মোঃ মোস্তাক হোসেন সেভ দ্য চিলড্রেনের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে ১ম পক্ষের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবেন।
- প্রতিনিধি/ ফোকাল পয়েন্ট পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ ৭ দিনের মধ্যে তা করতে পারবে।
- উভয় পক্ষ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুমোদন করবে। উক্ত পরিকল্পনার মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক কার্যক্রম, কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশল, উভয় পক্ষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য উল্লেখযোগ্য।
- ১ম পক্ষ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সক্রিয় এবং কার্যকর করবে যেন এ কমিটি দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এবং নীতিমালা মোতাবেক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয় করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।
- ১ম পক্ষ ব্যক্তি, কমিউনিটি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সফল কেস/ঘটনাগুলো পুনরাবৃত্তি (replication) এবং প্রাতিষ্ঠনিকীকরনের (institutionalization) জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিগত সময়ে বাস্তবায়িত সফল ও কার্যকরি কার্যক্রমসমূহ (যেমন: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি শক্তিশালীকরণ, স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরি, সমাজ এবং বিদ্যালয়ে দুর্যোগ সচেতনতা বৃদ্ধি) নতুন কর্মক্ষেত্রে বাস্তবায়নে জন্য প্রয়োজনে ইতোমধ্যে গঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।
- উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উভয় পক্ষের মতামতে ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় (need based) সহায়তা (যেমন: প্রযুক্তিগত) সংশিষ্ট বেসরকারি সংস্থা (স্থানীয়/ জাতীয়/ আন্তর্জাতিক), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অন্যকোন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে নেয়া যেতে পারে।
- অনুমোদিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং লক্ষিত জনগোষ্ঠির স্বপ্রণোদিত সহযোগিতা আগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।উক্ত সহায়তা ব্যক্তি, কমিউনিটি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুর্যোগের সহনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হবে।
- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে অনুমোদিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে ২য় পক্ষ সকল আর্থিক ব্যয় বহন করবে।
- ২য় পক্ষ ১ম পক্ষের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পূর্ন বা খন্ডকালীন মানব সম্পদ বা কর্মী নিয়োগ দিতে পারবে।২য় পক্ষ কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ড় সকল আর্থিক ব্যয় বহন করবে এবং ১ম পক্ষ কর্মীর অনান্য সকল সুযোগ সুবিধার (logistics) ব্যবস্থা করবে।
- ১ম পক্ষ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমকে, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন উন্নয়ন পরিকল্পনায় একিভূত করবে।
- উভয় পক্ষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিয়মিত যোগাযোগ এবং সমন্বয় করবে।
- ২য় পক্ষ প্রকল্পের প্রতিবেদন, কেস স্টাডি, মিটিং মিনিটস ১ম পক্ষকে সরবরাহ করবে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management)

- অনুমোদিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থানের জন্য উভয় পক্ষ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করবে।
- উভয় পক্ষ-ই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থান করবে।
- উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে ২য় পক্ষ অনুমোদিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ১ম পক্ষ বরাবর তহবিল পুর্ণ বা আংশিক প্রদান করতে পারে।তবে যে কোন প্রকার আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে পৃথক চুক্তি সাক্ষরিত হবে।
- ১ম পক্ষ সুযোগ সুবিধা ব্যবহারের ক্ষেত্রে (যেমন: ভেন্যু ব্যবহার, গণসচেতনতার জন্য সংবাদপত্রের ব্যবহার) ২য় পক্ষকে হ্রাসকৃত মূল্যে ব্যবস্থা করে দিবে।

ভিসিবিলিটি (Visibility)

এই সমঝোতার আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে উভয়পক্ষ নিজ নিজ এবং অপরপক্ষের ভিসিবিলিটি (নাম, লোগো) নিশ্চিত করবে।

মেয়াদ (Validity)

এ স্মারকটির মেয়াদ স্বাক্ষরের পর হতে ৩০ নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত। উভয় পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে সমঝোতা স্মারকটির পরিবর্তন, পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা যাবে। সময়ের পূর্বে কারণ উল্লেখপূর্বক তিন (৩) মাসের নোটিস প্রদানের মাধ্যমে স্মারকটি বাতিল করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে চলমান কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনা প্রক্রিয়া

- উভয় পক্ষ যৌথভাবে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবে এবং তা সম্পাদনের জন্য কৌশল তৈরি করবে। কর্মপরিকল্পনা ষান্মাসিক (বছরে ২ বার) পর্যবেক্ষন এবং পর্যালোচনা করা হবে।
- উভয় পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে- ই স্মারকে পরিবর্তন আনা যাবে।
- পরামর্শ এবং পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত যেকোন সমস্যা সমাধান করা হবে।

নিম্নস্বাক্ষরকারীগণ উল্লেখিত সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ বাস্তবায়নে সম্মত হয়েছেন।

১ম পক্ষ

এ এফ এম এহতেশামুল হক
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

২য় পক্ষ

মার্ক টেইলর পিয়ার্স
কান্ট্রি ডিরেক্টর
সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ

সাক্ষী

জনাব মোঃ মইনুল ইসলাম
নগর পরিকল্পনাবিদ
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

সাক্ষী

মোঃ মোস্তাক হোসেন
ডিরেক্টর হিউম্যানিটারিয়ান
সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ

সংযুক্তি-২: ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সম্মতিপত্র:

সভার নাম: ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভা
সভার স্থান: সিটি ট্রেনিং সেন্টার, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।
সভার তারিখ: ১৪/১১/২০১৭

সভার এজেন্ডা

১. স্বাগত বক্তব্য
২. ওয়ার্ডের বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা
৩. ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা
৪. ১৫ নং ওয়ার্ডের নগর ঝুঁকি নিরূপণ সম্পর্কে আলোচনা
৫. ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা
৬. ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির পূনর্গঠন
৭. জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, ২০১৮ উদযাপন
৮. মুক্ত আলোচনা।
৯. বিবিধ।

যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে:

- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নগর ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ আগামী ১৪/১২/২০১৭ তারিখে প্রশিক্ষণ কক্ষ, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হবে এবং এরই ধারাবাহিকতায় মাঠ-পর্যায়ে ফেব্রুযারি ২০১৮ ইং তারিখ তথ্য সংগ্রহ করা হবে।
- প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণ ৪টি দলে ১৫ নং ওয়ার্ডকে নির্ধারিত ৪টি ক্লাষ্টারে বিভক্তির মাধ্যমে পরিভ্রমণ করবে এবং দলগুলো ওয়ার্ডের ঝুঁকি নিরুপণে পুরুষ, নারী এবং শিশু দলে আলোচনা করবে।
- উপস্থিত ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পূণর্গঠন ও নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- আসছে আগামী ১০ মার্চ ২০১৮ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উৎযাপন এর অংশ হিসাবে ১ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, নগরভবন হতে ২ নং রেলগেট পর্যন্ত র‍্যালী ও কমিউনিটির বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা বিষয়ক (গভীর ড্রেন পরিস্কার) কর্মসূচীর মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

উপস্থিতির তালিকাঃ

ক্রম	নাম	পদবী	ফোন নং	স্বাক্ষর
১.	অসিত বরণ বিশ্বাস	সভাপতি	০১৭১২২০৭৬৯৬	
২.	শারমিন হাবিব বিন্নি	সহ-সভাপতি	০১৮১৮২৭৯৭১৩	
৩.	ডাঃ মোঃ এহসানুল হক	সদস্য	০১৭৪৫৩৯৪১১৫	
৪.	মোঃ মামুনুর রশীদ	সদস্য	০১৭১৫৪২১৬৪৮	
৫.	এস এম হাসান শাহরিয়ার	সদস্য	০১৭১৫৪২১৬৪৮	
৬.	মোহাম্মদ রেজাউদ্দীন	সদস্য	০১৯৩৭৯৪৯৫৩৭	
৭.	মোঃ মিজানুর রহমান	সদস্য	০১৭১৪৪৯৭৯০৪	
৮.	ফজিলা খাতুন	সদস্য	০১৭১৮৩০১৮২৫	
৯.	রাইসুল রুজদী	সদস্য	০১৭২৪৮৭১৯৬৩	
১০.	মোঃ হাবিবুর রহমান	সদস্য	০১৭১৫০৪৮৮১২	
১১.	স্বপন দেবনাথ	সদস্য	০১৯২৬৯৬৬৪৭২	
১২.	অজয় বিশ্বাস	সদস্য	০১৮২৩০১৪৮০১	
১৩.	মোঃ তারিফ বাবু	সদস্য	০১৭১৫০১৭৬৭১	
১৪.	মোঃ শফিকুল ইসলাম	সদস্য	০১৭১১৭১৬৬৫৪	
১৫.	প্রণব রায়	সদস্য	০১৭২০২৯৪৬৭০	
১৬.	সুব্রত কুমার সাহা	সদস্য	০১৭২৭৩৩৭৬৯১	
১৭.	ধীমান সাহা জুয়েল	সদস্য	০১৬৮২৪৮৮৪৬১	
১৮.	ডাঃ জি,এম জব্বার চিশতী	সদস্য	০১৭১৪২৮৭৬৬৬	
১৯.	কমল কান্তি সাহা	সদস্য	০১৭৬২৫৫৬৯৯	
২০.	নিলয় ইসলাম	সদস্য	০১৯৯১০৭৮০৩৫	
২১.	সিফাত আরা খানম	সদস্য	০১৭১৮৭০৬৭৭৮	
২২.	আমিনা আক্তার	সদস্য	০১৯২৩৯৯৮৪০৫	
২৩.	মুফতী বশীর	সদস্য	০১৮১৮৪৪৬৯৬	
২৪.	পন্ডিত রামদাস আচার্য	সদস্য	০১৯১৩৪৯৮৪৩৭	
২৫.	ইমতিয়াজ উদ্দিন জুলু	সদস্য	০১৯৩৭০৪৬৫২৭	
২৬.	সনু রানী দাস	সদস্য	০১৭৪৬০৮১৭২৬	
২৭.	শহিদুল ইসলাম	সদস্য	০১৭৭৫৯৭৮৭৮২	
২৮.	মোঃ মালেক	সদস্য	০১৯১২৯৬৫৯১৫	
২৯.	আসাদুজ্জামান	সদস্য	০১৭১২১৯৮০১৯	
৩০.	কাজী এনামুল কবির	সদস্য	০১৭১২৩৫৪৯১৫	
৩১.	মোঃ সুমন আলী	সদস্য	০১৭৩৩৯৫৫০০৭	
৩২.	শামসুদ্দিন বাবু	সদস্য	০১৬৭৪৭৫৯৯০৮	
৩৩.	মোঃ আবুল কালাম	সদস্য সচিব	০১৯৪৩০২৯০৮১	

সংযুক্তি-৩: ওয়ার্ড পরিচিতি

ওয়ার্ডের প্রশাসনিক তথ্য

ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নাম	অসিত বরণ বিশ্বাস	ফোন নম্বর	০১৮১৮৪৫৮৭৮৯
ওয়ার্ড সচিবের নাম	মোঃ আবুল কালাম	ফোন নম্বর	০১৯৪৩০২৯০৮১
সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলরের নাম	শারমিন হাবিব বিন্নি	ফোন নম্বর	০১৭১০-৩১৩৬০৬

পাড়া/মহল্লাভিত্তিক জনসংখ্যার তথ্য

মহল্লার নাম	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা						
		নারী	পুরুষ	শিশু ১৮ বছরের নীচে	প্রতিবন্ধী		বৃদ্ধ	
					নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ
সনাতন পাল লেন	১৮১	৫৯৭	৬২০	৪৫৭				
মীর জুমলা রোড	২২৫	৬৩০	৬৫৯	৩৯৬				
দিগু বাবুর বাজার	১৩৫	৪৪০	৪৭০	৩৬১				
শায়েস্তা খানরোড	১৯৩	৬৬০	৬৯০	৩৯০				
সিরাজউদ্দৌল্লাহ রোড (রেলওয়ে স্টেসন কলোনী)	৩১০	৯২০	১০৮০	৬৮৫				
শহীদ সোহরাওয়ার্দী রোড	১৭০	৪৩০	৪৬৫	৩৪৮				
নয়ামাটি	২৫৫	৭৮০	৮১৯	৫৪১				
এস এম মালেহ রোড (টান বাজার)	১৯৫	৬৫৩	৬৬২	৪১০				
পি এম রায় রোড	২৪৪	৬৪৭	৭৪০	৪৮৭				
এম এম রায় রোড	১৯০	৫৫০	৫৮৭	৪৩৮				
কুটি পাড়া রোড	২১০	৬৩৫	৬৭০	৫৮০				
মাহিম গাঙ্গলী রোড (মীনা বাজার)	১৯৫	৫৭০	৫৯০	৪৬৯				
সিটি কলোনী	২৭২	৮৩৮	৭৫০	৮৭৭				
উওর র‍্যালী বাগান	৪৩৫	১৬৫০	১৭২০	১০৭২				
দক্ষিণ র‍্যালী বাগান	৪২৮	১৬৯০	১৬৭৭	১১২০				
বংশাল	২৭৬	৯৫০	৮৯৫	৭৯১				
আর কে মিত্র রোড (নিমতলা)	৩৪০	১০৯০	১১২০	৮৫৫				
আর কে দাস রোড	১৯৫	৫৬০	৫৯০	৬৮৯				
বিদাস রোড (ডাল পট্টি)	১৭০	৫৫৮	৫১০	৪৮৮				
ওল্ড ব্যাঙ্ক রোড	২৬০	৮৫৭	৮৯৮	৭৮৮				
ছোট ভগবান গঞ্জ	১৯০	৭১০	৭৬০	৪৯০				
নতুন জিমখানা	৬৮০	১৯৫০	২০২৫	১৩৩৬				
বঙ্গবন্ধু রোড (মন্ডল পাড়া)	১৫৫	৪৯৫	৪৮৮	২৮৭				
মোট	**৫৯০৪**	**১৮৮৬০**	**১৯৪৮৫**	**১৪৩৫৫**	**৪৮**	**৭১**	**১৮৬**	**১৯৯**

তথ্যসূত্র: ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্য

বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য				
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	**কোথায় অবস্থিত**	**ভবনের সংখ্যা**	**ভবনের ধরন**	**মোট শিক্ষার্থী**
গণবিদ্যা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়	দক্ষিণ র‍্যালী বাগান	৪ তলা- ১টি ৩ তলা- ১টি ২ তলা- ১টি	পাকা	প্রায় ১৮০০ জন
কিন্ডার কেয়ার	১৩ নং বঙ্গবন্ধু সড়ক	৪ তলা- ১টি ২ তলা- ২টি	পাকা	৯৫০ জন
১১/১২ বংশাল বালক বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	বংশাল	১ তলা- ১টি	পাকা	২২০ জন
৩৩ নম্বর সিটি কলোনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	সিটি কলোনী, টান বাজার	৪ তলা- ১টি	পাকা	৮০ জন
৩১ নং নয়ামাটি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩২ নং নয়ামাটি বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	নয়ামাটি	৩ তলা- ১টি	পাকা	৩২০ জন
মাদ্রাসা সম্পর্কিত তথ্য				
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	**কোথায় অবস্থিত**	**ভবনের সংখ্যা**	**ভবনের ধরন**	**মোট শিক্ষার্থী**
নাই				
কলেজ সম্পর্কিত তথ্য				
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	**কোথায় অবস্থিত**	**ভবনের সংখ্যা**	**ভবনের ধরন**	**মোট শিক্ষার্থী**
নারায়ণগঞ্জ কলেজ	সিরাজ উদ্দৌল্লাহ রোড, নারায়ণগঞ্জ	৩ টি	পাকা	প্রায় ১০ হাজার
নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল এন্ড কলেজ	সিরাজ উদ্দৌল্লাহ রোড, নারায়ণগঞ্জ	২ টি	পাকা	প্রায় ২৭০০ জন

তথ্যসূত্র: উপজেলা প্রাধমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা শিক্ষা অফিস, নারায়ণগঞ্জ সদর

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিষয়ক তথ্য (মসজিদ, মন্দির, মাজার)

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থানের স্থান	ভবনের ধরণ
ফকির টোলা জামে মসজিদ	ফকির টোলা	২ তলা
কোট মসজিদ	শায়েস্তা খান রোড	২ তলা
রেলওয়ে মসজিদ	সিরাজ উদ্দৌল্লাহ রোড	২ তলা
চারার গোপ মসজিদ	চারার গোপ	১ তলা
৫ নং ঘাট মসজিদ	৫ নং ঘাট	১ তলা
৩ নং মাছ ঘাট মসজিদ	৩ নং মাছ ঘাট	টিনসেড
কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল মসজিদ	কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল	১ তলা
থানা পুকুর পাড় জামে মসজিদ	থানা পুকুরপাড়	৩ তলা
টান বাজার জামে মসজিদ	দক্ষিণ র‍্যালী বাগানের পাশে	২ তলা
নয়ামাটি মসজিদ	নয়ামাটি (আল জয়নাল বিল্ডিং এর উপরে)	৩ তলা
বন্দর ঘাট মসজিদ	বন্দর ঘাট (জাহাঙ্গীর সাহের বাড়ির সামনে)	১ তলা
ডালপট্টি মসজিদ	ডালপট্টি	৩ তলা
বি আই ডব্লিউ টিসি মসজিদ	আর কে দাস রোডের মাথায়	১ তলা
সিটি কর্পোরেশন জামে মসজিদ	নগর ভবনের পাশে	৩ তলা
বলদেব মন্দির	নিতাইগঞ্জ	১ তলা
পুরাণ পালপাড়া শিব মন্দির	পুরাণ পালপাড়া	১ তলা
রেলওয়ে স্টেশন কলোনি শিব ও শীতলা মায়ের মন্দির	রেলওয়ে স্টেশন কলোনি	১ তলা
দরিদ্র ভান্ডার মন্দির	লয়েল ট্যাঙ্ক রোড	২ তলা
গিরি ধারী মন্দির	নয়ামাটি	২ তলা

প্রতিষ্ঠানের নাম	অবস্থানের স্থান	ভবনের ধরণ
সিটি কলোনি মন্দির	সিটি কলোনি	১ তলা
বঙ্ক বিহারী মন্দির	টানবাজার	১ তলা
নিমতলা মন্দির	নিমতলা	১ তলা
গোপীনাথ মন্দির	লিমা বাজার	১ তলা
নরসিংহ মন্দির	টানবাজার	১ তলা
দক্ষিণ র‍্যালী বাগান মাজার	দক্ষিণ র‍্যালী বাগান	১ তলা
উওর র‍্যালী বাগান মাজার	উওর র‍্যালী বাগান	১ তলা

তথ্যসূত্র: ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

পুকুর/জলাশয়

মহল্লার নাম	পুকুরের সংখ্যা
নিমতলা / আর কে মিত্র রোড	১ টি (খাল)

তথ্যসূত্র: ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান/স্থাপনা

প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থান
শীতলক্ষ্যা-ধলেশ্বরী খাল	শীতলক্ষ্যা-ধলেশ্বরী খাল
শীতলক্ষ্যা নদী ওয়াকওয়ে	শীতলক্ষ্যা নদী ওয়াকওয়ে

তথ্যসূত্র: ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

ব্যাংক/বীমা/আর্থিক প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থান
অগ্রণী ব্যাংক	সৈয়দ আলী চেম্বার, ২ নং গেট ও মন্ডল পাড়া
জনতা ব্যাংক	শায়েস্তা খান রোড ও ২ নং গেট
সোনালী ব্যাংক মহিলা শাখা	সনাতন পাল লেন
রূপালী ব্যাংক	শায়েস্তা খান রোড
মেঘনা ব্যাংক	এস এম মালেহ রোড
মিড ল্যন্ড ব্যাংক	এস এম মালেহ রোড
প্রিমিয়ার ব্যাংক	এস এম মালেহ রোড
প্রাইম ব্যাংক	এস এম মালেহ রোড
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	এস এম মালেহ রোড
ইউ সি বি এল ব্যাংক	এস এম মালেহ রোড
মার্কেন্টাইল ব্যাংক	এস এম মালেহ রোড ও বঙ্গবন্ধু রোড
লংকা বাংলা ব্যাংক	এস এম মালেহ রোড
ডাচ বাংলা ব্যাক	আর কে দাস রোড, বঙ্গবন্ধু রোড, টানবাজার
ব্যাংক এশিয়া	সিরাজ উদ্দৌল্লাহ রোড
মিউচ্যুয়েল ট্রাস্ট ব্যাংক	টানবাজার
যমুনা ব্যাংক	টানবাজার
ঢাকা ব্যাংক	নিতাইগঞ্জ
ন্যাশনাল ব্যাংক	নিতাইগঞ্জ
আএফআইসি ব্যাংক	ডিআইটি
পূবালী ব্যাংক	নিতাইগঞ্জ
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক	বঙ্গবন্ধু রোড
এসআইবিএল ব্যাংক	বঙ্গবন্ধু রোড
আল আরাফাহ ব্যাংক	বঙ্গবন্ধু রোড
ইস্টার্ন ব্যাংক লিঃ	বঙ্গবন্ধু রোড

তথ্যসূত্র: ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

প্রধান প্রধান বাজার/ মার্কেট

মার্কেট/ বাজারের নাম	স্থান	ভবনের বৈশিষ্ট্য
দিগু বাবুর বাজার (কাঁচা বাজার)	দিগু বাজার	আধা পাকা
মিনা বাজার (কাঁচা বাজার)	মাহিম গাঙ্গলী রোড	কাঁচা
সোনার বাংলা মার্কেট	ডি আই টি	দোতলা
এফ রহমান মার্কেট	ডি আই টি	৬ তলা
জাহান সুপার মার্কেট	ডি আই টি	৫ তলা
ওয়ালী সুপার মাকেট	ডি আই টি	দোতলা
খান সুপার মার্কেট	বঙ্গবন্ধু রোড	৫ম তলা
রিভার ভিউ মার্কেট	এস এম মালেহ রোড	৯ তলা
ফারজানা টাওয়ার	এস এম মালেহ রোড	৯ তলা
হাবিব কমপ্লেক্স	এস এম মালেহ রোড	৭ তলা
আল জয়নাল প্লাজা	এস এম মালেহ রোড	১৬ তলা ভবন (মার্কেট ২য় তলা)
টোকিও টাওয়ার	ডি আই টি	২৪ তলা
অলঙ্কার প্লাজা	মাহিম গাঙ্গলী রোড	৫ম তলা
ফ্রেন্ডস মার্কেট	শায়েস্তা খান রোড	৩ তলা
নয়ন সুপার মার্কেট	বঙ্গবন্ধু রোড	২ তলা
হাজী সুপার মার্কেট	নয়ামাটি	৩ তলা
আলম মার্কেট	নয়ামাটি	২ তলা
রানী মার্কেট	নয়ামাটি	৩ তলা
কেরামতিয়া মার্কেট	নয়ামাটি	২ তলা
অর্চনা মার্কেট	নয়ামাটি	২ তলা
জয়া মার্কেট	নয়ামাটি	১ তলা
মিনা বাজার অলঙ্কার মার্কেট	মিনা বাজার	১ তলা
রিয়াজ সুপার মার্কেট	ডিআইটি রোড	১ তলা
নয়ামাটি মার্কেট	নয়ামাটি	৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ তলা (অনেক ভবন)
গ্রীন সুপার মার্কেট	বঙ্গবন্ধু রোড	২য় তলা
বর্ষণ সুপার মার্কেট	বঙ্গবন্ধু রোড	২য় তলা
ইদ্রিস সুপার মার্কেট	বঙ্গবন্ধু রোড	২য় তলা

তথ্যসূত্র: ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

স্থানীয় সংগঠন/ক্লাব

নাম	স্থান	নিজস্ব ভবন/অফিস আছে কি-না	ভবনের ধরন	মোট সদস্য সংখ্যা
সোনালী অতীত ক্লাব	জিমখানা মাঠ	হ্যাঁ	পাকা	২০ জন
প্রমিলা ফুটবল ক্লাব	জিমখানা মাঠ	হ্যাঁ	পাকা	১২ জন
শীতলক্ষ্যা ক্রিকেট ক্লাব	জিমখানা মাঠ	হ্যাঁ	টিনসেড	২০ জন
বঙ্গবীর সংসদ	মন্ডলপাড়া	না	১ তলা (ভাড়া)	৩৫ জন
শাহীন স্পোটিং ক্লাব	মন্ডলপাড়া	না	১ তলা (ভাড়া)	৩০ জন
হরিজন যুব সংঘ	সিটি কলোনী	হ্যাঁ	১ তলা	৩১ জন
ভোরের আকাশ	বংশাল	হ্যাঁ	২ তলা (ভাড়া)	২০০ জন
মন্ডলপাড়া যুব সংঘ	মন্ডলপাড়া	হ্যাঁ	১ তলা (ভাড়া)	৩৫ জন
সোনা মিয়া স্মৃতি সংঘ	মন্ডলপাড়া	হ্যাঁ	১ তলা (ভাড়া)	২৫ জন
সোনালী সকাল	জিমখানা	হ্যাঁ	২ তলা	২৫ জন
ধান চাল আড়ত সমিতি	মন্ডলপাড়া	না	৪ তলা (ভাড়া)	৩৫ জন
ভোরের আকাশ	নিমতলা	হ্যাঁ	২ তলা	৩০০ জন

তথ্যসূত্র: ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

সরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থান	ভবনের ধরন	কর্তব্যরত স্টাফ
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ	বঙ্গবন্ধু রোড		
জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), নারায়ণগঞ্জ	বঙ্গবন্ধু রোড		
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিস, নারায়ণগঞ্জ	মন্ডলপাড়া, বঙ্গবন্ধু রোড	১ তলা ও ২ তলা ২টি ভবন	৩৬ জন
নৌ ফায়ার স্টেশন	বি দাস রোড		
টি এন্ড টি অফিস	সিরাজ উদ্দৌল্লাহ রোড	৫ তলা	
র‍্যাব-১১ অফিস (এনসিসি)	শায়েস্তা খান রোড	১ তলা	
নারায়ণগঞ্জ প্রধান ডাকঘর	শায়েস্তা খান রোড	৩ তলা	
নারায়ণগঞ্জ থানা	এস এম মালেহ রোড	৩ তলা	
টান বাজার পুলিশ ফাড়ি	পি এম রায় রোড	২ তলা	
বি আই ডব্লিউ টি এ	লঞ্চ ঘাট	৩ তলা	
বি আই ডব্লিউ টি সি	আর কে দাস রোড/ওল্ড ব্যাংক রোড	২ তলা	
সদর নৌ পুলিশ থানা	ওল্ড ব্যাংক রোড	২ তলা	

তথ্যসূত্র: ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

অন্যান্য বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য (এনজিও, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, চ্যারিটি ইত্যাদি)

প্রতিষ্ঠানের নাম	স্থান	কার্যক্রম
জিআইজেড	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	মা ও শিশু স্বাস্থ্য
ইউএনডিপি	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	নগর উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য
ব্র্যাক	চাষাড়া	শিক্ষা
সেভ দ্য চিলড্রেন	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস
কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি)	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস
সেকায়েফ	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	শিক্ষা
পিএসটিসি	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	কিশোরী স্বাস্থ্য ও ক্ষমতায়ন
মেরীস্টোপ	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	স্বাস্থ্যসেবা
সিপ	জিমখানা	শিক্ষা
জাইকা	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	নগর উন্নয়ন

তথ্যসূত্র: ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

হাসপাতাল/ক্লিনিক

নাম	স্থান	ভবনের ধরন	আনুমানিক রোগী ধারন ক্ষমতা
জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া), নারায়ণগঞ্জ	মন্ডলপাড়া	৩ তলা	১০০ জন
মাতৃসদন, নারায়ণগঞ্জ	মন্ডলপাড়া	২ তলা	২০ জন
মহিতুন্নেছা লায়ন চক্ষু হাসপাতাল	ডি আই টি	২ তলা	
রিজিয়া ক্লিনিক	বঙ্গবন্ধু রোড	২ ও ৩ তলা	৩০ জন

তথ্যসূত্র: ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

খোলা মাঠ/খালি জায়গার তথ্য

নাম	স্থান	পরিমাণ (আনুমানিক)
আলাউদ্দিন খান সিটি স্টেডিয়াম	জিমখানা	১.৫ একর

তথ্যসূত্র: ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

চলমান সরকারি সহায়তা/ভাতাসমূহ

সহায়তা/ভাতার নাম	উপকারভোগী সংখ্যা	সময়সীমা
পুষ্টি ভাতা		২ বছর পর্যন্ত
প্রতিবন্ধী ভাতা		চলমান আমৃত্যু
বয়স্ক ভাতা		আমৃত্যু
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা		আমৃত্যু
বিধবা ভাতা		আমৃত্যু/ বর্তমানে বন্ধ

তথ্যসূত্র: ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

এলাকার প্রধান প্রধান সমস্যাসমূহ

সমস্যার ধরণ	আক্রান্ত এলাকা
অগ্নিকান্ড	নতুন জিমখানা, র‍্যালী বাগান, সিটি কলোনী, রেলওয়ে কলোনী , নয়ামাটি
জলাবদ্ধতা	নতুন জিমখানা, র‍্যালী বাগান, সিটি কলোনী, রেলওয়ে কলোনী
ভূমিকম্প	সমগ্র এলাকা

সংযুক্তি-৪: পরিভ্রমণের প্রতিবেদন

পরিভ্রমণের তারিখ-১৯/০২/২০১৮ সোমবার
পরিভ্রমণ এলাকা ঃ ২নং রেলগেট, রেলওয়ে কলোনি, পুরাতন পালপাড়া, ফকিরটোলা, দিগুবাবুর বাজার, মিরজুমলা রোড ও শায়েস্তা খান রোড

আমরা দলের সবাই ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স থেকে বের হয়ে ২ নং রেলগেট এলাকা পার হই । রেলগেট পার হওয়ার সময় দেখলাম এখানে দীর্ঘ যানযট বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ প্রতিদিন এ ব্যস্ততম সড়ক দিয়ে পার হওয়ার সময় সড়ক দূর্ঘটনার স্বীকার হয়ে আহত হয়। তাই এখানে রাস্তা পারাপারের জন্য ফুট ওভার ব্রীজ খুবই প্রয়োজন।

রেলগেট পার হয়ে পালপাড়া মন্দির হয়ে দিগুবাবুর বাজারে প্রবেশ করি। বাজারে প্রবেশ করেই বেশকয়েকটি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন দেখতে পাই এছাড়াও দেখি ময়লা আবর্জনার স্তুপ। ক্যামেরার মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনসহ ময়লা আবর্জনার ছবি সংগ্রহ করি। একটু দূরে মীরজুমলা রোডে যাই এখানে অগ্রণী ব্যাংক এবং ব্যাংক কলোনি ভবন দেখতে পাই। ভবনগুলো খুবই পুরোনো এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এই এলাকা ঘনবসতিপূর্ণ এবং ব্যবস্যা বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় অগ্নিকান্ডের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আগুন লাগলে নেভানোর জন্য কোন রিজার্ভ পানির ব্যবস্থা নেই।

এর পর চলে যাই শায়েস্তা খান রোড এলাকায় এখানে পুরাতন পোস্ট অফিস এবং স্টাফদের বসবাসকৃত ভবনগুলি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এরপর রাস্তার উওর পাশে সোনালী ব্যাংক কলোনির ঝুঁকিপূর্ণ ভবন দেখতে পাই এবং ভবনগুলির ছবি সংগ্রহ করি। এরপর চলে যাই রেলওয়ে কলোনি এলাকায়। এ এলাকায় প্রায় ১০/ ১২ টি রেলওয়ে বিল্ডিং ঝুঁকিপূর্ণ। রেলওয়ে কলোনিতে বৈদ্যুতিক তারের সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকায় যেকোন সময় বড় ধরনের অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে এবং এখানে অগ্নি নির্বাপনের জন্য কোন রিজার্ভ পানির ব্যবস্থা নেই।

রেলওয়ে কলোনিতে বড় ড্রেন রয়েছে কিন্তু ড্রেনের উপরে কোন স্লাব না থাকার কারণে প্রায়ই শিশুরা ড্রেনে পরে দূর্ঘটনার স্বীকার হয়। এলাকা পরিভ্রণের সময় মনে হলো একটি দেশে শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের অত্র এলাকায় প্রয়োজেনর তুলনায় বৃক্ষ খুবই নগণ্য। এখানে রাস্তা বিভাজনের মাঝে বড় টব স্থাপনের মাধ্যমে, বাড়ির ছাদে এবং শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ে হাঁটার জন্য তৈরি রাস্তার পাশে বেশী করে বৃক্ষ রোপন করতে হবে। অবশেষে আমাদের বি গ্রুপের পরিভ্রমণ সমাপ্তি করে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এ চলে আসি।

পরিভ্রমণের তারিখ-১৯/০২/২০১৮ সোমবার
পরিভ্রমণ এলাকাঃ নয়ামাটি, উওর র‍্যালী বাগান, এস এস মালেহ রোড ও সিটি কলোনী

আমরা গ্রুপ সি এর সদস্যরা মিলে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স থেকে বের হয়ে করিম মার্কেট এর সামনে দিয়ে সিটি কলোনীতে প্রবেশ করি। এই কলোনীতে হরিজন সম্প্রদায় এর লোকজন বসবাস করে। পরিভ্রমণকালে এলাকার লোকজন এর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে এখানে জলাবদ্ধতা বেশী হয় ফলে ছোট শিশুরা নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে প্রায়ই ছোট বড় অগ্নিকান্ড ঘটে। সরু রাস্তা হওয়ার কারণে বড় ধরনের অগ্নিকান্ডে ফায়ার সার্ভিস এর গাড়ি প্রবেশ করতে পারে

না। এখানে অগ্নি নির্বাপনের জন্য কোন মজুদ পানির ব্যবস্থা নেই। এখানে সম্পদ হিসেবে একটি ৩১ ও ৩২ নং নয়ামাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তবে গত ভূমিকম্পের ফলে বিদ্যালয়টির দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে।

এখান থেকে বাম দিকে মোর নিয়ে আমরা এস এম মালেহ রোডে প্রবেশ করি। সেখানে আমরা বড় বড় কিছু ঝুঁকিপূর্ণ ভবন দেখতে পাই। বিশেষ করে ২ নং এস এম মালেহ রোড থেকে ৩নং এস এম মালেহ রোড পর্যন্ত ভবনগুলো অনেক পুরোনো এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এখানে আশেপাশে কোন খোলা জায়গা নেই যেখানে ভূমিকম্প হলে মানুষ আশ্রয় নিতে পারে। একটু সামনে এগিয়ে সাধনার মোড় থেকে সিটি কলোনির মোড়ের ডাস্টবিনের দুর্গন্ধে এখানে বসবাসরত লোকজনের নানারকম শারীরিক সমস্যাসহ পথচারীদের দুর্গন্ধে শ্বাস-প্রশ্বাসে সমস্যা হয়। তারপর আমরা টানবাজারে প্রবেশ করলাম। টানবাজার এস এম মালেহ রোডের পাশে আবাসিক এলাকায় অনেক ক্যামিকেল এর দোকান রয়েছে। নিচে ক্যামিকেল এর দোকান আর উপরে বাসভবন থাকার কারণে যেকোন সময় এখানে বড় ধরনের অগ্নিকান্ডের আশংকা থাকে।

তারপর একটু সামনে গিয়ে ডান দিকে মোর দিয়ে নয়ামাটি এলাকায় প্রবেশ করলাম। দেখলাম কেরামতিয়া মার্কেট থেকে মিনার গামেন্টস পর্যন্ত সরু রাস্তা। একটু সামনে গিয়ে জামাইর হোটেল থেকে আনন্দ হোটেল পর্যন্ত রাস্তায় বিদ্যুতের তার এলোমেলো হয়ে আছে। ফলে যেকোন সময় এখানে দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। এখান খেকে আর একটু দূরে গিয়ে ২টি ট্রান্সমিটার এবং অনেক এলোমেলো বৈদ্যুতিক তার দেখতে পাই। তারপর বাম দিকে মোর নেয়ার পর ৫ নং এস এম মালেহ রোডে ডাঃ সানাউল সাহেবের অনেক পুরানো ১টি উচু বিল্ডিং দেখতে পাই। ভবনটিতে অনেক ফ্টল ধরেছে। তারপর আরও অনেক পুরোনো ভবন দেখলাম যেখানে অনেক লোকজন বসবাস করে। যদি ৬ মাত্রায় ভূমিকম্প হয় তাহলে ভবনগুলো ধসে পরতে পারে।

একটু সামনে গিয়ে মিনার গামেন্টস এর পাশে ১০ ফুট প্রশস্ত এবং ১০০ মিটার লম্বা একটি রাস্তা আছে। আর এখানে চার ফুট রাস্তা দখল করে আছে হকার্স মার্কেট। আর বাকি ৬ ফুট রাস্তা সাধারণ জনগণের চলাচলের জন্য। ফলে যানবাহন এবং মানুষের চলাচলে খুবই সমস্যার সৃস্টি হয়। এখান থেকে বের হয়ে বামদিকে যাবার পর দেখলাম টোকিও প্লাজা। ২২ ৩লা এ ভবনটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এই ভবনে জরুরী ফায়ার এর্লাম এর ব্যবস্তা নেই। তারপর বঙ্গবন্ধু সড়ক দিয়ে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এ চলে আসি এবং আমাদেও পরিভ্রমণ পর্ব সমাপ্ত করি।

পরিভ্রমণের তারিখ-১৯/০২/২০১৮ সোমবার
পরিভ্রমণ এলাকাঃ জিমখানা, বিদাস রোড, আর কে দাস রোড ও ওল্ড ব্যাংক রোড

ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স থেকে বের হয়ে মদিনা মার্কেট দিয়ে নতুন জিমখানায় প্রবেশ করি। নতুন জিমখানায় প্রবেশ করার সময় আমরা দেখতে পাই রাস্তার ডান পাশে মসজিদ, মুদি দোকান, কিছু হোটেল। ভিতরে ঢুকতেই বেকারি দোকান দেখতে পাই। আর একটু ভিতরে ঢুকে দেখতে পাই কাঠের দোকান ও কাঠের মিল। এছাড়া রাস্তা বন্ধ করে কিছু অসাধু লোক অটো স্ট্যান্ড গড়ে তুলেছে। আর ফুটপাত জুড়ে দোকান আর দোকান যা মানুষের চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়। এ কারণে জিমখানার অনেক শিশু দূর্ঘটনার স্বীকার হয়ে আহত হয়েছে। রেলওয়ে ১১ টি গলি নিয়ে নতুন জিমখানা গঠিত।

জিমখানা এলাকায় মজিবর ও সোলেমান মিয়ার বাড়িতে অনেক ভাড়াটিয়া এবং ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ার কারণে এখানে প্রায়ই ছোট-বড় অগ্নিকান্ড ঘটে। দেড় ফুট রাস্তা যা খুবই সরু যার ফলে ফায়ার সার্ভিস এর গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। গলিগুলো সরু এবং সঠিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকার কারণে সামান্য বৃষ্টিতে পানি জমে যায়। মুজিবর এবং সোলেমান মিয়ার বাড়ির পিছনে একটি খাল রয়েছে। ময়লা আর্বজনা ফেলার কারণে খালটি ভরে হিয়েছে যার ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন রোগ জীবাণু ছড়াচ্ছে ।

এই এলাকায় সম্পদ হিসেবে আরবান আনন্দ স্কুল নামে একটি স্কুল গড়ে উঠেছে। এর ফলে হতদরিদ্র শিশুরা শিক্ষা লাভ করছে। নতুন জিমখানায় সম্পদ হিসেবে আরও আছে কিছু করই গাছ, ৩ টি মাদ্রাসা, ২ টি মুর্দা ঘর, ১ টি বাজার, একটি ঐতিহ্যবাহী মাঠ, ১ টি বায়তুল ইজ্জাত জামে মসজিদ, কিন্ডার কেয়ার স্কুল, পাশেই আছে সিটি কর্পোরেশন, তার পাশেই আছে জেনারেল হাসপাতাল (ভিক্টোরিয়া)। একটু এগিয়ে দেখা যায় রাস্তার বিপরীত পার্শ্বে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর অফিস ।

ফায়ার সার্ভিস থেকে হাটতে হাটতে বাম পাশে দেখা যায় অনেক বাণিজ্যিক ভবন, কল-কারখানা, মসজিদ, বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে সামান্য বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। যার ফলে শিশুদের বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে সমস্যা হয়। এর কারণ বিদ্যালয়ের পিছনের রাস্তা এবং রাস্তায় যেখানে সেখানে ময়লার স্তুপ। যার ফলে পরিবেশ দূষিত হয়, দূর্গন্ধ ছড়ায়, রোগ জীবাণু ছড়ায় এবং মশা মাছির জন্ম হয়। মানুষের যাতায়াত এবং জনজীবন চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। আর একটু এগিয়ে দেখতে পাই রবিন ট্রেডার্স এর অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং। ইহা পুরনো ইটগুলো খসে পড়ছে। রাস্তার পাশেই বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার এবং তারগুলো ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। আবার মঈনউদ্দীন আহম্মদ সন্স এর বিল্ডিং এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ যে ভমিকম্পের সামাস্য ঝাঁকুনিতে ইহা ভেঙ্গে পরতে পারে। আর একটু এগিয়ে দেখি দাদার ঘাট হাজী মইন উদ্দি মিয়ার বাড়ি এবং কেরোসিন ঘাট সংলগ্ন ভবনটি ঝুঁকিতে রয়েছে । যার ফলে বড় ধরনের ভূমিকম্প সংগঠিত হলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

প্রতিটি রাস্তার প্রতিটি ভবনের সামনে এলো মেলো বৈদ্যুতিক তার থাকার কারণে কোন সময় এখানে অগ্নিকান্ড ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। যার ফলে বড় বড় গোডাউন, তেলের কারখানা, ফ্যাক্টরিতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আর একটু এগিয়ে দেখতে পেলাম নাজমা ফ্লাওয়ার মিলস্ এর বাড়ির নিচে বাণিজ্যিক দোকান রয়েছে যা ভূমিকম্প হলে ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আর একটু এগিয়ে দেখলাম এ্যাডভোকেট রতন কুমার দাস এর বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম কতগুলো সরকারি বেসরকারি ব্যাংক রয়েছে এবং আরও অনেক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের এলোমেলো বৈদ্যুতিক তার থেকে অগ্নিকান্ড ঘটে ব্যবসায়ীদের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । পরিভ্রমণ শেষে আমরা আবার ফায়ার সার্ভিসে ফিরে আসি।

পরিভ্রমণের তারিখ-১৯/০২/২০১৮ সোমবার
পরিভ্রমণ এলাকাঃ দক্ষিণ র‍্যালী বাগান, মিনা বাজার, পি এম রায় রোড, এম এম রায় রোড, বংশাল, নিমতলা ও মন্ডলপাড়া

প্রথমে অমরা ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স থেকে বের হয়ে মন্ডলপাড়া যাই। সেখানে চোখে পড়ে দোকান পাটের সামনে দিয়ে অনেক এলোমেলো বৈদ্যুতিক তার এবং ফাটলসহ ঝুঁকিপূর্ণ ভবন।

তারপর আমরা আর একটু এগিয়ে বংশাল এর রাস্তায় প্রবেশ করি। এখানে কিছু রাস্তা এত খারাপ যে ময়লা আবর্জনা দিয়ে ভরা যাতে মানুষের চলাচলে সমস্যা হয়। ১১ ও ১২ নং বংশাল বালক বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি বিদ্যালয় ভবনটি অনেক ঝুঁকিপূর্ণ। বড় ধরনের ভূমিকম্প সংগঠিত হলে বিদ্যালয়টিতে ব্যাপক ক্ষতির আশংকা রয়েছে। বিদ্যালয়ের পাশের ড্রেনের ময়লা আবর্জনার দুর্গন্ধে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা খুবই কষ্টকর। ময়লা আবর্জনার কারণে প্রায়ই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ফলে শিক্ষার্থীরা নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয় ।

তারপর আর একটু সামনে এগিয়ে যাই। নিমতলা মন্দিরের সামনে গিয়ে দেখি মন্দিরের সামনে নোংরা আবর্জনায় ভরা। এতে প্রতিদিন মন্দিরে আগত লোকজনের অনেক সমস্য হয়। তারপর মিনা বাজার যাওয়ার পথে চোখে পড়ে আর কে মিত্র সড়কের দুইপাশে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে। তারপরে আমরা সবাই মিনাবাজার স্বর্ণ মার্কেট এ প্রবেশ করি। মার্কেটটি খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এবং মার্কেটের সামনে ড্রেনগুলো ময়লা আবর্জনায় ভরা। মার্কেট এর সামনে এলোমেলো বৈদ্যুতিক তার থেকে যেকোন সময় অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে। এখান থেকে হাটতে হাটতে গেলাম গোপীনাথ মন্দিরে। শত বছরের পুরনো মন্দিরটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তারপর আমরা সবাই হযরত কামাল শাহ্ এর মাজারের সামনে সিটি কর্পোরেশন এর পদ্মা সিটি-৩ ভবন তার পিছনে পুরনো ৪ তলা একটি ভবন দেখতে পাই। ঝুঁকিপূর্ণ এ ভবনের চতুর্থ তলাতে রয়েছে ফাটল। এ ভবনের সাথেই রয়েছে কাঁচা বাজার যেখানে প্রতিদিন অনেক মানুষ বাজার করতে আসে। বাজার থেকে বের হয়ে আমরা প্রবেশ করলাম দক্ষিণ র‍্যালী বাগান এলাকায়।

দক্ষিণ র‍্যালী বাগান এলাকাটি খুবই ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। ঘরগুলো একটির সাথে আর একটি লাগানো। এখানে বৈদ্যুতিক তারের কোন সঠিক ব্যবস্থাপনা নেই এবং একই দেয়ালে একাধিক বৈদ্যুতিক মিটার রয়েছে। এরকম বেশকয়েকটি স্থানে মিটার দেখতে পাই, রান্নাবান্নার কোন সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকায় এলাকাটি অগ্নিকান্ডের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। এছড়া এখাকার রাস্তাগুলো সরু হওয়ায় আগুন লাগলে ফায়ার সার্ভিস এর গাড়ি প্রবেশ করতে পারবে না। ফলে যেকোন সময় বড় ধরনের অগ্নিকান্ডের ঝুঁকির মধ্যে এলাকাটি রয়েছে। এছাড়া সচেতনতার অভাব, নোংরা পরিবেশ এবং টয়লেট এর অবস্থা খুবই খারাপ। র‍্যালী বাগান এলাকার ড্রেন অপরিস্কার ও ড্রেনগুলো সরু হওয়ার কারণে এখানে জলাবদ্ধার সৃষ্টি হয়। তাই এখানে ড্রেনগুলো সংস্কার এবং উঁচু করা প্রয়োজন বলে এলাকার মানুষ মনে করেন। সম্পদ হিসেবে র‍্যালী বাগান এলাকায় গণবিদ্যা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয় নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং একটি মাঠ রয়েছে। তবে মাঠটি র‍্যালী বাগান পঞ্চায়েত কমিটি বিদ্যুৎ অফিসকে ভাড়া দিয়েছে এবং মাঠটি উন্মুক্ত থাকলে শিশুদের খেলাধূলাসহ আপদকালীন সময়ে ব্যবহার করা সম্ভব হত বলে কয়েকজন এলাকাবসী অভিমত ব্যক্ত করেন।

পরিভ্রমণকালে আমরা দেখতে পাই এলাকাগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় গাছ নেই বললেই চলে। এখানে রাস্তা বিভাজনের মাঝে বড় টব স্থাপনের মাধ্যমে, বাড়ির ছাদে এবং মন্ডলপাড়া লেকের পাড়ে হাটার জন্য তৈরি রাস্তার পাশে বেশী করে বৃক্ষ রোপন করা প্রয়োজন। অবশেষে আমাদের ডি গ্রুপের পরিভ্রমণ সমাপ্তি করে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এ চলে আসি।

পরিভ্রমণে অংশগ্রহণকারীদের নামঃ

ক্রম	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবী	মোবাইল নং
১.	ইমতিয়াজ উদ্দিন জুলু	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৯৩৭-০৪৬৫২৭
২.	অজয় কুমার বিশ্বাস	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৮২৩-০১৪৮০১
৩.	আব্দুল মালেক	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৯১২-৯৬৫৯৯৫
৪.	নুহা আক্তার	শিশু দল	০১৮৩৫-৪৪৭১৩৯
৫.	মদিনা আক্তার	ইয়থ	০১৯১০-৯৩১০০৩
৬.	মোঃ শাহীন	ইয়থ	০১৭৯৮-৮৩৫৬৭০
৭.	মোঃ রবিন	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯২০-০৭৭২৯৩
৮.	তমা খন্দকার	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬৮১-৩২৮৫৮৬
৯.	রুবিনা আক্তার	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৩১-১০৬৯০০
১০.	মাহমুদা আক্তার	ইয়থ	০১৯৪১-৪৪৫৪৮৬
১১.	মিতু আক্তার	ইয়থ	০১৯৮২-৬৬৪৫১৯
১২.	শহীদুল ইসলাম	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৭৭৫-৯৭৮৭৮২
১৩.	লাকি	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯১৬-৭৫০২১২
১৪.	মোঃ সালাউদ্দিন	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬৮৭-০৬১৬৮৩
১৫.	কাঞ্চন সেন	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯১৯-৪০৩৫০৭
১৬.	দিলীপ কুমার দে	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৭৩২-৮২৩৫৮৪
১৭.	রিপন	মিশ্রদলের সদস্য	০১৯৪৬-১২২৪১৭
১৮.	আবুল কালাম	সদস্য সচিব, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৯৪৩-০২৯০৮১
১৯.	সাদ্দাম হোসেন	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৭৪৩-৯৩৫০৮৪
২০.	সানি	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬৮৯-৫৫০৪৭৬

সংযুক্তি-৫: ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নগর ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণের প্রতিবেদন

ওয়ার্ড পর্যায়ে প্রশিক্ষণের তারিখ: ১৮.০২.২০১৮

প্রশিক্ষণের বিস্তারিত প্রতিবেদন:

নগর ঝুঁকিহ্রাসে নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ও সেবাপ্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছে সিপিডি ও সেভ দ্য চিলড্রেন। এরই ধারাবাহিকতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর ১৫ নং ওয়ার্ডে নগর ঝুঁকি নিরূপণ কর্মসূচি পরিচালনার উদ্যোগ নেয় ১৫ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি। সিপিডি'র কারিগরি সহযোগিতায় গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং তারিখে ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পঞ্চায়েত, আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার, নারী ও শিশু প্রতিনিধির ২০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় ওয়ার্ড পর্যায়ে নগর ঝুঁকি নিরূপণ পদ্ধতি বিষয়ক রিফ্রেশার কর্মশালা। ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন ১৫ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভাপতি ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর অসিত বরণ বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক মোঃ মামুনুর রশীদ। সিপিডি'র সহঃপ্রকল্প সমন্বয়কারী কাজী এনামুল কবিরের পরিচালনায় কর্মশালায় প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মোঃ ফজলুল হক নগর ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। তিনি নগর ঝুঁকি নিরূপণের পুরো কৌশল উপস্থাপন করেন। কীভাবে মাঠ-পর্যায়ে পরিভ্রমণ (ট্রানজিক্ট ওয়াক), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন, আপদের স্তর বিন্যাস চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণ, ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র তৈরি, পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিপদাপন্নতা নিরূপণ, ঝুঁকির কারণ, নিরসনের উপায় এবং ঝুঁকির অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঝুঁকি হ্রাসের একটি কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হবে তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

পরবর্তীতে কাজী এনামুল কবির সেশন অনুযায়ী গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে পুরো কৌশল আলোচনা করেন। আলোচনার পর পরবর্তী দুই দিনের মাঠ-পর্যায়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সদস্য ও আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের নেতৃত্বে নগর ঝুঁকি নিরূপণের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তালিকা:

ক্রম	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষরিত
১.	ইমতিয়াজ উদ্দিন জুলু	সদস্য, ডব্লিউ.ডি.এম.সি	০১৯৩৭-০৪৬৫২৭	
২.	নুহা আক্তার	শিশু দল	০১৮৩৫-৪৪৭১৩৯	
৩.	মদিনা আক্তার	ইয়থ	০১৯১০-৯৩১০০৩	
৪.	মোঃ শাহীন	ইয়থ	০১৭৯৮-৮৩৫৬৭০	
৫.	মোঃ রবিন	ইউ.সি.ভি	০১৯২০-০৭৭২৯৩	
৬.	তমা খন্দকার	ইউ.সি.ভি	০১৬৮১-৩২৮৫৮৬	
৭.	রুবিনা আক্তার	ইউ.সি.ভি	০১৯৩১-১০৬৯০০	
৮.	মাহমুদা আক্তার	ইয়থ	০১৯৪১-৪৪৫৪৮৬	
৯.	মিতু আক্তার	ইয়থ	০১৯৮২-৬৬৪৫১৯	
১০.	শহীদুল ইসলাম	সদস্য, ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	০১৭৭৫-৯৭৮৭৮২	
১১.	অজয় কুমার বিশ্বাস	সদস্য, ডব্লিউ.ডি.এম.সি	০১৮২৩-০১৪৮০১	
১২.	আব্দুল মালেক	সদস্য, ডব্লিউ.ডি.এম.সি	০১৯১২-৯৬৫৯৯৫	
১৩.	লাকি	ইউ.সি.ভি	০১৯১৬-৭৫০২১২	
১৪.	মোঃ সালাউদ্দিন	ইউ.সি.ভি	০১৬৮৭-০৬১৬৮৩	
১৫.	কাঞ্চন সেন	ইউ.সি.ভি	০১৯১৯-৪০৩৫০৭	

ক্রম	অংশগ্রহণকারীর নাম	পদবী ও ঠিকানা	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষরিত
১৬.	দিলীপ কুমার দে	ইউ.সি.ভি	০১৭৩২-৮২৩৫৮৪	
১৭.	রিপন	মিশ্রদলের সদস্য	০১৯৪৬-১২২৪১৭	
১৮.	আবুল কালাম	ইউ.সি.ভি	০১৯৪৩-০২৯০৮১	
১৯.	সাদ্দাম হোসেন	ইউ.সি.ভি	০১৭৪৩-৯৩৫০৮৪	
২০.	সানি	ইউ.সি.ভি	০১৬৮৯-৫৫০৪৭৬	

প্রশিক্ষণে সহায়কদের তালিকাঃ

ক্রম	সহায়কের নাম	পদবী ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১.	অসিত বরণ বিশ্বাস	কাউন্সিলর, ১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	
২.	মোঃ মামুনুর রশীদ	উপ-সহকারী পরিচালক, ফায়ার সাভিস ও সিভিল ডিফেন্স, নারায়ণগঞ্জ	
৩.	মোঃ ফজলুল হক	প্রকল্প সমন্বয়কারী, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি	
৪.	কাজী এনামুল কবির	সহঃ প্রকল্প সমন্বয়কারী, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি	
৫.	সাবরিনা নাজিয়া হক	মনিটরিং অফিসার, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি	
৬.	সানজিদা খানম	ফিল্ড অর্গানাইজার, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি	

সংযুক্তি-৬: ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর প্রতিবেদন

শিশু দলের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর প্রতিবেদন-১

স্থান ঃ জিমখানা, ওয়ার্ড নং- ১৫, নারায়ণগঞ্জ
তারিখ ঃ ১৯/০২/১৮
সময় ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট, বেলা ৩ ঘটিকায়
অংশগ্রহণকারী ঃ জিমখানার ৬ জন মেয়ে এবং চার জন ছেলে।
সহায়তাকারী ঃ মোঃ রবিন, মাহমুদা আক্তার, মিতু আক্তার, মোঃ শাহিন, রুবিনা আক্তার

বিষয়বস্তু ঃ এলাকার আপদ অনুযায়ী ঝুঁকির বিবরণ ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় নির্ধারণ।

উদ্দেশ্য ঃ এলাকার বিভিন্ন আপদ চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারকরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ, ঝুঁকির কারণ এবং ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।

আলোচনাঃ দলীয় আলোচনায় বিগত দশ বছরে দক্ষিণ র‍্যালী এলাকায় অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা, বজ্রপাত ইত্যাদি আপদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ২০০৮ সালের অগ্নিকান্ডে তিনশত ঘর পুড়ে যায় এবং কয়েকজন আহত হন। ঘর-বাড়ি পুড়ে যাওয়ার ফলে আর্থিক ক্ষতিসহ সম্পদ বিনষ্ট হয়। টানা বৃষ্টির কারণে জিমখানাতে সাময়িক জলাবদ্ধতা হয় ফলে বিদ্যালয়ে যাতায়তসহ বিভিন্ন রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। ভূমিকম্পের ফলে জিমখানার শিশুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে।

১৫ নং ওয়ার্ডের নতুন জিমখানা, র‍্যালী বাগান, রেলওয়ে কলোনী, নয়ামাটি, সিটি কলোনী, মিনাবাজার এলাকাগুলি অগ্নিকান্ডের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। জলাবদ্ধতার জন্য নতুন জিমখানা, বংশাল, র‍্যালী বাগান, এলাকাগুলো ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়। দলীয় আলোচনায় নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সবাই একমত পোষণ করেন।

- নতুন ড্রেন নির্মাণ
- অপ্রশস্ত রাস্তা ও গলি
- রান্নার অব্যবস্থাপনা
- ড্রেন সংস্কার
- অপরিষ্কার ড্রেন
- রাস্তা উঁচু করা
- জিমখানা এলাকায় ড্রেনের উপর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ
- স্বল্পমূল্যে ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা নেই

উপরোক্ত ঝুঁকি নিরসনে দলের মতামত

- জিমখানা কমিউনিটির পশ্চিম পার্শ্বে নতুন ড্রেন নির্মাণ
- জিমখানার ৭, ৮ ও ৯ নং গলির রাস্তা প্রসস্তকরণ
- রান্নার জন্য জিমখানা এলাকায় সম্মিলিত রান্নাঘর তৈরি
- জিমখানার স্বপনের গলির ড্রেন সংস্কার ও ড্রেনের উপর স্লাব নির্মাণ
- জিমখানায় নিয়মিত ড্রেন পরিস্কারের ব্যবস্থা করা।

- জিমখানার স্বপনের গলি এবং ৫ নং গলির রাস্তা উঁচুকরণ
- জিমখানার প্রধান রাস্তার পাশের ড্রেন এর উপর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ
- স্বল্পমূল্যে ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করা

অর্জন ঃ নগর দুর্যোগ সহরশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটির ঝুঁকি নিরূপণ ।

শিশু দলের উপস্থিতির তালিকা (এফজিডি):

ক্রম	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	লাবনী	সদস্য, শিশু দল	জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
২.	রিমা	সদস্য, শিশু দল	জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৩.	লামিয়া	সদস্য, শিশু দল	জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৪.	রিমন	সদস্য, শিশু দল	জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৫.	সাকিব	সদস্য, শিশু দল	জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৬.	রনিত	সদস্য, শিশু দল	জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৭.	অনিক	সদস্য, শিশু দল	জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৮.	সোনালী	সদস্য, শিশু দল	জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
৯.	সিনহা	সদস্য, শিশু দল	জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ
১০.	তানজিলা	সদস্য, শিশু দল	জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ

বিশেষ কমিউনিটি'র সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর প্রতিবেদন-২

স্থান ঃ সিটি কলোনী, ওয়ার্ড নং- ১৫, নারায়ণগঞ্জ
তারিখ ঃ ১৮/০২/১৮
সময় ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
অংশগ্রহণকারী ঃ হরিজন সম্প্রদায়ের বার জন নারী।
সহায়তাকারী ঃ আবুল কালাম, মোঃ সাদ্দাম, মোঃ সালাউদ্দীন, তমা খন্দকার, লাকী

বিষয়বস্তু ঃ এলাকার আপদ অনুযায়ী ঝুঁকির বিবরণ ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় নির্ধারণ।

উদ্দেশ্য ঃ এলাকার বিভিন্ন আপদ চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারকরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ, ঝুঁকির কারণ এবং ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।

আলোচনাঃ দলীয় আলোচনায় বিগত দশ বছরে সিটি কলোনী এলাকায় অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাত ইত্যাদি আপদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ২০১৫ সালের অগ্নিকান্ডে আর্থিক ক্ষতিসহ সম্পদ বিনষ্ট হয়। এছাড়াও ২০১২ সালের জলাবদ্ধতায় বিভিন্ন রোগ ব্যাধি দেখা যায়।

১৫ নং ওয়ার্ডের এস এম মালেহ রোড, র‍্যালী বাগান, নয়ামাটি, টানবাজার, এলাকাগুলি অগ্নিকান্ডের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্পের জন্য সমস্ত এলাকাটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রাপ্ত তথ্যে ভিত্তিতে জানা যায়। দলীয় আলোচনায় নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সবাই একমত পোষন করেন।

- নয়ামাটি এলাকায় ত্রুটি যুক্ত বিদ্যুৎ লাইন
- নয়ামাটি ও টান বাজার এলাকায় রিজার্ভ পানির ব্যবস্থা না থাকা
- নয়ামাটি এলাকায় ড্রেনের উপর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ
- ৩১ও ৩২ নং নয়ামাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারের সামনে টেলিফোনের খুঁটি
- অপ্রশস্ত রাস্তা ও গলি
- খোলা/ উন্মুক্ত স্থান না থাকা
- রান্নার অব্যবস্থাপনা
- আবাসিক এলাকায় ক্যামিকেল এর গোডাউন

উপরোক্ত ঝুঁকি নিরসনে দলের মতামত

- ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন সনাক্ত করে মেরামত ও পরিবর্তন
- টানবাজার নয়ামাটি এলাকায় রিজার্ভ পানির ব্যবস্থা করা।
- নয়ামাটি থেকে মিনার গামেন্টস পর্যন্ত ড্রেনের উপর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ।
- ৩১ও ৩২ নং নয়ামাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারের সামনে থাকা টেলিফোনের খুটি অপসারণ
- নয়ামাটি থেকে মিনার গামেন্টস পর্যন্ত গলি ও রাস্তা প্রশস্তকরণ।
- টানবাজার ও থানা পুকুর পাড় এলাকায় খোলা/ উন্মুক্ত স্থান এর ব্যবস্থা করা।
- রান্নার জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা করা।
- টানবাজার আবাসিক এলাকায় ক্যামিকেল এর গোডাউন উচ্ছেদ করা/ অন্যত্র সরিয়ে ফেলা।

অর্জন ঃ নগর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কমিউনিটির ঝুঁকি নিরূপণ কাজে অংশগ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।

বিশেষ কমিউনিটি দলের উপস্থিতির তালিকা (এফজিডি) :

ক্রম	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	সনু রাণী দাস	সদস্য, মহিলা দল	সিটি কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
২.	বৃষ্টি রাণী	সদস্য, মহিলা দল	সিটি কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৩.	অরুণা রাণী	সদস্য, মহিলা দল	সিটি কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৪.	রূপা রাণী	সদস্য, মহিলা দল	সিটি কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৫.	রূপা রাণী	সদস্য, মহিলা দল	সিটি কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৬.	রাধা রাণী	সদস্য, মহিলা দল	সিটি কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৭.	রোহিত দাস	সদস্য, মহিলা দল	সিটি কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৮.	রজত দাস	সদস্য, মহিলা দল	সিটি কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৯.	মনিকা রাণী	সদস্য, মহিলা দল	সিটি কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
১০.	রেখা রাণী	সদস্য, মহিলা দল	সিটি কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
১১.	সারদা রাণী	সদস্য, মহিলা দল	সিটি কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
১২.	লক্ষ্মী রাণী	সদস্য, মহিলা দল	সিটি কলোনী, নারায়ণগঞ্জ

বয়স্ক দলের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর প্রতিবেদন-৩

স্থান ঃ দক্ষিণ র‍্যালী বাগান, ওয়ার্ড নং- ১৫, নারায়ণগঞ্জ
তারিখ ঃ ১৯/০২/১৮
সময় ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট, বেলা ৩ ঘটিকায়
অংশগ্রহণকারী ঃ দক্ষিণ র‍্যালী বাগানের ৫ জন নারী এবং ছয় জন পুরুষ।
সহায়তাকারী ঃ কাঞ্চন দাস, ইমতিয়াজ উদ্দীন জুলু, মদিনা,নুহা,সানী খান।

বিষয়বস্তু ঃ এলাকার আপদ অনুযায়ী ঝুঁকির বিবরণ ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় নির্ধারণ।

উদ্দেশ্য ঃ এলাকার বিভিন্ন আপদ চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারকরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ, ঝুঁকির কারণ এবং ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।

আলোচনাঃ দলীয় আলোচনায় বিগত দশ বছরে দক্ষিণ র‍্যালী এলাকায় অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি আপদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ২০০৯ সালের অগ্নিকান্ডে একই পরিবারের তিনজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হন। বেশ কিছু ঘর বাড়ি পুড়ে যায় ফলে আর্থিক ক্ষতিসহ সম্পদ বিনষ্ট হয়।

১৫ নং ওয়ার্ডের নিমতলা, র‍্যালী বাগান, টানবাজার, মিনাবাজার, এলাকাগুলি অগ্নিকান্ডের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্পের জন্য নিমতলা, বংশাল, টানবাজার, নয়ামাটি এলাকাগুলো ঝুঁকিপূর্ণ। জলাবদ্ধতার জন্য নিমতলা, বংশাল এলাকাগুলো ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়। দলীয় আলোচনায় নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সবাই একমত পোষণ করেন।

- দক্ষিণ এলাকায় ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন ও মিটার
- ১১ ও ১২ নং বংশাল বালব-বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতি বৃষ্টিতে শ্রেণিকক্ষে ড্রেনের পানি চুইয়ে শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে।
- অপ্রশস্ত রাস্তা ও গলি
- রান্নার অব্যবস্থাপনা
- ড্রেন সংস্কার
- অপরিষ্কার ড্রেন

উপরোক্ত ঝুঁকি নিরসনে দলের মতামত

- ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন সনাক্ত করে মেরামত ও পরিবর্তন এবং বৈদ্যুতিক মিটার স্থানান্তর
- ১১ ও ১২ নং বংশাল বালব-বালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশের ড্রেন সংস্কার
- দক্ষিণ র‍্যালী বাগান গেট থেকে টানবাজার মসজিদ পর্যন্ত গলি ও রাস্তা প্রশস্তকরণ
- রান্নার জন্য র‍্যালী বাগান এলাকায় উন্নত রান্নাঘর তৈরি
- ছোট ভগবানগঞ্জ হয়ে বংশাল প্রাইমারি হয়ে বৈলখাল পর্যন্ত ড্রেন সংস্কার।
- র‍্যালী বাগানের তক্কা লাইনের পেছনের ড্রেন সংস্কার
- নিয়মিত ড্রেন পরিস্কারের ব্যবস্থা করা।

অর্জন ঃ নগর দুর্যোগ সহরশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিউনিটির ঝুঁকি নিরূপণ

বয়স্ক দলের উপস্থিতির তালিকা (এফজিডি):

ক্রম	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	শিল্পী রাণী	গৃহিনী	র‍্যালী বাগান, নারায়ণগঞ্জ
২.	মমেলা বেগম	গৃহিনী	র‍্যালী বাগান, নারায়ণগঞ্জ
৩.	মিতু রাণী	গৃহিনী	র‍্যালী বাগান, নারায়ণগঞ্জ
৪.	অঞ্জলী বেগম	গৃহিনী	র‍্যালী বাগান, নারায়ণগঞ্জ
৫.	গৌতম সূত্রধর	ব্যবসায়ী	র‍্যালী বাগান, নারায়ণগঞ্জ
৬.	সজল দাস	ব্যবসায়ী	র‍্যালী বাগান, নারায়ণগঞ্জ
৭.	মেরাজী বেগম	গৃহিনী	র‍্যালী বাগান, নারায়ণগঞ্জ
৮.	অনীল দাস	ব্যবসায়ী	র‍্যালী বাগান, নারায়ণগঞ্জ
৯.	হামিদ হোসেন	ব্যবসায়ী	র‍্যালী বাগান, নারায়ণগঞ্জ
১০.	মালেক হোসেন	ব্যবসায়ী	র‍্যালী বাগান, নারায়ণগঞ্জ
১১.	মোঃ আক্তার	ব্যবসায়ী	র‍্যালী বাগান, নারায়ণগঞ্জ

নারী দলের সাথে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি)-এর প্রতিবেদন-৪

স্থান ঃ রেলওয়ে কলোনী, ওয়ার্ড নং- ১৫, নারায়ণগঞ্জ
তারিখ ঃ ১৯/০২/১৮
সময় ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
অংশগ্রহণকারী ঃ রেলওয়ে কলোনীর ১২ জন নারী
সহায়তাকারী ঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম, অজয় কুমার বিশ্বাস,আঃ মালেক, রিপন, দিলিপ কুমার দে

বিষয়বস্তু ঃ এলাকার আপদ অনুযায়ী ঝুঁকির বিবরণ ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় নির্ধারণ।

উদ্দেশ্য ঃ এলাকার বিভিন্ন আপদ চিহ্নিত করণ ও অগ্রাধিকারকরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ, ঝুঁকির কারণ এবং ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।

আলোচনাঃ দলীয় আলোচনায় বিগত দশ বছরে রেলওয়ে কলোনী এলাকায় আলোচনা অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা, ভবনধস, ইত্যাদি আপদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ২০০০ সালে ২ বার অগ্নিকান্ড ঘটে। ফলে অগ্নিকান্ডে আর্থিক ক্ষতিসহ সম্পদ বিনষ্ট হয়। এছাড়াও ২০০৪ সালে বিদ্যালয়ে সাময়িক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ও বিভিন্ন রোগ ব্যাধি দেখা যায়।

১৫ নং ওয়ার্ডের রেলওয়ে কলোনী. র‍্যালী বাগান, নয়ামাটি, টানবাজার, এলাকাগুলি অগ্নিকান্ডের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্পের জন্য সমস্ত এলাকাটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়। দলীয় আলোচনায় নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহ সম্পর্কে সবাই একমত পোষণ করেন।

- ত্রুটিপূর্ণ বিদ্যুৎ লাইন
- ড্রেনের উপর স্লাব নেই
- রাস্তা পারাপারের ঝুঁকি
- উন্মুক্ত স্থান না থাকা
- রান্নার অব্যবস্থাপনা

উপরোক্ত ঝুঁকি নিরসনে দলের মতামত

- ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন সনাক্ত করে মেরামত ও পরিবর্তন
- চারার গোপ ও ফলপট্টি ড্রেনের উপর স্লাব নির্মাণ করা
- ২ নং রেল এলাকায় ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ
- রেলওয়ে কলোনী এলাকায় খোলা/ উন্মুক্ত স্থান এর ব্যবস্থা করা
- রান্নার জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা করা

অর্জন ঃ নগর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কমিউনিটির ঝুঁকি নিরূপণ কাজে অংশগ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।

নারী দলের উপস্থিতির তালিকা (এফজিডি):

ক্রম	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	মাসুদা	গৃহিনী	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
২.	ঝুনু	গৃহিনী	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৩.	রোজি	গৃহিনী	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৪.	কল্পনা	গৃহিনী	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৫.	আঁখি	গৃহিনী	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৬.	সাথী	গৃহিনী	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৭.	ফিরোজ	গৃহিনী	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৮.	মিনু	গৃহিনী	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
৯.	রওশন আরা	গৃহিনী	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
১০.	রুমা-১	গৃহিনী	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
১১.	রুমা-২	গৃহিনী	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ
১২.	সুমাইয়া	গৃহিনী	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ

সংযুক্তি-৭: কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই)-এর প্রতিবেদন:

তারিখঃ ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ এবং ০৫ মার্চ, ২০১৮
সময়ঃ প্রত্যেক জনের সহিত প্রায় ১ ঘন্টা

সহায়তাকারীঃ কাজী এনামুল কবীর, আবুল কালাম, সানজিদা খানম, কাঞ্চন সেন, দিলীপ কুমার দে, মাহমুদা আক্তার

বিষয়বস্তুঃ এলাকার আপদ অনুযায়ী ঝুঁকির বিবরণ ও ঝুঁকি হ্রাসে করণীয় নির্ধারণ।

উদ্দেশ্যঃ এলাকার বিভিন্ন আপদ চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকারকরণের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা সনাক্তকরণ, ঝুঁকির কারণ এবং ঝুঁকি নিরসনের মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।

আলোচনাঃ কেআইআই এর প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সকলের আলোচনায় বিগত দশ বছরে ওয়ার্ড এলাকায় অগ্নিকান্ড, ভূমিকম্প, জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাত, বন্যা ইত্যাদি আপদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। ১৫ নং ওয়ার্ড এর বেশীরভাগ স্থান ঘনবসতি ও ব্যবসার এলাকা হওয়ায় ১০ বৎসরে অন্তত ৩০ টি ছোট বড় অগ্নি দূর্ঘটনা ঘটে। ২০০৪, ২০০৮, ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৮ সালে জিমখানার অগ্নিকান্ডে অনেক ঘরবাড়ি পুড়ে যায় এবং সম্পদ বিনষ্ট হয়। ২০০৯ সালে দক্ষিণ র‍্যালী বাগান এলাকায় ৪৪ টি ঘর পুড়ে যায়। রেলওয়ে কলোনীতে ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৬ সালের অগ্নিকান্ডে বেশকিছু দোকান ও ঘর পুড়ে যায়। ২০১৬ সালে টোকিও প্লাজায় অগ্নিকান্ড ঘটে। ২০১৫, ২০১৬ সালে জিমখানার অগ্নিকান্ডে ৭ টি ঘর পুড়ে যায়। টানবাজার এলাকায় ২০১৭ সালের অগ্নিকান্ডে ১ জন মারা যায় এবং আর্থিক ক্ষতিসহ সম্পদ বিনষ্ট হয়। এছাড়াও ২০০৪ ও ২০১২ সালের বন্যায় জিমখানা এবং ২০০০, ২০০৪ সালের বন্যায় বংশাল বিদ্যালয় আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়। সাময়িক জলাবদ্ধতার কারণে অত্র এলাকায় বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা যায়।

১৫ নং ওয়ার্ডের এস এম মালেহ রোড, র‍্যালী বাগান, নয়ামাটি, টানবাজার, জিমখানা, রেলওয়ে কলোনী, শায়েস্তা খান রোড ইত্যাদি এলাকাগুলি অগ্নিকান্ডের জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ভূমিকম্পের জন্য সমস্ত এলাকাটি ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়। জলাবদ্ধতার জন্য জিমখানা, র‍্যালী বাগান, সুতারপাড়া, বিদাস রোড ও রেলওয়ে কলোনী ঝুঁকিপূর্ণ। বজ্রপাত এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ওয়ার্ডের সকল স্থান। বন্যার জন্য সুতারপাড়া, বংশাল ও র‍্যালী বাগান এলাকাগুলো ঝুঁকিপূর্ণ। কেআইআই'তে অংগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে ওয়ার্ড এর নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহ তুলে ধরা হল:

- ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন ও মিটার
- নয়ামাটি ও টান বাজার এলাকায় রির্জাভ পানির ব্যবস্থা না থাকা
- ড্রেনের উপর অবৈধ স্থাপনা
- ৩১ ও ৩২ নং নয়ামাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারের সামনে টেলিফোনের খুঁটি
- অপ্রশস্ত রাস্তা ও গলি
- খোলা/ উন্মুক্ত স্থান না থাকা
- রান্নার অব্যবস্থাপনা
- আবাসিক এলাকায় ক্যামিকেল এর গোডাউন
- খোলা ড্রেন
- রাস্তা পারাপারের ঝুঁকি
- পর্যাপ্ত বৃক্ষের অভাব

উপরোক্ত ঝুঁকি নিরসনে কেআইআইতে অংগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের মতামত:

- নয়ামাটি ও র‍্যালী বাগান এলাকায় ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন সনাক্ত করে মেরামত ও পরিবর্তন
- টানবাজার নয়ামাটি এলাকায় রিজার্ভ পানির ব্যবস্থা করা

- নয়ামাটি থেকে মিনার গামেন্টস পর্যন্ত ড্রেন এবং জিমখানার প্রধান রাস্তার পাশের ড্রেন এর উপর অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ
- ৩১ ও ৩২ নং নয়ামাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারের সামনে থাকা টেলিফোনের খুটি অপসারণ
- নয়ামাটি থেকে মিনার গামেন্টস পর্যন্ত গলি ও রাস্তা, দক্ষিণ র‍্যালী বাগান গেট থেকে টানবাজার মসজিদ, জিমখানার ৭, ৮ ও ৯ নং গলিও রাস্তা প্রসস্তকরণ
- টানবাজার ও থানা পুকুরপাড় এলাকায় খোলা/ উন্মুক্ত স্থান এর ব্যবস্থা করা
- রান্নার জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা করার জন্য জিমখানা র‍্যালী বাগান এলাকায় সমন্বিত রান্না ঘর তৈরি
- টানবাজার আবাসিক এলাকায় ক্যামিকেল এর গোডাউন উচ্ছেদ করা/ অন্যত্র সরিয়ে নেয়া
- র‍্যালী বাগানের তক্কা লাইনের পেছনের ড্রেন, জিমখানার স্বপনের গলির ড্রেন, ও ড্রেনের উপর চারার গোপ ও ফলপট্টি ড্রেনের উপর স্লাব নির্মাণ করা
- ২ নং রেল এলাকায় ফুট ওভার ব্রীজ নির্মাণ
- পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ

অর্জন ঃ নগর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে কমিউনিটির ঝুঁকি নিরূপণ কাজে অংশগ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।

যাদের সাথে কেআইআই করা হয়েছেঃ

ক্রম	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	অসিত বরণ বিশ্বাস	কাউন্সিলর	১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
২.	মোঃ আবুল কালাম	ওয়ার্ড সচিব	১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
৩.	অপর্না মুৎসুদ্দি	ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক	১২ নং বংশাল বালিকা সরকারি বিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ
৪.	মোঃ মইনুল ইসলাম	নগর পরিকল্পনাবিদ	নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
৫.	নুহা আক্তার	শিশু দলের সদস্য	দক্ষিণ র‍্যালি বাগান, নারায়ণগঞ্জ
৬.	মোঃ শামসুদ্দিন বাবু	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি	দক্ষিণ র‍্যালি বাগান, নারায়ণগঞ্জ
৭.	মঞ্জু রাণী সেন	বয়স্ক নারী	দক্ষিণ র‍্যালি বাগান, নারায়ণগঞ্জ
৮.	শহিদুল ইসলাম শহিদ	বয়স্ক পুরুষ	রেলওয়ে কলোনী , নারায়ণগঞ্জ
৯.	নাজনিন আক্তার	ইয়ুথ	জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ

সংযুক্তি-৮: পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ

জরিপের তারিখ: ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

ক্রমিক	বাড়ি/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বিপদাপন্নতার বিষয়সমূহ	প্রধানের নাম
১.	৩৬ নং এস.এম. মালেহ রোড	বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ	সাত্তার ভুঞা গং
২.	২১ নং এস.এম. মালেহ রোড	বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ	সাত্তার ভুঞা গং
৩.	৬ নং এস.এম. মালেহ রোড	বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ	আব্দুল লতিফ
৪.	৩ নং এস.এম. মালেহ রোড	বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ	সাইদুল রহমান মোল্লা
৫.	২ নং এস.এম. মালেহ রোড	বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ	সাধনা ঔষধালয়
৬.	১২ নং এম.এম. রায় রোড	বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ	হযরত আলী মুনশী
৭.	১৫ নং এম.এম. রায় রোড	বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ	তপন কুমার সাহা
৮.	৩১ নং মহিম গাঙ্গুলী রোড	বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ	ইদু মিয়া ট্রান্সপোর্ট
৯.	৫ নং এস.এম. মালেহ রোড	বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ	ডা. সানাওল
১০.	৩৬ নং নয়ামাটি	বাড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ	মাওলা বিল্ডিং
১১.	৪৬ নয়ামাটি	অগ্নিকান্ড	কামনা টেক্সটাইল
১২.	টোকিও প্লাজা	অগ্নিকান্ড	ফজর আলী
১৩.	৬৪/২ বি.বি. রোড	অগ্নিকান্ড	খোকন সাহেবের বিল্ডিং
১৪.	৪৭ নয়ামাটি	অগ্নিকান্ড	
১৫.	মন্ডলপাড়া পুল	পুলে ফাটল	মৃত খবির উদ্দিন
১৬.	৬১নং বি.বি. রোড	ওয়াসার পানিতে ময়লা	মৃত হেলাল উদ্দিন
১৭.	সুতার পাড়া আওলাদ সাহেবের বাড়ীর সামনে	বিপদজনক ট্রান্সমিটার	মৃত আওলাদ
১৮.	৫৭নং বংশাল রোড	৮ বৎসর যাবত জলাবদ্ধতা	বিপ্লব কুমার সাহা
১৯.	বংশাল সঃ প্রাঃ বিদ্যালয়	নোংরা বিপদজনক পরিবেশ	
২০.	৫১ নং বংশাল রোড	জলাবদ্ধতা ও ওয়াশার জলে ময়লা	শান্তনু চক্রবর্তী
২১.	মালেক সাহেবের বাড়ী বংশাল	ঝুঁকিপূর্ণ ভবন	খালেক সাহেব
২২.	৪৫নং বংশাল রোড দয়াময় ভবনের সামনে	২৬৫ নং বিদ্যুৎ এর খুটি ঝুঁকিপূর্ণ	বিদ্যুৎ বিভাগ ডেসা
২৩.	৫৯ নং বংশাল রোড	জলাবদ্ধতা	গৌতম সূত্রধর ও সত্যনারায়ণ সূত্রধর
২৪.	বংশাল রোড	ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং	লায়েক সিদ্দিকী
২৫.	১২নং বংশাল রোড	বর্জ্য অব্যবস্থাপনা	ওবায়েদ উল্লা
২৬.	শীতলা মায়ের আশ্রম	ড্রেনের অবস্থা খারাপ	
২৭.	১৮নং আর.কে মিত্র রোড	ড্রেনের অবস্থা খারাপ	ইসলাম মার্কেট
২৮.	মিনা বাজার স্বর্ণ মার্কেট	বিপদজনক বিল্ডিং	নূরুল হক
২৯.	গোপীনাথ মন্দির বাড়ী	ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং	
৩০.	মহিম গাঙ্গুলী রোড	ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং	আলী রেস্তোরা
৩১.	মহিম গাঙ্গুলী রোড	ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং	তাসলিমা ও ইদু
৩২.	৩নং এম.এম. রায় রোড	ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং	সাইদুল মোল্লা
৩৩.	এস.এম. মালেহ রোড	ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং	খাজা মনজিল
৩৪.	দক্ষিণ র‍্যালী বাগান	টয়লেটের দুরবস্থা	দক্ষিন র‍্যালী বাগান

ক্রমিক	বাড়ি/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বিপদাপন্নতার বিষয়সমূহ	প্রধানের নাম
৩৫.	টানবাজার	ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং	মন্নাফ সরদার
৩৬.	মন্ডলপাড়া সিটি হাউজ	ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং	জুলু ভাই
৩৭.	৩য় গলি, জিমখানা	জলাবদ্ধতা, স্বপন ভাইয়ের মেইন গলি ভাঙা ড্রেন, নীচু ও সরু রাস্তা	
৩৮.	৩য় গলি, জিমখানা	জলাবদ্ধতা, স্বপন ভাইয়ের ঘরের পিছনের গলি নীচু	
৩৯.	৩য় গলি, জিমখানা	জলাবদ্ধতা, সুজাতা রাণীর ঘর থেকে সালমানের ঘর পর্যন্ত নীচু	
৪০.	৩য় গলি, জিমখানা	জলাবদ্ধতা, কুলসুমের দোকান থেকে জাহাঙ্গীর এর মার ঘর পর্যন্ত ভাঙা ও নীচু	
৪১.	৪র্থ গলি, জিমখানা	জলাবদ্ধতা, বাচ্চু মিয়ার মেইন গলি ড্রেন নীচু	
৪২.	৪র্থ গলি, জিমখানা	জলাবদ্ধতা, ময়না আপার ঘর থেকে আনু মিয়ার ঘর পর্যন্ত রাস্তা নীচু	
৪৩.	৪র্থ গলি, জিমখানা	জলাবদ্ধতা, অপু মিয়ার দোকান থেকে বৈদ্যুতিক খুটি পর্যন্ত তিন রাস্তার মোড় পর্যন্ত রাস্তা ভাঙ্গা	
৪৪.	৪র্থ গলি, জিমখানা	জলাবদ্ধতা, বাজারের পিছনের গলি থেকে রহিম মিয়ার বাড়ীর পাশের মাঠ পানি জমা থাকে	
৪৫.	৪র্থ গলি, জিমখানা	জলাবদ্ধতা, ১ম থেকে শেষ গলি পর্যন্ত ড্রেনের উপর দোকান	

সংযুক্তি-৯: ওয়ার্ড পর্যায়ে বৈধকরণ কর্মশালার প্রতিবেদন

বৈধকরণ কর্মশালা আয়োজনের তারিখ: ১২-০৪-২০১৮ ইং
বৈধকরণ কর্মশালার বিস্তারিত প্রতিবেদন: বৈধকরণ কর্মশালা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

নারায়ণগঞ্জ নগরীকে একটি দুর্যোগ সহনশীল নগরী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ওয়ার্ডের প্রতিটি আপদ চিহ্নিত করে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করে উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। মাননীয় মেয়র মহোদয়ের চিঠির আলোকে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে এই কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা করছে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) ও সেভ দ্য চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল।

এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ১৪/১২/২০১৭ তারিখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের সহায়তায় ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও নগর ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ১৮-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তিন (৩) দিনব্যাপী ওয়ার্ডে ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য ও কর্ম-পরিকল্পনা বৈধকরণ সভা ১২ এপ্রিল, ২০১৮ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত কর্ম-পরিকল্পনা বৈধকরণ সভা ১৫ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব অসিত বরণ বিশ্বাস, কাউন্সিলর, ১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।

ঝুঁকি হ্রাস বিষয়ক কর্ম-পরিকল্পনা বৈধকরণ সভায় মাঠ-পর্যায় হতে প্রাপ্ত সকল তথ্য ও প্রক্রিয়া বিস্তারিত উপস্থাপন করেন ওয়ার্ড সচিব জনাব মোঃ আবুল কালাম। পরে এ বিষয়ে উপস্থিত সকল অংশগ্রহণকারী মতামত প্রদান করেন এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে ঝুঁকি হ্রাস কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। এছাড়া, উপস্থিত সদস্যদের সচেতনতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

সবশেষে সভার সভাপতি অসিত বরণ বিশ্বাস, কাউন্সিলর, ১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন ওয়ার্ডবাসীর সহযোগিতা চেয়ে নিজের সর্বোচ্চ প্রচেষ্ঠায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আশ্বাস দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বৈধকরণ সভায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকাঃ

ক্রম	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১.	মোঃ মারফত	এলাকাবাসী	০১৯১৩৯৯১৪৩৫
২.	মোঃ আকবর	এলাকাবাসী	০১৯২৪৭৪০০৭১
৩.	মোঃ মুরাদ	এলাকাবাসী	০১৬৮৯০০৩৫২৯
৪.	মোঃ মালেক	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	০১৯১২৯৬৫৯১৫
৫.	মোবারক হোসেন	এপিও	০১৭১২৯৫৬৭৫১
৬.	মিলন	এলাকাবাসী	০১৬৭৪০৪৬৫৩৫
৭.	রুবিনা আক্তার	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯০৭৬২৮৭৪১
৮.	মীম আক্তার	এলাকাবাসী	০১৯২০০৩০৭০২
৯.	মোঃ হাবিবুর রহমান	ওয়াইসিই	০১৯২৬৯৬৬৪৭২
১০.	মোঃ ওয়ালিউল্লাহ	শিক্ষক	০১৯১৯৯৭৭০০৭
১১.	মোঃ ইমন মিয়া	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১৮৬৩৫৩১০
১২.	সনিত দাস	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৬৯১৯১৮৬৮
১৩.	সামছুল	এলাকাবাসী	০১৬৭৪৭৫৯৯০৮
১৪.	জিতু সাহা	ছাত্র	০১৬২৬৬৯৩৮৪৮
১৫.	সাহাদাত	এলাকাবাসী	০১৫৩১৯৯৮৭৭১
১৬.	মোঃ শহিদুল ইসলাম	পঞ্চায়েত সদস্য	০১৭৭৫৯৭৮৭৮২
১৭.	মোমেনা		
১৮.	মোঃ সুমন আলী	ক্লিনিক ম্যানেজার, মেরী স্টোপস	০১৭৩৩৯৫৫০০৭
১৯.	আল আমিন	এলাকাবাসী	
২০.	মোঃ সালাহ উদ্দিন	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬৩৭০৬১৬৮৩
২১.	মোঃ রবিন	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯২০০৭৭২৯৩
২২.	বৃষ্টি আক্তার	ইয়ুথ গ্রুপের সদস্য	০১৮৫০৯০৩২৫৫
২৩.	মঞ্জু সেন	মিশ্র দলের সদস্য	
২৪.	মোঃ সাকিব	শিশু	০১৬৪০৪৮২৭০০
২৫.	হামিদুর রহমান	মুক্তিযোদ্ধা	০১৮৩৪৫১৯৪৩৬
২৬.	নাইম আব্দুল্লাহ জিয়া	মনিটরিং অফিসার, ব্র্যাক	০১৭১৭০৪৯৫৬৫
২৭.	আফসানা আক্তার	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৬০৩০৯৫৪৭
২৮.	নজরুল ইসলাম	এলাকাবাসী	০১৯১৪৯৩৯২১২
২৯.	মোঃ বিল্লাল হোসেন	পঞ্চায়েত সদস্য	০১৭৯৮৮৯২০৪৪
৩০.	সিফাত আরা খানম	আইটি শিক্ষক, বংশাল বয়েজ স্কুল	০১৭১৮৭০৬৭৭৮
৩১.	ইমতিয়াজ উদ্দিন	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	০১৯৩৭০৪৬৫২৭
৩২.	পন্ডিত রাম	অধ্যক্ষ	০১৯১৩৪৯৮৪৩৭
৩৩.	মাহমুদা আক্তার	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৯৪১৪৪৫৪৮৮
৩৪.	তমা	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬৩১৪৪২৬৯৭
৩৫.	ডাঃ জি,এম, জাব্বার চিশতী	নির্বাহী পরিচালক, কল্যাণী সেবা সংস্থা	০১৭৬০৯৫৬২১
৩৬.	মোঃ সাদ্দাম	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৭৪৩৯৩৫০৮৪
৩৭.	শারমিন	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৬২৯২০৫১৬৫
৩৮.	আমিনা আক্তার	প্রধান শিক্ষক	০১৯২৩৯৯৮৪০৫
৩৯.	অসিত বরণ বিশ্বাস	কাউন্সিলর, ওয়ার্ড-১৫	০১৮১৮৪৫৮৭৮৯
৪০.	মোঃ আবুল কালাম	ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য	০১৯৪৩০২৯০৮১
৪১.	আছিয়া বেগম	মিশ্র দলের সদস্য	

ক্রম	নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
৪২.	জয়নাল আবেদীন	এস,আই	০১৭১৭২৪৬৩২৮
৪৩.	শারমিন হাবিব বিন্নী	সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর	০১৭১০৩১৩৬০৬
৪৪.	মোঃ এশকার	এলাকাবাসী	০১৭১২৪৫৮৪৩৬
৪৫.	মোঃ মামুনুর রশিদ	ডিএডি, এফএসসিডি	০১৭১৫১৩৯১৫৮
৪৬.	দিলীপ কুমার দে	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	০১৭৩২৮২৩৫৮৪
৪৭.	প্রতাব কৃষ্ণ রায়	ফটো সাংবাদিক	০১৫৫২৩৮৭৪৮৩
৪৮.	মোঃ তামিম	স্টাফ, সিপিডি	০১৯৪৩৪১৯০৪৭
৪৯.	মোঃ সাকিল হোসেন	স্টাফ, সিপিডি	০১৭৩১৯৯৬৫৯৯
৫০.	সানজিদা খানম	স্টাফ, সিপিডি	০১৯৩৯০৩৩৭১৬

সংযুক্তি-১০: ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

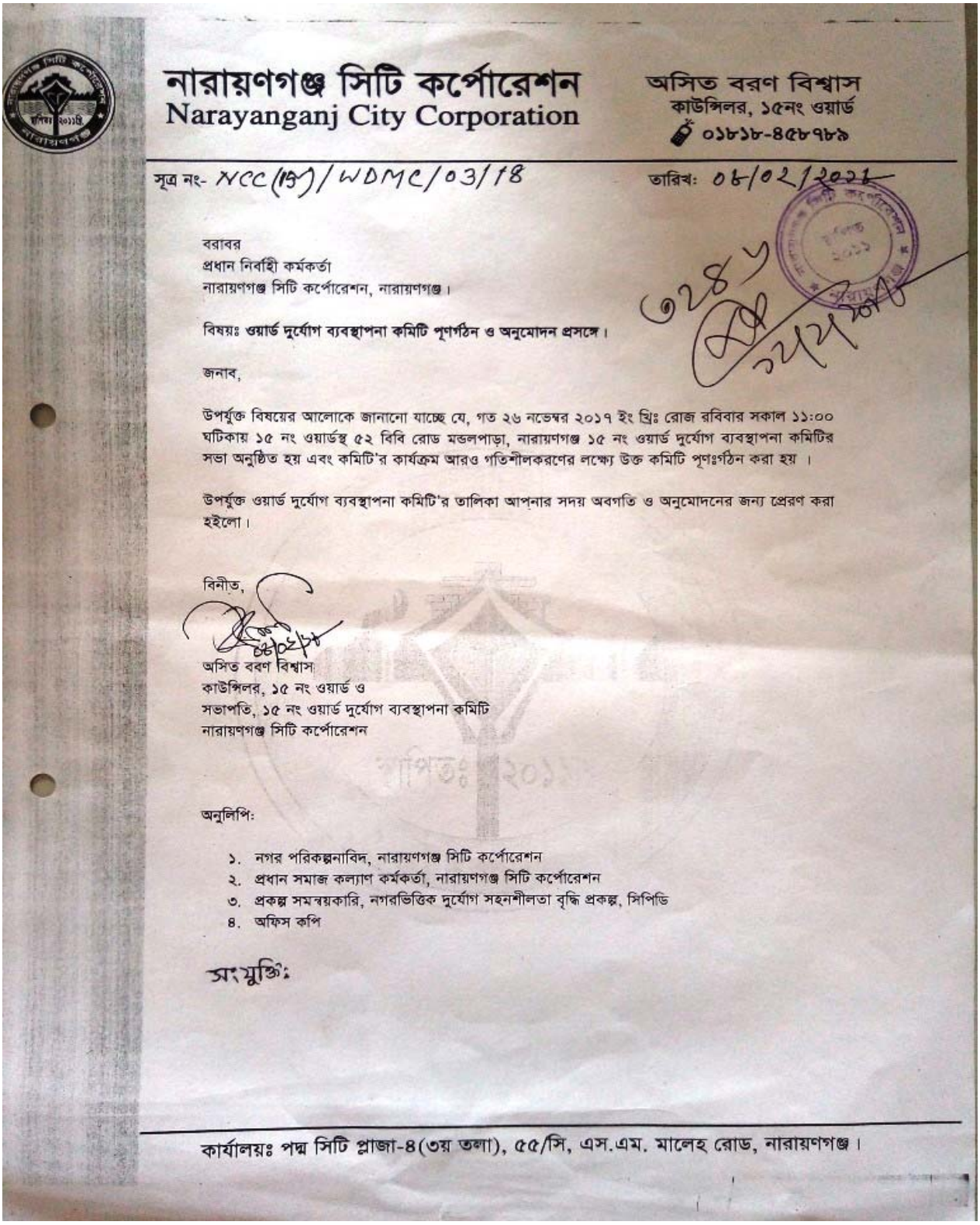

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
Narayanganj City Corporation

অসিত বরণ বিশ্বাস
কাউন্সিলর, ১৫নং ওয়ার্ড
০১৮১৮-৪৫৮৭৮৯

সূত্র নং- NCC(15)/WDMC/03/18 তারিখ: ০৮/০২/২০২১

বরাবর
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ।

বিষয়ঃ **ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি পূণর্গঠন ও অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৬ নভেম্বর ২০১৭ ইং খ্রিঃ রোজ রবিবার সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ১৫ নং ওয়ার্ডস্থ ৫২ বিবি রোড মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ ১৫ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কমিটি'র কার্যক্রম আরও গতিশীলকরণের লক্ষ্যে উক্ত কমিটি পূণঃর্গঠন করা হয় ।

উপর্যুক্ত ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র তালিকা আপনার সদয় অবগতি ও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইলো।

বিনীত,

অসিত বরণ বিশ্বাস
কাউন্সিলর, ১৫ নং ওয়ার্ড ও
সভাপতি, ১৫ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন

অনুলিপিঃ

১. নগর পরিকল্পনাবিদ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
২. প্রধান সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
৩. প্রকল্প সমন্বয়কারি, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি
৪. অফিস কপি

সংযুক্তিঃ

কার্যালয়ঃ পদ্ম সিটি প্লাজা-৪(৩য় তলা), ৫৫/সি, এস.এম. মালেহ রোড, নারায়ণগঞ্জ।

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
Narayanganj City Corporation

অসিত বরণ বিশ্বাস
কাউন্সিলর, ১৫নং ওয়ার্ড
০১৮১৮-৪৫৮৭৮৯

সূত্র নং-

তারিখ:

ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, নারায়ণগঞ্জ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	বিভাগ/সংস্থার নাম	কমিটিতে পদবী	মোবাইল নং
১.	অসিত বরণ বিশ্বাস	কাউন্সিলর, ১৫ নং ওয়ার্ড	১৫ নং ওয়ার্ড, নাসিক	সভাপতি	০১৭১২২০৭৬৯৬
২.	শার্মিন হাবিব বিন্নি	কাউন্সিলর (সংরক্ষিত)	১৩, ১৪ ও ১৫ নং ওয়ার্ড, নাসিক	সহ-সভাপতি	০১৮১৮২৭৯৭১৩
৩.	প্রকৌঃ চৌধুরী নজমুল আলম	প্রধান প্রকৌশলী	ড্রেজার পরিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৯১৪৯৪২০২২
৪.	ডাঃ মোঃ এহসানুল হক	সিভিল সার্জন	জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতাল	সদস্য	০১৭৪৫৩৯৪১১৫
৫.	মোঃ মামুনুর রশীদ	উপ-সহকারী পরিচালক	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স	সদস্য	০১৭১৫৪২১৬৪৮
৬.	মোঃ শরিফুল ইসলাম	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	জেলা শিক্ষা অফিস, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৬৭৫৩৮৯১১৯
৭.	এস এম হাসান শাহরিয়ার	প্রকৌশলী	তিতাস, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৭১৫৪২১৬৪৮
৮.	মোহাম্মদ রেজাউদ্দীন	সমাজ সেবা অফিসার	সমাজসেবা অফিস, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৯৩৭৯৪৯৫৩৭
৯.	মোঃ মিজানুর রহমান	সার্কেল এডজুটেন্ট	আনসার ও ভিডিপি, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৭১৪৪৯৭৯০৪
১০.	ফাজিলা খাতুন	এস এ ই	ঢাকা ওয়াসা, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৭১৮৩০১৮২৫
১১.	রাইসুল রুজদী	কর্মকর্তা, সুজন	প্রতিনিধি সুজন, না,গঞ্জ মহানগর	সদস্য	০১৭২৪৮৭১৯৬৩
১২.	মোঃ হাবিবুর রহমান	সিনিয়র যুব সদস্য	বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি	সদস্য	০১৭১৫০৪৮৮১২
১৩.	স্বপন দেবনাথ	জেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক	সিভিল সার্জন অফিস, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৯২৬৯৬৬৪৭২
১৪.	অজয় বিশ্বাস	ব্যবসা	সিভিল সোসাইটি	সদস্য	০১৮২৩০১৪৮০১
১৫.	মোঃ তারিফ বাবু	সাধারন সম্পাদক	বাপা, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৭১৫০১৭৬৭১
১৬.	মোঃ শফিকুল ইসলাম	সাব-ইন্সপেক্টর	নারায়ণগঞ্জ মডেল থানা	সদস্য	০১৭১১৭১৬৬৫৪
১৭.	প্রণব রায়	ফটো সাংবাদিক	সাংবাদিক প্রতিনিধি, প্রেসক্লাব	সদস্য	০১৭২০২৯৪৬৭০
১৮.	সুব্রত কুমার সাহা	সহঃ সভাপতি	রোটারী ক্লাব, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৭২৭৩৩৭৬৯১
১৯.	ধীমান সাহা জুয়েল	সাধারন সম্পাদক	সাংস্কৃতিক জোট, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৬৮২৪৮৮৪৬১
২০.	ডাঃ জি,এম জহুর চিশতী	নির্বাহী পরিচালক	কল্যানী সেবা সংস্থা, নারায়ণগঞ্জ	সদস্য	০১৭১৪২৮৭৬৬৬
২১.	কমল কান্তি সাহা	অধ্যক্ষ, (ভারপ্রাপ্ত)	নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল এন্ড কলেজ	সদস্য	০১৭৬২৫৫৬৯৯
২২.	নিলয় ইসলাম	ছাত্র	নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল এন্ড কলেজ	সদস্য	০১৯৯১০৭৮০৩৫
২৩.	সিফাত আরা খানম	প্রধান শিক্ষক	১১নং বংশাল বালক সঃ প্রাঃ বিঃ	সদস্য	০১৭১৮৭০৬৭৭৮
২৪.	আমিনা আক্তার	প্রধান শিক্ষক	৩১ নং নয়ামাটি বালক সঃ প্রাঃ বিঃ	সদস্য	০১৯২৩৯৯৮৪০৫
২৫.	মুফতী বশীর	ইমাম/ ধর্মীয় নেতা	টানবাজার জামে মসজিদ	সদস্য	০১৮১৮৪৪৬৯৬
২৬.	পন্ডিত রামদাস আচার্য	অধ্যক্ষ/ধর্মীয় নেতা	হরিপ্রিয়া সংস্কৃত কলেজ	সদস্য	০১৯১৩৪৯৮৪৩৭
২৭.	ইমতিয়াজ উদ্দিন জুলু	আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	কমিউনিটি ভলান্টিয়ার	সদস্য	০১৯৩৭০৪৬৫২৭
২৮.	সনু রানী দাস	গৃহিনী	নারী, সিটিকলোনী	সদস্য	০১৭৪৬০৮১৭২৬
২৯.	শহিদুল ইসলাম	বয়স্ক ব্যক্তি	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী	সদস্য	০১৭৭৫৯৭৮৭৮২
৩০.	মোঃ মালেক	বিপদাপন্ন ব্যক্তি	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী	সদস্য	০১৯১২৯৬৫৯১৫
৩১.	আসাদুজ্জামান	এরিয়া কো-অর্ডিনেটর	এন জি ও ব্র্যাক	সদস্য	০১৭১২১৯৮০১৯
৩২.	কাজী এনামুল কবির	সহঃ সমন্বয়কারী	এন জি ও সিপিডি	সদস্য	০১৭১২৩৫৪৯১৫
৩৩.	মোঃ সুমন আলী	সি,এম,এম,এস,বি	এন জি ও মেরী স্টোপস	সদস্য	০১৭৩৯৫৫০০৭
৩৪.	হামিদুর রহমান	ব্যবসা	মুক্তিযোদ্ধা	সদস্য	
৩৫.	শামসুদ্দিন বাবু	ব্যবসা	প্রতিবন্ধী	সদস্য	০১৬৭৪৭৫৯৯০৮
৩৬.	মোঃ আবুল কালাম	ওয়ার্ড সচিব	ওয়ার্ড নং ১৫, নাসিক	সদস্য সচিব	০১৯৪৩০২৯০৮১

অসিত বরণ বিশ্বাস
কাউন্সিলর, ১৫নং ওয়ার্ড
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
নারায়ণগঞ্জ।

কার্যালয়ঃ পদ্ম সিটি প্লাজা-৪(৩য় তলা), ৫৫/সি, এস.এম. মালেহ রোড, নারায়ণগঞ্জ।

সংযুক্তি-১১: ওয়ার্ড আরবান কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের তালিকা

ক্র.নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	মেবাইল নম্বর
১.	জহিরুল ইসলাম	রফিক মোল্লা	র‍্যালি বাগান, নারায়ণগঞ্জ	০১৭২৭২০৫৩৬৯
২.	নার্গিস আক্তার	মোঃ ফিরোজ মিয়া	র‍্যালি বাগান, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৩৪৮২৫০৯
৩.	জান্নাতুল ফেরদৌস	মোবারক হোসেন খন্দকার	বিবি রোড, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৭৫০২৪১৭৬
৪.	মনি আক্তার	মহসিন খন্দকার	বিবি রোড, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৭৭১১০৪০২
৫.	তাহমিনা আক্তার	মোঃ মোক্তার হোসেন	বিবি রোড, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৫৬৯৫২৫০২
৬.	মিসেস মিনু বেগম	মোঃ তবারক হোসেন	এসইউডি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৪৯৮৯৪৪৭১
৭.	রুমা আক্তার	ইমদাদুল হক	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ	-
৮.	মোঃ সানি খান	বাবুল খান	বিবি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯১৪১৮৫৫৭৮
৯.	সাথী	মুত নাজিম উদ্দিন	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ	০১৮২৭৬১৭৬৯৭
১০.	যুথী	মোঃ জাহাঙ্গীর	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৩৮৬০০৭৯১
১১.	নাসরিন আক্তার	মোঃ মোয়াজ্জেম	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯১৩৮৯২৮৩২
১২.	মাহমুদা আক্তার	হাসান মুন্সি	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৪১৪৪৫৪৮৮
১৩.	শারমিন আক্তার	মোঃ পারভেজ	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ	০১৬২৯২০৫১৬৫
১৪.	মোঃ সোলাইমান	মোঃ মুসলেম	র‍্যালি বাগান, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৭৬১১৯৪৬০
১৫.	মোঃ ইউনুস সর্দার	রাকিব সর্দার	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৫২৯৭৮৬৯৯
১৬.	মিতু আক্তার	মোঃ মধু	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৮২৬৬৪৫১৯
১৭.	পিংকি আক্তার	মহিউদ্দিন মিয়া	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৫০৮৫৭৫৩২
১৮.	সহিদ আলামিন রবিন	শাহাদ হোসেন	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯২০০৭৭২৯৩
১৯.	রুমেল দাস রুবেল	ভরদ দাস	এসএম মালেহ রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৬৫০১৬৭৫০
২০.	পপি আক্তার	মোঃ জাকির হোসেন	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৬২৩০৭৫২
২১.	আয়েশা আক্তার	আবুল হোসেন খন্দকার	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯২৬৮১৩৯০৪
২২.	মোঃ ফজলুল হক খন্দকার	মৃত মনির হোসেন খন্দকার	বিবি রোড, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৬০৪৯০০৪৯
২৩.	শ্যামা খন্দকার তমা	আমিন হোসেন খন্দকার	বিবি রোড, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৭৩০১৬৮২৭
২৪.	অনিতা রাণী দাস	শাধন দাস	এনএসডি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬১১৮৯৯০৩১
২৫.	লাইলি ইয়াসমিন	মোঃ শহিদ উদ্দিন	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ	০১৮২৭৬১৭৬৯৬
২৬.	শিউলি বেগম	মোঃ সামসুল হক	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৩৮৭৮৮৫১৬
২৭.	পিংকি আক্তার	মহিউদ্দিন	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৫০৮৫৭৫৩২
২৮.	রুবেনা আক্তার	আজহার শরিফ	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৩১১০৬৯০০
২৯.	মুন্নি আক্তার	শাহাবুদ্দিন মিয়া	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৮৫৭১৪৫৩৫
৩০.	মোসাঃ মুর্শেদা বেগম	মোঃ মনছুর আলি	বিবি রোড, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৭৮৭৩৩৯১৮৯
৩১.	হোসেন হাওলাদার হিমেল	আবুল বাশার	বিবি রোড, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৭৮৩৮১৩০৪
৩২.	মোঃ মইনুল ইসলাম	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৯১৩৯১০৩৯৩
৩৩.	মোঃ সবুজ হোসেন	মৃত আব্দুল গাফফার	বিবি রোড, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৮১৫৭৬৫৬৯৮
৩৪.	মোঃ শাহিন	মোঃ শাহ আলম	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৭৯৮৮৩৫৬৭০
৩৫.	মোঃ আবুল কালাম	মোঃ আব্দুর রহিম	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৪৩০২৯০৮১
৩৬.	অসিত বরণ বিশ্বাস	সুধির চন্দ্র বিশ্বাস	সনাতন পল লেন, নারায়ণগঞ্জ	০১৮১৮৪৫৮৭৮৯
৩৭.	মোঃ আলাউদ্দিন সর্দার	মোঃ লতিফ সর্দার	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৫০৭১৮৯০২
৩৮.	পলি আক্তার	মোঃ বাবুল খান	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৯১৩৯৭৬১৭
৩৯.	সুর্বনা আক্তার	মোঃ তারা মিয়া	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৪১৪৩১৫২৯

ক্র.নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	মেবাইল নম্বর
৪০.	ছাইফুল ইসলাম	মোঃ গিয়াস উদ্দিন	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৬৬৬৫৩৯৯৬
৪১.	দিলিপ কুমার দে	মৃত রমেশ চন্দ্র দে	ডিএন রোড, গোয়াল পাড়া,	০১৭৩২৮২৩৫৮৪
৪২.	আমিনুল ইসলাম	দুলাল সর্দার	বিবি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৭০৯৪২৫৭২
৪৩.	সানজিদা আক্তার	মোঃ শফিকুল ইসলাম	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৩০৬০৭৮৫৯
৪৪.	এম.এ কালাম মোল্লা	মোঃ আবুল হোসেন মোল্লা	সাজুজা রোড, পাইকপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৩১৩৮৪৮৮৮
৪৫.	শারমিন আক্তার	মোঃ মহিউদ্দিন	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৫০৮৫৭৫৩২
৪৬.	জান্নাতুল ফেরদৌস	মোঃ জাকির শেখ	নয়ামাটি, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮৯৯৭২৮১৪
৪৭.	রুমা আক্তার	রেজ্জাক	নয়ামাটি, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮৫৭৪৪৬৪১
৪৮.	সালমা আক্তার	মোঃ আব্দুল ছালাম হাওলাদার	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৭৯১০১৪০৪৩
৪৯.	অন্তরা আক্তার	জাহাঙ্গীর মুন্সি	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৩০২৮৫৫৬৮
৫০.	মোঃ রিহান কবির	মোঃ নুরুল কবির	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৮২১৬৩৬১৫০
৫১.	কাঞ্চন সেন	সুধির সেন	র‍্যালি বাগান, নারায়ণগঞ্জ	০১৯১৯৪০৩৫০৭
৫২.	শারমিন রিনভি	সৈয়দ আলি	র‍্যালি বাগান, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৩৪৫২৮৪৩৪
৫৩.	লাকি আক্তার	সেকান্দর আলি	র‍্যালি বাগান, নারায়ণগঞ্জ	০১৯১৬৭৫০২১২
৫৪.	রুনা ফারুক	মোঃ ফারুক হোসেন	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮৩৬৫৭৬২০
৫৫.	শাবানা	মোঃ আফজাল	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৬৯১৪১৯৯৯
৫৬.	বিউটি আক্তার	নাজিম উদ্দিন	রেলওয়ে কলোনী, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৮৪৫৩১৫০১
৫৭.	মোঃ সোহাগ	আব্দুল খালেক	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৭৭৬৭২৩৩০৩
৫৮.	মোঃ ইসমাইল হোসেন	মোঃ আব্দুস সাত্তার আলি	বিবি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৬৮০৮০৫৮৭
৫৯.	মোঃ সোহান হোসেন	সৈয়দ আলি	উত্তর র‍্যালি বাগান, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৫৫৮৮০৫১২
৬০.	মোঃ মিলন	মোঃ মান্নান	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৭৪০৪৬৫৩৫
৬১.	মোঃ মারফুত	তারা মিয়া	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯১৩৯৯১৪৩৫
৬২.	মোঃ গোলাম মোস্তফা	আলহাজ্ব আদম আলি	এসএস রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯১২০৫৩১৭৬
৬৩.	নুসরাত রাফিজা	মোঃ রহমত উল্লাহ	নিউ চাষাড়া, জামতলা	০১৬৭২৬৫৬৯৫৫
৬৪.	মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	মোঃ মকবুল হোসেন	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৭২০৫৫৩৬০৪
৬৫.	কাজি এনামুল কবির	মৃত কাজি আছির উদ্দিন	মিরজুমলা রোড, দিগু বাজার, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১২৩৫৪৯১৫
৬৬.	মোহাম্মদ আবুল হোসেন	মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৯১৫৯২০৩৩৫
৬৭.	মোঃ হাছানুল ইসলাম	মোঃ আব্দুল মান্নান গাজি	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	০১৭২০০২৫৫৯৯
৬৮.	মোঃ আব্দুল্লাহ আল নোমান	কাজী মোঃ সেলিম	বিবি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৮২০১৬১০১৮
৬৯.	সানজিদা খানম	আবুল খায়ের খান	মুরাদপুর মাদ্রাসা রোড, জুরাইন, ঢাকা	০১৯৩৯০৩৩৭১৬
৭০.	মোঃ মাসুদ রানা	নুরে আলম	সাহা সুজা রোড, ভুইয়া পাড়া	০১৭৯৮৮৬০০২৩
৭১.	শিল্পী দাস	কানু লাল দাস	বংশাল রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮৮৭০৬১১৪
৭২.	খন্দকার হায়াত মাহমুদ	খন্দাকার শামছুল আলম	আদমজী নগর, নারায়ণগঞ্জ	০১৮১৬৫১০২১৪
৭৩.	ইমন সাহা	বিশ্বজিৎ সাহা	আর কে দাস রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৬২৪৯৪৬৯২২
৭৪.	রোহিত পোদ্দার	রনজিত পোদ্দার	গলাচিপা, নারায়ণগঞ্জ	০১৬২৩২৯৫২১২
৭৫.	জয় সেন	কাঞ্চন সেন	র‍্যালি বাগান, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৫৩৫৪৫২৭২
৭৬.	মোঃ শাহারিয়ার আহমেদ	মোঃ শাহাবুদ্দিন	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৪৪৬০৮২৯১
৭৭.	আফসানা আক্তার	নুরু	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৬০৩০৯৫৪৭
৭৮.	ফাতেমা আক্তার	মোঃ ইয়াসিন হাওলাদার	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯২২৬৮৬৬৮৮
৭৯.	সুরাইয়া আক্তার	মোকামল মন্ডল	মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১০৮৭৮৩১১
৮০.	মোঃ আছিফ জোবায়ের	মোঃ সানোয়ার হোসেন	মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৮৫২২৪৮৮৮৮

ক্র.নং	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	মেবাইল নম্বর
৮১.	রুবেল শেখ অকুল	মোঃ মোক্তার আলি	মিরজুমলা রোড, দিগু বাজার	০১৯৬১০৩৫৪০৯
৮২.	জীবন কৃষ্ণ সরকার	ওকেস চন্দ্র সরকার	নাগ রোড, আমলা পাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৭১৬৩৭৪৫৩
৮৩.	সুমন চন্দ্র দেবনাথ	নারায়ণ চন্দ্র দেবনাথ	রোড-৩৬, বাড়ি-০৫, ওয়ার্ড-১৭	০১৭১৮৬৬৬২৮৭
৮৪.	এ.এস.এম. মশিউর রহমান	একেএম আব্দুল মোতালেব	আলসাবা রোড, ভুইয়াপাড়া	০১৮১৪৩৫৩১৫৬
৮৫.	ইমতিয়াজ আহমেদ জুলু	মৃত. বদর উদ্দিন আহমেদ	বিবি রোড, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৩৭০৪৬৫২৭
৮৬.	মোশারফ হোসেন	মোঃ মোজাম্মেল হক	ব্লক-০২, ওয়ার্ড-১৫	০১৯৩২৬১৭৭৩৮
৮৭.	মোঃ সাদ্দাম হোসেন	মোঃ ছালাম মিয়া	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৭৪৩৯৩৫০৮৪
৮৮.	মোসাঃ মোর্শেদা বেগম	মোঃ মনছুর আলি	বিবি রোড, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৭৮৭৩৩৯১৮৯
৮৯.	মোঃ রাসেল	মোঃ সেলিম	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৩০৯৭৮১২৯
৯০.	মোঃ শাহিন	মোঃ শাহ আলম	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৭৯৮৮৩৫৬৭০
৯১.	রুবিনা আক্তার	আজহার শরিফ	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৩১১০৬৯০০
৯২.	মুন্নি আক্তার	সাহাবুদ্দিন মিয়া	নিউ জিমখানা, নারায়ণগঞ্জ	০১৯৮৫৮১৪৫৩৫
৯৩.	মোঃ আলামিন হোসেন খন্দকার	মোঃ ফরিদ হোসেন	বিবি রোড, মন্ডলপাড়া, নারায়ণগঞ্জ	০১৬৮০১০৮৮১০

সংযুক্তি-১২: ইউআরএ সহায়ক দলের সদস্যদের মতামত:

সহায়কদের সার্বিক মতামত

আমাদের কমিউনিটি'র সর্বোপরি ওয়ার্ডের ঝুঁকি নিরূপণ কাজে অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এর ১৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই তিন দিন আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে, যদি আমাদের পরিশ্রমের সামান্যতম সুফল ভোগ করতে পারে এই এলাকার জনগণ। এ বিষয়ে কাজ না করলে বুঝতেই পারতাম না আমাদের ওয়ার্ডে এত সমস্যা/ঝুঁকি রয়েছে। অথচ আমরা একটু সচেতন হলেই এ সকল সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, ১৫ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য, ওয়ার্ডবাসী, ভলান্টিয়ারসহ সংশ্লিষ্ঠ সকলকে এবং কারিগরী সহযোগিতার জন্য সেভ দ্য চিলড্রেনকে।

সহায়কদের নামের তালিকা:

ক্রম	সহায়কের নাম	পদবী ও ঠিকানা
১.	অসিত বরণ বিশ্বাস	কাউন্সিলর, ১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
২.	মোঃ আবুল কালাম	সচিব, ১৫ নং ওয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন
৩.	মোঃ আলমগীর হায়দার	সিনিয়র প্রোগাম অফিসার, সেভ দ্য চিলড্রেন
৪.	মোঃ ফজলুল হক	প্রকল্প সমন্বয়কারী, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি
৫.	কাজী এনামুল কবির	সহঃ প্রকল্প সমন্বয়কারী, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি
৬.	সাবরিনা নাজিয়া হক	মনিটরিং অফিসার, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি
৭.	সানজিদা খানম	ফিল্ড অর্গানাইজার, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি
৮.	মোঃ শাকিল হোসেন	ফিল্ড অর্গানাইজার, নগরভিত্তিক দুর্যোগ সহনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প, সিপিডি

সংযুক্তি-১৩: ইউআরএ'র চ্যালেঞ্জ ও শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ

চ্যালেঞ্জ/প্রতিবন্ধকতাসমূহ ঃ ওয়ার্ড নং ১৫

- ১৫ নং ওয়ার্ড ঐতিহসিক বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও ব্যস্ততম এলাকা হওয়ার ফলে মানুষ সহজে একজন আরেক জনের সাথে কথা বলতে/তথ্য দিতে চায় না।
- দুই দিন অত্যন্ত স্বল্প সময় হওয়ায় তথ্য সংগ্রহ অনেক কষ্টসাধ্য ছিল।
- অল্পশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষ তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কথা বলতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।
- সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ত করানো কষ্টসাধ্য।
- ওয়ার্ডের ঝুঁকি এবং সম্পদসমূহ সম্পর্কে মানুষের ধারণা অত্যন্ত অল্প হওয়ায় তারা সঠিক তথ্য দিতে পরেনা।
- অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ কম।
- নগর ঝুঁকি নিরূপণে জনগোষ্ঠীর আস্থা ও আগ্রহ কম।
- পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বিপদাপন্নতা নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য।

চ্যালেঞ্জ/প্রতিবন্ধকতাসমূহ উত্তোরণের উপায়

- তথ্য সংগ্রহের সময় বৃদ্ধি করা।
- সাপ্তাহিক/সরকারি ছুটির দিনে তথ্য সংগ্রহ করা।
- তথ্য সংগ্রহে সেবাপ্রদানকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি'র অংশগ্রহণ।
- তথ্য সংগ্রহকারীদের পরিচয়পত্র সরবরাহ করলে ভালো হত।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহঃ

- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও স্বেচ্ছাসেবকদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের কারণে কাজটি সহজেই করা সম্ভব হয়েছে।
- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সক্রিয় অংশগ্রহণ কাজের উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেয়।
- দলবদ্ধভাবে ওয়ার্ড পরিভ্রমণ ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে আপদ অনুসারে ওয়ার্ডের বিপদাপন্নতা চিহ্নিত করায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন সহজ হয়।